প্রথম কালেমা বিসমিল্লাহ্

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين الحمدلله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي اله

واصحابه اجمعين

হে আমার ভাই আমার কাছ থেকে কয়েকটি নসিহত তুমি চেয়েছ। তুমি একজন সেনা হওয়ার ধরুন সৈন্য বাহিনীর উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে আটটি ঘটনাবহুল হেকায়ার মাধ্যমে কয়েকটি হাক্বিক্বাতকে আমার নফসের সাথে তুমি শ্রবণ করো। তার কারণ আমি আমার নফসকে সবার থেকে বেশী মুহতাজ দেখতে পাচ্ছি। সময়ের ধারাবাহিকতায় আটটি আয়াতে কুরআন থেকে লাভমান আমি হয়েছি এমন আটটি বাণী কিছুটা লম্বা, আমার নফসকে শ্রোতা হিসেবে বলেছিলাম। এখন সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সাধারণ মানুষের ভাষায় আমার নফসকে আমি বলব। কেউ যদি শুনতে চায় একসাথে যেন শুনে। (অন্য আঁটটি বাণী এই বইয়ের ২৩৩-২৬২পৃষ্ঠায়)

প্রথম বাণী

বিসমিল্লাহ সকল প্রকার মঙ্গলের চাবিকাটি। আমরাও শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করছি। জেনে রেখ হে আমার নফস! এই পবিত্র বাক্যটি ইসলামের নিশানা হওয়ার ন্যায় সমগ্র সৃষ্টিকুলে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান অভ্যস্থ এক দোয়ার তাসবিহ। বিসমিল্লাহ কতই না মহান, অশেষ এক ক্ষমতা, কতইনা সীমাহীন একটি বরকতময় খাজিনা হওয়াটা যদি বুঝতে চাও তাহলে নিম্নের দৃষ্টান্তমুলক কাহিনীকে দৃষ্টিপাত কর শ্রবণ কর এটা এমন যে,

আরব বেদুঈন সাহারা সমুহে সফরকারী কোন ব্যক্তির আবশ্যকীয় ব্যাপার হলো যে কোন গোত্রের নেতার নাম বহন করা এবং মুছাফির যেন ঐ নেতার আশ্রয় গ্রহণ করে। যাতে করে অনিষ্টতা থেকে সংরক্ষিত হয়ে স্বীয় প্রয়োজনকে পূরণ করতে পারে। নতুবা একা একা অসংখ্য দুশমনের এবং নতুন করে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পেরেশান হওয়ার কথা। যাইহোক, দুইজন লোক মরুভুমিতে বের হয়ে তারা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল বিনয়ী। আর অন্যজন অহংকারী, বিনয়ী লোকটি একজন গোত্র নেতার কর্তৃত্ব পরায়নতার অনুসরনীয় ছিল, আর দাম্ভিক লোকটি কোন নেতার কর্তৃত্বে ছিলনা। সে একা একাই ছিল। প্রথম লোকটি নেতার কর্তৃত্বের ধরুন নিরাপদ ভাবে ভ্রমন করেছিল। কোন ডাকাতের সাথে দেখা হলে সে বলে আমি অমুক নেতার কর্তৃত্বে ভ্রমন করছি। তখন দুস্কর্মী দস্যু তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। অনিষ্ট কর্মে আর আক্রমন করে না। আর এই বিনয়ী লোকটি কোন শিবিরে প্রবেশ করলে গোত্র নেতার নামের খাতিরে সম্মানী হয়। অন্যজন অহংকারী লোক, সমস্ত যাত্রাকালে এতই সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয় যে, বুঝিয়ে বলার মত নহে। সার্বক্ষনীক ভয়ে কম্পিত এবং ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় চলছিল। ফলে জিল্লতী ও অবহেলার পাত্র হল।

অত:এব, হে আমার দাম্ভিক নফস তুমিত ঐ রকম এই পৃথিবীর চিন্তাফলী মরুভুমির একজন ভ্রমনকারী তোমার অসহায়ত্ব এবং দরিদ্রতা সীমাহীন। তোমার দুশমন এবং চাহিদা অসীম। যেহেতু অবস্থা এমন তাহলে তুমি এই পৃথিবী নামীয় মরুভুমির চিরস্থায়ী মালিক এবং সময় মুখাপেক্ষীহীন হাকিমের নামের কর্তৃত্বে অবস্থা করো। যাতে করে সমগ্র কায়েনাতের উপহাস থেকে এবং সর্ব প্রকার দূরাবস্থার সম্মুখীন কালে ভীতীসন্ত্রস্থ হওয়া থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করাতে সক্ষম হও।

হ্যাঁ, এই বিসমিল্লাহ বাক্যটি এমনি এক পবিত্র ভান্ডার যে, তোমার সীমাহীন অসহায়ত্ব ও দরিদ্রতাকে অসীম ক্ষমতাশীল ও রহমতের প্রতি বন্ধন তৈরী করত: কাদিরে-রাহিমের দরগাহে অভাব অনটনকে সর্বোচ্চ স্থরের এক সুপারিশ কারীতে পরিণত করবে। অবশ্যই এই বাক্যের সাথে মিল ঐ কর্মব্যস্থ লোকটার ন্যায় যে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রের নামের কর্তৃত্বে নির্ভয়ে কাজ চালিয়ে যায়। কাউকে সে পরওয়া করেনা, আইন ও সরকারের নামে সে কথা বলে, সব কাজ সম্পাদন করে সবকিছুর সামনে সে ভারসাম্যতা রক্ষা করে চলে। আমরা প্রথমেই বলেছি: সমগ্র সৃষ্টিকুল সর্বদা বিসমিল্লাহ বলে তাই নাকি? হ্যাঁ, অবশ্যই তাই। যেমন, তুমি যদি দেখ একজন মাত্র লোক এসেছে আর সমস্ত শহরের লোকদেরকে বাধ্য করে কোন এক স্থানে একত্রিত করেছে এবং চাপ সৃষ্টি করে কাজে নিয়োজিত করেছে। নিশ্চয় ঐ লোকটি তার নিজ নামে ও ক্ষমতা বলে এমনটি করছে না। নিশ্চিত ঐ লোকটি একজন সেনা। সে সরকারের কর্তৃত্বের দ্বারা কাজ করছে। তার এমন আচরণ কোন বাদশাহর ক্ষমতার দ্বারা হচ্ছে। সে একা নহে, একিইভাবে সকলকিছু জানাবে আল্লাহর নামে কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে এমন যে, সুক্ষ অনুকুল বীজ, বিচি যেগুলো বিশাল আকারের গাছকে বহন করছে, পাহাড়ের ন্যায় ভারী বোঝা ধারণ করছে। এর অর্থ হল, প্রত্যেক বৃক্ষ বিসমিল্লাহ বলে রহমতের খাজিনা হওয়া ফল সমুহ দিয়ে স্বীয় হস্তকে পরিপূর্ণ করছে। আমাদের খেদমত পরিবেশন করত: পাকশাল থেকে এক অর্জন তৈরী হয় ভীন্ন ভীন্ন মানের রকমারী সুস্বাদু খাবার-দাবার এই রন্ধনশালা একসাথে রান্না করছে। শুধু তাই নয় প্রত্যেক গরু, উট, ভেড়া ও বকরীর ন্যায় মুবারক প্রাণীরাও বিসমিল্লাহ বলে রহমতের খাজিনা থেকে একেকটি প্রাণী (নারী থেকে) দুধের ফোয়ারায় ধারণ করে। আমাদেরকে রাজ্জাক নামে সবোৎকৃষ্টমানের সর্বোচ্চ মানের পরিচ্ছন্ন এবং আজীবন যাপনীয় পানীর ন্যায় এবং খাবারের উপস্থাপন করছে। প্রত্যেক তরুলতা এবং বৃক্ষ এবং তাজা শ্যামলিমার সুতার মত নরম স্নায়ু ও উপশিরাসমুহ বিসমিল্লাহ বলে শক্ত হওয়া পাথর আর মাঠি ভারসাম্য রক্ষা করে রহস্য ভেঙ্গে তারা চলে। আল্লাহর নামে তাসবিহ পড়ে সবকিছুই তার নিয়ন্ত্রিত হয়।

আর অবশ্যই বাতাসের মধ্যে থাকা ডাল সমুহের বিস্তারে ও ফল প্রদান করনের মত ঐ শক্ত পাথর ও মাটির ঘ্রানের অতি সহজতর উপায়ে বিস্তৃত করন: এবং ভুমির নিচে সবজী জাতীয় খাবার ব্যবস্থাকরন একিভাবে প্রচন্ত তাপের মাঝে মাসকে-মাস, সতেজ, সবুজ-শ্যামল পাতাসমুহের অবস্থান প্রাকৃতিবাদীদের মুখে শক্তভাবে চড় মারছে। অন্ধ হওয়া চুখে আঙ্গুল মোচড়াচ্ছে এবং বলছে যে, তোমাদের বিশ্বাসের বস্তুবাদীতা এবং তাপ সংক্রান্ত মতবাদ ও অন্যের হুকুমের নিয়ন্ত্রনে থেকে বলছে যে, ঐ সূতার ন্যায় অতি কোমল হওয়া এবং শিকড় সমূহ একেকটি মুদ্রার ন্যায় আলোচ্য فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ .আমি মুসাকে বলিলাম তুমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর. আয়াতের নির্দেশনায় অবনত হয়ে পাথর সমুহকে রহস্যভেদ করে। এবং ঐ সিগারেটের পাতলা কাগজের ন্যায় তরুলতার পাতাসমুহ একেকটি ইব্রাহিম আ. এর অঙ্গসমুহের অগ্নী প্রজ্জলনের প্রচন্ড তাপ-মাত্রার সম্মুখে নিম্নের আয়াতকে পড়ে তারা নবী কে অক্ষ্যত রাখছে আয়াত হল يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا .হে আগুন ইব্রাহিমের জন্য সুশীতল হও.

যেহেতু সকল মাখলুক আধ্যাত্মিকভাবে বিসমিল্লাহ বলছে, আল্লাহ নামের কর্তৃত্বে প্রবেশ করত: আল্লাহর নেয়ামত সমুহকে আনয়ন করে আমাদেরকে তারা প্রদান করছে। সুতরাং আমরা ও বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যকীয়, আল্লাহর নামে প্রদান করা জরুরী আমরা আল্লাহর নামে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবতা এমনটি হওয়া আল্লাহর নামে প্রদান করে না এমন গাফিল মানুষদের থেকে কিছু না নেওয়া আমাদের জন্যে জরুরী।

প্রশ্নঃ পরিবেশনকারী হওয়া রেস্টুরেন্টে মানুষদেরকে আমরা একটি মুল্য, টিপস প্রদান করি। তাহলে আসল মাল সম্পদের খাবার দাবারের মালিক মহান পরিবেশনকারী আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে কি রকমের মুল্য চাচ্ছেন?

উত্তরঃ হাঁ, ঐ মুনঈমে-হাক্বিকি আমাদের কাছ থেকে ঐ মহা মূল্যবান নেয়ামতের বিনিময়ে আমাদের কাছে যে মূল্য চাচ্ছেন এগুলো চিন্তা করলে তিনি তিনটি জিনিস চাচ্ছেন।

এক. যিকির দুই. শুকরিয়া আদায় করা তিন. ফিকির করা। প্রথমেই বিসমিল্লাহ বলা হল যিকির। শেষে আলহামুদুলিল্লাহ বলা হল শুকুর। আর মাঝখানে এই মহামূল্যবান বিস্ময়কর নেয়ামত সমূহ আমাদের খেদমতের জন্যে সৃষ্টিসমূহের একক অমুখাপেক্ষী আল্লাহর কুদরতে আহলে-কিতাবকে এবং রহমতের হাদিস সমূহের মালিককে চিন্তা অনুধাবন হল ফিকির করা একজন বাদশাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার নিয়ে এসে তোমাকে প্রদানকারী মিসকিন কোন ব্যক্তিকে তার পায়ে চুমু খেয়ে সম্মান প্রদর্শন করা আর আসল বাদশাহকে না জানা, না চেনা কি পরিমানের নির্বেদ্ধিতা হবে চিন্তা করো।

একইভাবে বাহ্যিক নেয়ামতের পরিবেশক এর প্রসংশা ও তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে আসল নেয়ামতের পরিবেশক আল্লাহকে ভূলে যাওয়া এর চেয়ে হাজার গুন বেশি মুর্খতা ছাড়া কিছু নহে। হে আমার নফস! যদি এমন বোকা হতে নাহি চাও, তাহলে আল্লাহর নামে দাও আল্লাহর নামে লও, আল্লাহর নামে শুরু করো। রেফঃ সোজলার ৫

২য় বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

الذين يؤمنون بالغيب

ঈমানের ভিতরে কি পরিমাণ এক সৌভাগ্যতা ও নেয়ামত এবং কি পরিমানের বড় মাপের স্বাদ ও প্রশান্তির অবস্থান যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে নিম্নের ঘটনাবহুল দৃষ্টান্তের দিকে লক্ষ কর, শুন:

একবার দুই ব্যক্তি যেমন আমোদ প্রমোদ তেমনি ব্যবসায়ীক কাজের জন্যে ভ্রমনে তারা যাচ্ছিল। তাদের একজন হল স্বার্থপর দূর্ভাগা সে একদিকে আর অপরজন হল খোদাভীরু ভাগ্যবান সে ও অন্য রাস্থায় বের হল তারা চলিল, স্বার্থপর লোকটি যেমন একমুখী তেমনী স্বীয় স্বার্থে ও ছাড় দিতে রাজি নহে, পাশাপাশি সব কিছুতে মন্দ দৃষ্টিতে চিন্তাকারী হওয়ার ধরুন এমন মনোভাবের প্রতিফল হিসেবে তার সম্মুখে অত্যান্ত লাঞ্চনাকর এক এলাকায় সে গিয়ে পৌছে। সে ওখানে দেখেতে পায় যে, সবদিকে মুখাপেক্ষী মানুষগণ অত্যাচারী আনুকা মানুষদের অত্যাচার ও লাঞ্চনাকর জুলুম থেকে মুক্তির জন্যে তারা প্রার্থনা করছে। সে যেখানে যেখানে ভ্রমন করেছে, এমন প্রত্যেক স্থানে এই রকম দু:শ্চিন্তময় অবস্থাকে দেখতে পায়। প্রত্যেকটি দেশ এলাকা যেন একেকটি ঔপনেশিকতার বিষন্নতায় আবদ্ধ। এই দুর্বিশহ অবস্থা থেকে সে নিজেকে দূরীভূত রাখার পথ হিসেবে উপায়হীনভাবে মাতলামী জাতীয় পানীয় নাখেলে এগুলো ভূলে থাকা তার জন্যে অসম্ভব, কারণ ঐ স্থান সমূহের সকলেই তাহাকে দুশমন ও বিদেশী হিসেবে মনে করছে। আবার বিষন্ন ঐ লোক গুলোর মাঝে ও আশ্চর্যকর প্রেক্ষাপটি ও মৃত্যু শোকে ক্রন্ধনরত এতিমদেরকে দেখতে পাচ্ছে। এক মানবীক কষ্টের মধ্যে অবস্থানরত আছে। অন্য দিকে ঐ খোদাভীরু, খোদাপ্রিয় ও সত্য পথিক উত্তম চরিত্রের দ্বিতীয় লোকটির অবস্থা এমন যে, সে তার উত্তম দৃষ্টিতে অতি সুন্দর ও চাকচিক্যময় একটি দেশ বা এলাকায় গিয়ে পৌছিয়াছে। বস্তুত: এই ভাল লোকটি প্রবিষ্ট দেশে এক উমুমী শান, সৌকত দেখতে পায়। যা সর্বদিকে এক প্রকার শান্তি, এক ধরণের সুশৃংখল এক জযবা ও সৌহার্দতার মধ্যে যিকির ফিকিরের স্থান সমূহ, যেখানে সবাই তাহাকে বন্ধুসূলভ ও আত্মীয় সূলভ আচরণ দেখাচ্ছে। যেন সে দেখছে তার সমগ্র অঞ্চলে ঐ রুপের বসবাস এবং এ যেন এক শুকুর গোজারীর সাথে আমভাবে এক স্বাভাবিক সাবলীল চিত্র স্বরুপ। একই ভাবে সে তাকবীর তাহলীলের সাথে চিরশান্ত সৈন্য সংগ্রহের জন্যে এক মাদুর্যপূর্ণ আওয়াজ শুনতে পায়, প্রথমকার বদবখতের যেমন নিজে তেমন সমস্ত জনগনের যন্ত্রনার সাথে শিক্ষনীয় হওয়ার পরিবর্তে এই দ্বিতীয় ভাগ্যবান যেমন নিজে তেমনী জনসাধারনের আনন্দপ্রদের সাথে সু:খী ও স্বাচ্ছন্দময়তা অনুভব কারী হচ্ছে। সাথে প্রফুল্লভাবে এক বানিজ্যিক প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান মোড় নিচ্ছে। সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, পরে কাজ শেষে আরামছে ফিরে, অপর দিকে স্বার্থপর লোকটির সাথে তার দেখা হয়। তার সাথে ঘটিত অবস্থাকে তুলে ধরে তাকে বলে যে, অহ-হ তুমিতো পাগল হয়ে গিয়েছ। ভিতরকার মন্দ পৃষ্টসমূহ বাহিরে রুপান্তরিত হওয়া আবশ্যকীয় যে, হেসে হেসে কাদা শক্তির অপচয় এবং স্বাধীন মনোভাবের প্রতি অতিরিক্ত তৈলাক্ত করনে তুমি সন্দেহ প্রবন হয়ে গিয়েছিলে। তুমার মাথা ঠিক কর, তোমার অন্তরকে পরিস্কার কর। যাতে করে এই মুসিবত পূর্ণ পর্দা তোমার থেকে ওঠে যায়, তখন বাস্তবতাকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে। এই দেশ, এলাকা, অঞ্চলটি সীমাহীন স্থরে সুবিচারক দয়াবান,কর্মচারিদের তরে কৃপাবান, ক্ষমতাবান, নীতিবান বন্ধু পরায়ন এক

মালিকের মালিকানাভুক্ত, শুধূ তাই নয় এমনকি ইহা এমন এক স্থরের চক্ষু দর্শনে স্থরান্নীত নিদর্শন ও পরিপুর্ণতাকে উপস্থাপন কারী দেশ যা তোমার ধারনাপ্রবন আকৃতিতে বুঝা অসম্ভব, পরে ঐ বদবখত লোকটির মাথা ঠিক হয়। সে লজ্জিত হয়। এবং বলে যে, হ্যাঁ আমি মদ্যপানীয়তে দেওয়ানার ন্যায় পাগল হয়ে গিয়ে ছিলাম। আল্লাহ তোমার উপর সন্তুষ্ট থাক, এই তরে যে আমাকে জাহান্নামী অবস্থান থেকে বাচালে।

হে আমার অন্তর! জেনে রাখ যে, প্রথমকার লোকটি একজন কাফির ছিল। নতুবা অবলোকনকারী এক ফাসিক ছিল। এই দুনিয়াটি তার দৃষ্টিতে এক দু:খ পরায়ন কান্নারোলে আবদ্ধ স্থল স্বরুপ। সমস্ত জীব-জন্তু নি:শেষ ও বিচ্ছেদের দড়িতে ক্লেশপ্রাপ্ত, ক্রন্দিত সবকিছু এতিম স্বরুপ। এখানে প্রাণী জগত ও মানব নিয়ে চিন্তা করলে তারা মৃত্যুর পাঞ্জার সাথে খন্ড বিখন্ডীত হওয়া মাথানষ্ট জনশুন্য স্বরুপ। পাহাড় ও সাগড়ের ন্যায় বড় মাপের অস্তীত্যসমূহ প্রানহীন হতভম্ভ নিরব জানাযা এর হুকুমের আওতাভুক্ত। আরও বেশী এর ন্যায় অীত কষ্ট, যন্ত্রনা, অজানা সন্দেহ প্রবন ওয়াছওয়াছা কুফুরী ও ভ্রষ্টতা থেকে আগত হয়ে তাহাকে আধ্যাত্মীকভাবে এক আযাবের সম্মুখীন করে। অন্য লোকটিকে চিন্তা করলে: ঐ লোকটি একজন মু'মীন ছিল, সে মহান স্রষ্টাকে চিনে সত্যায়ন করে। তার দৃষ্টিতে এই দুনিয়া একটি রহমানী যিকির খানা স্বরুপ, মানবতার শিক্ষাস্থল স্বরুপ এবং এটা একটি মানব ও জীবের পরীক্ষার ময়দান স্বরুপ। সমগ্র গত হওয়া জীব ও মানবকে নিয়ে চিন্তা করলে স্বাধীনতার স্থলস্বরুপ। যাদের জীবনের শেষ ঘন্টা বেজেছে, এই ক্ষনস্থায়ী স্থল থেকে, তারা আধ্যাত্মীকভাবে চির-সুখের দৃষ্টিতে সু-পরিপাটকৃত উচু নিচুহীন অন্য এক দুনিয়ায়, যা এ যেন আরেক নতুন কর্মস্থল। তারা এসে যেন ব্যাস্থ হয়, আবার সমগ্র নবাগত প্রাণী জগত ও মানব জগত কে চিন্তা করলে সৈন্য সংগ্রহের তরে অস্ত্রের হাতে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ স্বরুপ, সমগ্র প্রাণী একেকটি দায়িত্বশীল সৈন্য একেকজন সুশৃংখল আনন্দীয় অফিসার স্বরুপ। আবার সমস্ত আওয়াজ সমূহকে চিন্তা করলে হয়তুবা দায়িত্ব শুরু করা নামীয় যিকির ও তাসবীহ এবং গতিচলমানতায় শুকরিয়া ও প্রফুল্লতা, নতুবা কর্ম আদায় করনের আবেগ থেকে তৈরী হওয়া সু-মধূর আওয়াজ স্বরুপ সমস্ত সৃষ্টিকুল ঐ মুমীনের দৃষ্টিপাতে রাজাদিরাজ ও সু-মহান মালিকের যেন একেকটি সুহৃদ অফিসার। একেকটি মনোহর মনোরম কিতাব স্বরুপ। আরও এর ন্যায় অসংখ্য সাবলীল উচ্চ ও স্বাদী মিষ্টিবান হাক্বিক্বাত সমূহ ঈমান থেকে ফুটে ওঠে। অর্থাৎ ঈমান একটি আধ্যাত্মীক জান্নাতের তুবা বৃক্ষের বীজকে বহন করছে। অপর দিকে কুফুরী একটি আধ্যাত্মীক জাহান্নামের জাক্কুম বৃক্ষের বীজকে গোপন করে রাখছে।

অর্থাৎ শান্তি ও সুরক্ষা কেবল মাত্র ইসলামের ছায়াতলে ও ঈমানের মধ্যে আর যেহেতু এরকম তাই আমরা সর্বদা বলা আবশ্যকীয় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِينِ الْإِسْلَامِ وَ كَمَالِ الْإِيمَانِ বিশুদ্দ ঈমান ও দ্বীনে ইসলামের উপর আছি বলে সমস্থ প্রশংসা আমার আল্লাহ্র। রেফঃ সোজলার ১৬

৩য় বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ايها الناس اعبدواء

ইবাদাত কি পরিমান বড় এক ব্যবসা ও সৌভাগ্যতা: ফাসিকি ও অশ্লীলতা কি পরিমান ক্ষতিকর ও ধ্বংসশীল হওয়া বিষয় যদি তুমি বুঝতে চাও, তাহলে নিম্নের এই উল্লেখীত শিক্ষনীয় ঘটনাটির দিকে লক্ষ করো, শুনো...

একবার দুইজন সৈন্য দূরবর্তী কোন স্থানে যাওয়ার হুকুম পেয়েছে। তারা এক সাথে যাওয়ার পথে এক সময় পথ আলাদা হয়ে যায়। ঠিক ঐ সময় একজন লোক তারা ঐখানে দেখতে পেলো লোকটি তাদেরকে বলে যে, এই ডানদিকের রাস্তায়, কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকার পাশাপাশি ঐ পথে গত হওয়া পথিক এই বামের পথ থেকে নয়টি বড় মাপের ফায়দা দেখতে পায় ও অর্জন করে। আবার বামের পথ হল, যেখানে কোন ফায়দা না হওয়ার সাথে সাথে দশজন পথিকের থেকে নয়জনই ক্ষতির সম্মুখীন হয়, ক্ষতি দেখতে পায়। একিইভাবে, দুনো পথই লম্বা ও সংক্ষেপের দৃষ্টিতে সমান সমান। তবে কেবল একটি পার্থক্য আছে নীতিবহির্ভূত আইনের বাইরে অবস্থানকারী এই বাম পথের পথিক যে ব্যাগ ছাড়া, অস্ত্র ছাড়া যায়। এতে বাহ্যিক এক সহজতা নিয়মানুক সৈন্যের নিয়ন্ত্রিত থাকা ডান দিকের লোকটি, যে খাবার দাবার ভর্তি সাড়ে চার কেজি সমমানের দুটি অস্ত্রবহন করতে সে বাদ্য হচ্ছে, এই দুনো সৈন্য ঐ পথের লোকের কথা শুনার পর ভাগ্যবান লোকটি ডানদিকে যায়। এক ভারী বোঝাকে তার স্কন্ধে ও কোমরে বহন করে। কিন্তু তার কৃলব এবং রুহ হাজার হাজার অসহায়ত্ব এবং ভীতি থেকে রক্ষীত হয়। আবার অন্য দূর্ভাগা সেনা লোকটি সেনা কর্মকে ছেড়ে দেয়। সে নিয়ম কানুনের অনুসারী হতে মোটেও আগ্রহী নহে। বাম পথে যায়। খাদ্য ও অস্ত্র বহনের শারীরীক এক বোঝার ভারী অবস্থান থেকে সে রক্ষিত হয়। কিন্তু তার অন্তর হাজার হাজার দূরাবস্থার অসহায়ত্বের মধ্যে এবং তার রুহ অসীম ভয়ভীতির মধ্যে প্রবাহমান। এমনকি, সবার ক্ষেত্রে এক ভিক্ষুক ও সবকিছুর অবস্থা থেকে কম্পিত এক অবস্থায় সে চলে। যেতে যেতে তার লক্ষ উদ্দেশ্যের নিকটস্থ হয়। ওখানে গিয়ে অপরাদ স্থল এবং পলায়নকারী এক শাস্তির সম্মুখীন হয়। ভাগ্যবান লোকটি ডানদিকে যায় যে সেনা নীতিমালাকে পছন্দকারী হয়, হাতের বেগ ও তার অস্ত্রকে হেফাজতকারী ডান পথে গত ব্যক্তি যে কাহার ও কাছ থেকে ভীতি সম্ভ্রন্ত না হয়ে প্রানবন্ত অন্তরে, প্রফুল্ল উপলব্ধিতে যেতে যেতে লক্ষ-মাত্রায় গিয়ে পৌছে। সে ওখানে, স্বীয় দায়িত্ব শুদ্ধরুপে আদায় কারী এক সম্মানীত এক সৈন্য হিসেবে নিজেকে উপযুক্ত এক পথিক হিসেবে দেখতে পায়।

পরিশেষে হে আমার দুষ্ট নফস! জেনে রাখ যে, এই দুইজন পতিকের মধ্য থেকে একজন হল! এলাহীর হুকুমের অনুসারী আরেকজন হল: গোনাহগার ও নফসের অনুসারী ব্যক্তি। আর ঘটনার ঐ পথ হল জীবন সায়াহ্নের পথ যে, যা রুহ জগত থেকে এসে কবরের দিকের যাত্রী হয়ে পরকালে যায়, আর ঐ হাতের বেগ ও অস্ত্র হল ইবাদাত ও তাকৃওয়া। ইবাদাতের তরে যেন বাহ্যিক ভারী বোঝা রয়েছে। তবে আধ্যাত্মীক অর্থে এক আরামপ্রদ ও আনন্দ রয়েছে যে, যার পরিচয় কেননা ইবাদাতকারী নামাযের মধ্যে বলে স্রষ্টা ও রিযিক দাতা তিনি ছাড়া আর কেহ নহে। লাভ ও লোকসান তারই হাতে বিদ্যমান। তিনি যেমনি হাকিম, অমশৃন কাজ

করবেননা তেমনী তিনি রাহিম ও তার দয়া ও অনুকম্পায় সীমাহীন। এভাবে নামাযী ব্যক্তি বলে সর্ব ক্ষেত্র থেকে এক রহমতের ভান্ডারের সে দরজা খুজে পায়। দোয়ার মাধ্যমে সে ঐ দরজায় টুকরায়। সব কিছুকে সে তার পালনকর্তার হুকুমে আওতাভূক্ত দেখতে পায়। রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে ভিত্তি স্থাপন করে সর্ব প্রকার মসিবতের সম্মুখে উত্তম চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। তার ঈমান তাহাকে পূর্ণাঙ্গ সুরক্ষা প্রদান করে। হাঁ, সকল মৌলীক উত্তর সমূহের ন্যায় উৎসাহের ও উৎপত্তি স্থল হল ঈমান, ইবাদাত। আবার সকল মন্দ বৈশিষ্ট সমূহের ন্যায় ভীরুতার উদগত স্থল হল পথভ্রষ্টতা। অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ নূরানী এক গোলামকে যদি সমগ্র দুনিয়া একটি বোমা হয়েও ফাটে, সম্ভাব্য কথা যে তাকে কভূ ভয় দেখাতে পারবে না। বরং সে উল্টো চিত্যাকর্ষক এক খোদার সামাদী ক্ষমতাকে স্বাদের সাথে এক সৌন্দর্যতার সাথে এটাকে দেখবে। তবে তার বিপরীত মশহুর কোন বুদ্ধিবাজ বলে সম্বোদন করা হয় এমন কোন দার্শনীক কে নিয়ে চিন্তা করলে, সে যদি রংধনুতে কোন লেজ বিশেষ কিছু তারা দেখে, তাহলে জমিনে তার কাপুনী শূরু হয়ে যাবে। তখন বলবে, এই দুষ্ট তারা যেন আমাদের পৃথিবীতে আঘাত না করে তাই নয় কি? সে তার সান্দেহের মন্দিরে প্রবেশ করে। (একবার ঐ রকম এক তারা থেকে আমেরিকা কম্পিত হয়েছিল। বেশিরভাগ লোকই তখন রাত্রিতে ঘর বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল)

হাঁ, মানুষ সীমাহীন বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার ধরুন বাজার যেন একেবারেই শুন্যের কোঠায়.. একিভাবে মানুষ অসংখ্য বিপদাপদের ধরুন: তার ক্ষমতা ও শূন্যের কোঠায় সাধারনত বাজার ও ক্ষমতার অবস্থান এমন যে, তার হাত যতই লম্বাহোক না কেন যেন পর্যাপ্ত নহে। কিন্তু যদি তার কষ্ট সমূহ আগ্রহ সমূহ এবং ক্লেশ ও বিপদাপদ সমূহকে যদি চিন্তা করা হয়: তহলে দেখা যায় তার অবস্থান ক্ষমতা কল্পনা যতদূর হোক ও যাক না কেনো এটা যেন আরও বেশী প্রশস্ত। এই স্থরের অভাবী ও দূর্বল দরিদ্র ও মুহতাজ হওয়া মানুষের রুহের জন্যে ইবাদাত, তাওয়াক্কুল, তাওহিদ সমর্পন অর্জন করা কি মানের মহান এক লাভজনক ফায়দা, এক চির প্রসান্তি, এক নেয়ামত হওয়াটা সর্ব রকমের চক্ষুশমানরা দেখতে পায়, চিন্তা করে। জানা বিষয় যে, ক্ষতিকর নয় এমন পথ ক্ষতিকর পথে এমনকি দশভাগের এক ভাগ ক্ষতির সম্ভাবনার সাথেও যদি থাকে এক চির সৌভাগ্যের ন্যায় খাজীনা এখানে বিদ্যমান। আবার গোমরাহী ও অশ্লীলতার পথকে চিন্তা করলে এমনকি, একজন ফাসিকের স্বীকারুক্তির দ্বারাও বঠে অনুভবকারী হওয়ার অবস্থায়, দশ অংশের নয় অংশের ক্ষতির সম্ভাবনার সাথে চিরকালীন শোকাযতের প্রতি ধ্বংশলীলা পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্ব ঐক্যে ও অসংখ্য সত্যায়নের গ্রহনীয়তার পর্যায়ে সীমাহীন মুহাক্কিক অভিজ্ঞদের ও স্বচক্ষে দর্শন কারীদের সাক্ষীর দ্বারা এমন অবস্থা প্রমাণীত। এবং বিশুদ্ধ সত্তা ও অন্তর উন্মোচিত সত্ত্বাদের সংবাদ থেকে তা সত্যায়ীত।মোটকথা: আখেরাতের ন্যায় দুনিয়ার সু:খ স্বাচ্ছন্ধ ও ইবাদাতের মধ্যে এবং আল্লাহর সৈন্য হওয়ার মধ্যে বিদ্যমান। আর যেহেতু ব্যাপার এরকমই তাই আমরা সর্বদা الحمدلله علي الطاعة والتوفيق এই অংশ বলা জরুরী। এবং মুসলমান হওয়ার কারণে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় একান্ত আবশ্যকীয়। রেফঃ সোজলার ১৮

চতুর্থ বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّينِ

নামাজ হল দ্বীনের খুঁটি

নামাজ, কি পরিমাণ মুল্যবান এবং মর্মার্থময়, একই ভাবে কি পরিমান সীমিত ও অল্প এক খরচের দ্বারা অর্জন হয়। এমনকি বে-নামাজি লোক কতইনা পাগল ও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াটা, দুই+দুই=চার (দ্বিগুণ) পর্যায়ে হওয়া যদি তুমি অকাট্য ভাবে বুজতে চাও, তাহলে নিম্নে-উল্লেখিত ঘটনাটিকে লক্ষ করো, দেখঃ

একদা একজন বাদশাহ, তার দুইজন কর্মচারীকে, - ২৪ টি স্বর্ণের মুদ্রা প্রদান করতঃ – দুই মাসের দুরত্ত বিশেষ এবং সুন্দর এক খামারে বসবাস করার জন্যে প্রেরন করেছে, এবং তাদেরকে আদেশ করেছে যে, এই টাকা দিয়ে তোমরা পথের খরচ এবং সফর টিকেট বাবত খরচ করবে। এবং ওখানকার অবস্থানের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করবে। একদিনের দুরত্তে একটি স্টেশন রয়েছে। একই পথে গাড়ি, জাহাজ, ট্রেন, ও বিমান পাওয়া যায়। এগুলোতে প্রয়োজনের দৃষ্টিতে এই যানবাহন গুলো ব্যাবহার করা হয়। দুনো কর্মচারী নির্দেশনা পাওয়ার পর তারা পথে বের হল। একজন ভাগ্যবান ছিল যে, স্টেশন পর্যন্ত একটি মুদ্রা খরচ করেছে। কিন্তু এই খরচের মধ্যে নেতার ভালো লাগবে এমন ভাবে এক ব্যবসা করেছে যে, খরচকৃত এই মুদ্রাটি যার মার্কেট মুল্য এক থেকে হাজার তুল্য হবে। অপর কর্মচারী, দুর্ভাগা, ভবগুরে হওয়ার ধরুন; স্টেশন পর্যন্ত সে তার ২৩ টি মুদ্রাকে খরচ করে ফেলে। জুয়া-ঝুঁকিতে প্রদান করতঃ নষ্ট করে ফেলে। কেবল একটি মাত্র স্বর্ণ মুদ্রা বাকী রয়েছে। তখন তার সাথী তাকে বলে যে, হোইই, তোমার এই লিরাটিকে টিকেটের জন্যে খরচ করো। যাতে করে এই লম্বা সফরে যানবাহনহীন এবং খাবারহীন না থাকো। এমনকি আমাদের নেতাও দয়াবান, হয়তু কৃপা করবেন। তোমার কৃত ত্রুটিকে মাফ করবেন। তুমাকেও বিমানে তারা তুলবে। আমরা একদিনে আমাদের অবস্থান স্থলে যেতে পারব। নতুবা দুই মাসের পথের মরুভূমিতে পথিক হও, হাঁটতে থাকো, এভাবে যেতে বাদ্য থাকিবে। এখন এই লোকটি জেদবসতঃ অবশিষ্ট থাকা একটি মাত্র মুদ্রাকে যা ধন- ভাণ্ডারের চাবিকাটি হওয়া ঐ টিকেটের তরে খরচ না করে সাময়িক এক স্বাদ-আস্বাদনের জন্যে যদি মন্দ পথে ব্যায় করে; তাহলে অতি মাত্রার মূর্খতা,ক্ষতিগ্রস্থতা, দুর্ভাগা হওয়াটা, একেবারে সাধারন লোকের জন্যও কি বুজতে জটিল হবে?

সুতরাং হে বেনামাজি লোক! এবং হে নামাজ থেকে আনন্দ না পাওয়া আমার নাফস!

এখন যদি ঐ ঘটনার বাদশাহকে চিন্তা করি; তিনি হলেন আমাদের রব, আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আবার ঐ পথিক কর্মচারীদের যদি ফিকির করি; একজন অনুগত, যে তার নামাজকে আন্তরিকতার সাথে আদায় করে। অন্যজনঃ গাফিল, যে বেনামাজিদের অন্তর্ভুক্ত। আবার ঐ ২৪ টি স্বর্ণের টুকরাকে যদি চিন্তা করি, তাহলে হায়াতের প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টা হবে। আর ঐ বিশেষ খামারটি হল, জান্নাত। আর ঐ স্টেশন হল কবর। আর ঐ ভ্রমণ হল; কবরে, হাসরে, চিরস্থায়ী পথের দিকে মানুষের পথমুখি হওয়া রাস্তা। আমল , তাকওয়ার দৃষ্টিতে ঐ লম্বা পথকে ভিন্নস্থর- ভেদে তারা কর্তন করছে। এক শ্রেণির আহলে- তাকওয়া বিজলির ন্যায় হাজার বছরের পথকে, এক দিনে অতিক্রম করেন। আবার

আরেক শ্রেণি এমন যারা কল্পনার ন্যায় শক্তি দিয়ে পঞ্চাশ বছরের পথকে পাড়ি দেন। কোরআনে- আজিমুশ-শান এই বাস্তবতাকে ঐ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত প্রদান করছে। আবার ঐ টিকেটকে যদি চিন্তা করি; তাহলে এটা হল নামাজ, যা কেবল এক ঘণ্টাই অজুর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্যে যথেষ্ট। মুলতঃ ২৩ টি ঘণ্টাকে এই সংকিপ্ত জিবনের তরে ব্যায়কারি ব্যাক্তি এবং সীমাহীন চিরস্থায়ী হায়াতের তরে একটি মাত্র ঘণ্টাকে না ব্যায়কারি ব্যাক্তি; কতইনা বিপদগ্রস্থ এবং নিজের প্রতি কতইনা জুলুমকারি। কি পরিমান মূর্খতার সাথে নড়াচড়া করে যাচ্ছে। যদিও হাজার লোকের অংশগ্রহনীয় লটারির মধ্যে টাকা ব্যবহার করাটাকে মস্তিস্ক গ্রহণ করলেও; অথচ এখানে লটারি না লাগার সম্ভাবনা হাজারে এক পারসেনট মাত্র। অন্য দিকে ২৪ থেকে একটি মালকে তথা এক ঘণ্টাকে নিরান্নব্বই শতাংশ চিরসত্য সম্ভাবনার পরও যদি চিরস্থায়ী ভান্ডারে দান না করে; তাহলে এটা কতইনা নিম্নমানের ও কৌশল বিরুদি কাজ হওয়া, কি পরিমান বুদ্দিশক্তি থেকে দূরে থাকাটা নিজেকে বুদ্দিমান মনে করে সে লোক, এটাকে কি বুজবে না?

যাইহোক, নামাজে তোমার রুহের, অন্তরের, আঁকলের একটি প্রশান্তি রয়েছে। একইভাবে শরীরের জন্যেও ততটা কষ্টকর কাজ নহে। তেমনি নামাজ আদায়কারি ব্যাক্তির অন্যান্য দুনিয়াবি আমলসমুহকে, বিশুদ্য এক নিয়তের দ্বারা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এই ভাবে সমস্ত হায়াতের সম্পদকে পরকালের সম্পদে রুপান্তরিত করতে পারে। অস্থায়ি জিন্দেগিকে এক দৃষ্টিতে জিবিত করে রাখে। রেফঃ সোজলার ২০

৫ম বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা ধর্ম পরায়নতা অবলম্বন করে ও যারা স্বয়ং সৎকর্ম পরায়ণ (নুহ ১২৮)

নামাজ আদায় করা ও বড় মাপের গোনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকা কি মাত্রার মৌলীক এক মানবীক কর্তব্য এবং কি মাপের প্রাকৃতীক মুনাসিব, মানব সৃষ্টির ফলাফলের প্রতি অবস্থান হওয়াটাকে যদি তুমি দর্শন করতে চাও তাহলে নিম্নের দৃষ্টান্তময় ঘটনাকে লক্ষ কর। শ্রবণ করো,

যুদ্ধের প্রস্তুতিতে একটি ব্যাটালিয়ানে, একজন অভিজ্ঞ কর্তব্যপরায়ন অন্যজন অনভিজ্ঞ স্বীয় মনোলোভী দুইজন সৈন্যকে পাওয়া যায়। কর্তব্য পরায়ন লোকটি, সে তার অভিজ্ঞতায় ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সচেতন তার খাবার দাবার ও একান্ত প্রয়োজনাদীতে মোটেও চিন্তিত নহে। কারণ তার বিশ্বাস আছে যে, তাকে খাওয়ানো ও তার অত্যাবশ্যক সামগ্রীকে প্রদান করতে, সে অসুস্থ ও যদি হয় ডাক্তারী করাতে, এমনকি প্রয়োজনের তাগিদে মুষ্টি খাবার তার মুখে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব হল সরকারের। ফলে তার মৌলীক কাজ হল শিক্ষার সাথে সংশ্লীষ্ট থাকা ও যুদ্ধের কর্ম ব্যাস্থতায় ব্যাস্থ থাকা। তবে সে মাঝে মধ্যে খাবার দাবার ও নিজ প্রয়োজনীয় বস্তুর কর্মক্ষেত্রে কাজ ও করে। বড় গামলা দিয়ে খাবার রান্না করে টেবিলে উপস্থিত করে। এখন এই লোকটিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়।

কি করছ তুমি?

সে বলে, আমি সরকারের জন্যে প্রতিদানহীন কাজ করে যাচ্ছি। সে এটা বলেনা যে, আমার মুনাফার জন্যে কাজ করছি।

অন্যজন অনভিজ্ঞ স্বীয় মনোলোভী লোকটি সে না শিখনিতে না সরকার কর্তৃক কোন কাজে ব্যাস্থ । তার মতে এটা হল রাষ্ট্রের কাজ আমার কি আস যায়। এই লোকটি সবসময় স্বীয় মনোভাসনাকে চিন্তা করে করে সময় কাটাচ্ছে। সে সৈন্য শিবির ছেড়ে দিয়ে বাজারে গিয়ে কেনাকাটাতে ব্যাস্থ। একদিন তার সাথী ঐ বন্দু তাহাকে বলিল- ভাই তুমার আসল কাজ হল রাষ্ট্রের তরে সময় দেওয়া , এই জন্যই তোমাকে এখানে দায়িত্তবান করা হয়েছে। তাই তুমি সরকার বা বাদশাহের উপর বিশ্বাস রাখ , সে তোমাকে না খাইয়ে রাখবেনা। এটা হচ্ছে সরকারের দায়িত্ত। পাশাপাশি তুমি হলে অতি দুর্বল ও অ ক্ষম যার ফলে সবখানে নিজের প্রয়োজন মেটাতে তুমি পারবেনা। একই সাথে বর্তমান অবস্থা , হল মুজাহাদা ও সফরকালিন সময়। তাই তুমি এভাবে অগুছালু পথে চলিলে তুমি অপরাধি ও শাস্থির উপযুক্ত হবে। হাঁ , অবশ্যই আমাদের সাথে দুটি দায়িত্ত পথ দেখা যাচ্ছে একটি হল বাদশাহর দায়িত্ত। মাঝে মাঝে আমরা তার দেওয়া কষ্ট

সহ্য করব যে , যেন বাদশাহ আমাদের খাবার দাবারের ব্যাবস্থা করে। অন্য দায়িত্ত হল আমাদের কর্তব্য। এটা হল , বাদশাহ আমাদেরকে অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে সাহায্য এমনভাবে করবে যে যার ফলাফল হল শি ক্ষা। এখন ঐ দুষ্ট লোকটা যদি বুদ্দিমান লোকের কথা না শুনে, তাহলে কি পরিমান বিপদের সম্মুখীন হবে বুজতেই পারছ।

সুতরাং হে আমার অলস নফসঃ এই অক্ষমগ্রস্থ ময়দান হল এই দুনিয়ার জীবন। আর ঐ শিবিরসমুহে বিভক্ত করাটা হল, মানুষের আনাগুনার এক চিত্র। আর তাবুটা হল , এই যুগের ইসলামের জামায়াত। আর ঐ দুই লোকের একজন হল- দ্বীনের সকল ফরজকে যে জানে ও মানে এবং কবিরা গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে , এমনকি গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার জন্য সে তার নফস ও শয়তানের সাথে জিহাদকারী একজন মুত্তাকি মুসলমান। অপরজন হল- যে আসল খাদ্য সরবরাহকারী মহান আল্লাহর সাথে হুমকিমূলক আপত্তি করে দুনিয়ার খাবার দাবারে নিজেকে এতটাই ব্যাস্থ করেছে যে, ফরজ সমুহকে মানছেই না উল্টো গুনাহের তরে নিজেকে দুনিয়ার ফায়দার জন্যে ব্যাস্থ করে রাখা ফাসিক লোক। আবার আলোচ্য ঘটনায় গত হওয়া তালিম বা তাল্লুমকে যদি চিন্তা করি , তাহলে এটা হল- সিরিয়ালের দৃষ্টিতে প্রথমেই হল নামায। আর ঐ সংগ্রামটা হল নফস ও খাহেশাত জিন ও ইনসানের শয়তানদের বিপরীত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়ে গুনাহসমুহ থেকে মন্দ চরিত্র থেকে কল্ব ও রুহকে চিরস্থায়ী ধ্বংস থেকে নিজেকে বাঁচানো। আর ঐ দুটি দায়িত্তের একটি হল- জীবনকে উৎসর্গ করে যাপন করা। দ্বিতীয়টি হল- যাহাকে জীবন দেয়া হবে ও যে যাপন করাবে তার কাছে আনত নয়নে কাকুতি করা। তার উপর নির্ভর করে নিজের জীবনের সেকিউরিটি তৈরি করা। রেফঃ সোজলার ২২

৬ষ্ট বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের স্বত্বা ও তাদের বিত্ত যেন তারা জান্নাত পেতে পারে। (তাওবা ১১)

স্বীয় প্রাণকে ও সম্পদকে মহান আল্লাহর কাছে বিক্রি করা তার প্রিয় বান্দা হওয়া কত উচুঁ মানের লাভজনক একটি ব্যবসা কি পরিমাণ মহা সম্মানের এক উচ্চস্থর হওয়াটা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে নিম্নের শিক্ষনীয় ঘটনাকে মন দিয়ে একান্ত আনতভাবে শ্রবণ কর:

একবার একজন বাদশাহ তার অনুগতদের থেকে দুইজন লোককে যাদের প্রত্যেককে আমানত হিসেবে একেকটি খামার বাগান দেন যে, তার ভিতরে কোম্পানী, মেশিন, ঘোড়া, অস্ত্রের ন্যায় সব কিছুর অবস্থান বিদ্যমান। কিন্তু ঝঞ্ঝার যুদ্ধক্ষেত্র এক বিদ্বস্ত সময় কালের সম্মুখীন হওয়ার বেলায় কোন কিছুই আর অস্তিত্যে থাকেনাই। সব কিছু ধ্বংশলীমায় বিদ্বস্ত হবে নতুবা সুন্দর এই বন্দোবস্তের আকৃতিতে রুপান্তরিত হবে। এমনটি আর থাকে না। বাদশাহ ঐ দুইজন লোকের প্রতি তার করুনার সাগর থেকে একজন ধূত প্রেরণ করেন। অত্যান্ত কৃপাময় এক ফরমানের দ্বারা তাদেরকে বলছিলেন যে, তোমাদের হাতে থাকা আমার সোপর্দ করা আমানত আমার কাছে বিক্রি কর। যাতে করে আমি তোমাদের জন্যে এগুলোকে হেফাজত করে রাখি।

অনর্থক যেন অপচয় না হয়, একি সাথে যুদ্ধ সংগ্রামের শেষান্তে আমি তোমাদেরকে আর ও সুন্দর পরিমন্ডিত আকৃতিতে ফিরত দিব। আর যেহেতু এই আমানত তোমাদেরই মাল সম্পদ তাই আরও বড় মানের এক মূল্যও আমি তোমাদেরকে প্রদান করব। একিভাবে ঐ মেশিন এবং কারখানার যন্ত্রপাতি, আমার নামে এবং আমার ভান্ডারের কার্যক্রম হিসেবে কাজে লাগানো হবে। তার সাথে এর মূল্যও বিনিময় এক থেকে এক হাজার মানে উন্নীত করা হবে, দেওয়া হবে। এগুলোর সকল লাভ্যাংশ তোমাদেরকেই আমি প্রদান করব, আর এমনিতেই তোমরা অক্ষম ও দরিদ্র ঐ বিশাল মাপের কার্যক্রমের কর্ম ক্ষমতা তোমাদের মাঝে নাই। তোমরা আমার ন্যায় সুনিপুণ বন্দোবস্ত করতে অক্ষম। সমস্ত খরচাদি এবং এর পার্শ্ব প্রয়োজনাদী আমার পক্ষ থেকে আঞ্জাম দেব। আবার সমস্ত কায়দাবলী ও তোমাদেরকে প্রদান করব। তবে আমি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে তোমাদের হাতে এগুলো ছেড়ে দিব। অত:এব পাঁচ গুন লাভের উপর লাভ। আর যদি আমার কাছে এগুলোকে বিক্রি না কর, তাহলে এমনিতেই দেখতে পারতেছ যে, কেউই তোমাদের হাতে থাকা সামগ্রীর হেফাজত করতে অক্ষম। ফলে সবার ন্যায় সময়ের ধাঁচে তোমাদের হাত থেকে এগুলো চলে যাবার কথা। এমনকি বে-হুদা চলে যাবে। যার ধরুন ঐ উচ্চমানের মূল্য বিনিময় থেকে বঞ্চিত থাকবে। একি সাথে ঐ দামী মূল্যবান যন্ত্রপাতি সমূহ নীতিপূর্ণ ব্যবহার না করাতে এবং কাজকর্ম না পারার ধরুন: সবকটি মহামূল্য থেকে নিচু মূল্যে পতিত হবে। যার ফলে পরিচালনা ও হেফাজত সুষ্টভাবে না করায় এর কষ্ট লাঞ্চনা তোমাদের উপর থেকে যাবে। একইভাবে আমানতের খেয়ানত করার শাস্তি ও তোমরা ভোগ করবে। সুতরাং পাঁচ গুণ ক্ষতির উপর ক্ষতি অনিবার্য, আবার আমার কাছে বিক্রির অর্থ হল, আমার সেনা হয়ে আমার নামে এগুলো খরচ করা বুঝায়। এর ফলে নিকৃষ্ট এক আসা এবং পাগল ব্যক্তির বিপরীত সুউচ্চ ক্ষমতাবান এক বাদশাহর বিশেষ স্বাধীন এক সেনাধুত হিসেবে বিবেচিত হবে।

এই দুই লোক এই মায়াময়ী আদেশ শুনার পর তাদের মাঝে বুদ্ধিমান যে, সে বলিল যে, আমার মাথাকে গৌরবের সাথে আমি বিক্রি করতে রাজি এবং হাজার খানিক কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করি। অন্যজন অহংকারী অন্তরকে ফেরাউনমুখী করে ফেলেছে, নফসের অনুসারে মাতাল যেন সে চিরকাল খামার-বাড়ীতে থাকবে, দুনিয়ার এই কম্পনমুখীতা থেকে, ডামাডোল থেকে তার কোন খবরই নাই সে বলে, না! বাদশাহ কে? আমি নষ্ট করব না। কিছু কাল পরে প্রথম ব্যক্তিটি এমন এক স্থরে পৌছেছে যে, সবাই তার অবস্থার প্রতি পরনিন্দাময় হিংসায় ব্যস্থ হয়েছিল। সে বাদশাহর পরম করুনায় প্রবিষ্ট হয়েছিল। সে বিশেষ প্রাসাদে আরামছে বাস করছিল। অপরজন, এমন এক অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছিল যে, যেমনটি সবাই তার প্রতি বিরক্তিবোধ করছে, তেমনী সবাই বলছে, এটাই উপযুক্ত কেননা তার ভূলের মাশুল হিসেবে একদিকে চির শান্তি ও সম্পদ গিয়েছে অন্য দিকে শাস্তি ও আযাব ভোগ করছে।

অত:এব হে মনোবাসনায় লিপ্ত নফস! এই উদাহারণের দূরবিক্ষন যন্ত্র দ্বারা বাস্তবতার চেহারাকে লক্ষ কর। এবার ঐ বাদশাহকে যদি উপলদ্ধি করি তাহলে তিনি হলে আযালী-আবাদী সুলতান তোমার মহান পালনকর্তা, তোমার সৃষ্টিকারী। আবার ঐ বাগান বাড়ী, মেশিন সমূহ, যন্ত্রপাতি সমূহ, নিক্তিসমূহ হল তোমার দুনিয়ার জীবনের ভিতরকার বর্তমান মাল সম্পদ সমূহ এবং ঐ মাল সমূহের অস্তিত্যময় তোমার দেহের ভিতরকার রুহ এবং কৃলব এবং এগুলোর ভিতরে চক্ষু, জবান, আক্বল এবং কল্পনা শক্তির ন্যায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ইন্দ্রীয় সমূহ। আর ঐ রহমতের ধুত হলেন রাসুলে কারীম সা.। আর ঐ ফরমান হল কুরআনে হাকিম এগুলো এমন যে উল্লেখ্য আলোচিত মহান ব্যবসাকে নিম্নের এই আয়াত ঘোষণা করছে

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের স্বত্বা ও তাদের বিত্ত যেন তারা জান্নাত পেতে পারে। (তাওবা ১১)

আবার ঐ ঝঞ্চামময় যুদ্ধ হল এই বিভৎস দুনিয়ার চেহারা এমন যে, দাড়িয়ে থাকছেনা, ঘুরতেই আছে, নষ্ট করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক মানুষের চিন্তাচেতনায় এই কথার সঞ্চার করছে, যেহেতু সবকিছু আমাদের হাত থেকে চলে যাবে, ক্ষন হয়ে হারিয়ে যাবে। তাহলে আসলে এটাকে ক্ষনস্থায়ী থেকে চিরস্থায়ীতে রুপান্তর করার কোন পন্থা নাই না কি? এভাবে উল্লেখ করে করে গভীর চিন্তার তরে এ যেন হঠাৎ করে আসমানী বাণী কোরআনের অওয়াজ শুনানো হচ্ছে। উত্তরে ও বলে হাঁ, আছে পাশাপাশি পাঁচ গুণ লাভের সাথে এক অভিনব পদ্ধতিতে সুন্দর সাবলীল এবং সহজতর এক পন্থা আছে।

প্রশ্নঃ তাহলে এটা কি?

উত্তরঃ আমানত কে তার আসল মালিকের কাছে বিক্রি করার ফলে এই বিক্রিতে পাঁচ স্থরের লাভের উপর আরও পাঁচ গুণ লাভ হল

প্রথম ফায়দাঃ নি:শেষিত সম্পদ স্থিতিশীলতায় রুপান্তরিত হবে কেননা কাইয়্যুমে বাক্বী এর অধিকারী যাতে যুলজালালকে প্রদানকারী এবং তার রাস্থায় খরচকারী এই অস্থায়ী জীবন স্থায়ী জীবনে পরিবর্তন হয়ে যায়। চিরস্থায়ী ফলের অধিকারী হয়। ঐ সমর জীবনের প্রতিটি মুহুর্থ স্বভাবজাত বীজ সমূহ বিচি সমূহের অর্ন্তভূক্ত হয়ে অস্থায়ী এক রূপ উপস্থাপন করে শুকিয়ে যেন দুনিয়াতে হারিয়ে যায়। কিন্তু চিরস্থায়ী দুনিয়াতে এগুলো চির সৌভাগ্যের ফুল সমূহকে ভাসিয়ে তুলে। এবং বপন স্বরুপ অংকুরিত হয়। তারপর কবরের দুনিয়াতে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একান্ত প্রিয় একেকটি দৃশ্যপট হয়ে তারা দাড়ায়।

দ্বিতীয় ফায়দাঃ জান্নাতের ন্যায় এক মূল্য দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় ফায়দাঃ প্রত্যেক অঙ্গ ও ইন্দ্রীয় সমুহের মূল্য এক থেকে হাজারে উন্নীত হয়। যেমন- আক্বল হচ্ছে একটি যন্ত্র। যদি জনাবে আল্লাহর কাছে বিক্রি না করে এটাকে নফসের রুচিনুসারে ব্যবহার করে, তাহলে এটা এমন এক নিকৃষ্ট বিরক্তিকর আপত্তিকর বাহন হবে যে, অতীতের সকল যন্ত্রনা, পিড়া সমূহ এবং ভবিষ্যতের সকল প্রকার ভয়-ভীতিসমূহ তোমার এই মাথা নামী যন্ত্রের মগজে আরোহন করাবে। বে-বরকতী ও অনিষ্ট এক যন্ত্রের নিম্নস্থরে সে পতিত হবে। তাই এই ইন্দ্রীয়ের ভিতরে কোন ফাসিক লোক তার মস্তিস্ককে যন্ত্রনা ও পিড়া থেকে সুরক্ষা পেতে প্রাধান্য স্বরুপ হয় মধ্যপানে নতুবা আমোদ প্রমোদে সে নিজেকে ব্যাস্থ রাখে ভূলে থাকার জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যায় । অন্য দিকে যদি, আসল মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং তার হিসাব মত ব্যবহার করা হয়, তাহলে আক্বল এমন এক সুদক্ষ বিচক্ষন এক চাবিকাটি হয় যে, এই কায়েনাতে থাকা অসীম রহমত পূর্ণ খাজীনাকে এবং হিকমতের মধ্যে আবদ্ধ গোপন সম্পদ সমূহে বের হয়ে আসে এবং সম্পদের সাথে তার অধিকৃত মালিককে চির সৌভাগ্যবানদের দিকে জীবীতকারী এক রাব্বানীর মুর্শিদ রুপে রুপ লাভ করে উন্নীত হয়। যেমন চক্ষু, এমন এক ক্ষমতাবান ইন্দ্রীয় যে, রুহ তার মাধ্যমে এই দুনিয়াকে দেখতে পায়। এখন যদি মহান আল্লাহর কাছে বিক্রি না করে নফসের রুচি মোতাবেক তুমি এটাকে ব্যবহার করঃ তাহলে সাময়ীক, স্থায়ী নহে এমন অনেক সুন্দর সমূহে, দৃশ্যসমূহে মোহীত হয়ে দর্শন করে, খাহেশাত ও নফসের মন্দ বাসনার প্রতি এক গোনাহের অস্ত্র হিসেবে সে খেদমতগার বিবেচিত হবে। ঠিক এর বিপরীত যদি জনাবে আল্লাহর কাছে বিক্রি কর এবং সানিয়ে বাসিরের হিসেব অনুযায়ী, অনুমতি অনুযায়ী তাহাকে ব্যবহার কর তখন এই চক্ষু এই কায়েনাত নামীয় মহান কিতাবের গবেষক এবং এই আলমের মুজিজাতে

সানআতে রাব্বানী এর দর্শক এবং এই দুনিয়া নামীয় বাগানের রহমতী ফুল সমূহের মুবারক এক মৌমাছীর স্থরে উপনীত হবে। যেমন জিহ্বার স্বাদ ক্ষমতাকে ফাতিরে হাক্বিমের কাছে যদি বিক্রি নাহি কর বরং নফস এর ধারানুসারে পেঠের জন্যে কেবল তুমি ব্যবহার কর: ঐ সময় জিহ্বার স্বাদ ক্ষমতা পেঠের একজন জন্তুস্বরুপ এবং কারখানার গেইট স্বরুপ বিবেচিত হবে। চুপ থাকবে। আবার জিহ্বাকে যদি রাজ্জাকে কারিমের নামে বিক্রি কর ঐ সময় জিহ্বার স্বাদ ক্ষমতা এলাহির রহমতের প্রতি তার ভান্ডার সমূহের এক সম্মানী নজরদাতা এবং সামাদানী কুদরতের প্রতি রান্নাঘরের একজন কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী চিন্তাশীলের স্থরে উপনীত হবে।

সুতরাং হে বুদ্ধিমান খেয়াল করে দেখ! অীনষ্টকর এক যন্ত্র কোথায়? আর কায়েনাতের চাবিকাঠি কোথায়? হে চক্ষু সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ! সাধারণ এক গোনাহগার কোথায়? আর এলাহীর কুতুবখানার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ভান্ডারের দৃষ্টি কোথায়? এবং হে জিহ্বা, ভাল করে স্বাদ লও! একজন পেঠের জন্তু নামী দারোয়ান ও কারখানার ভিতরে প্রবেশে বাদাঁ দানকারী দায়িত্ববান কোথায়? আর রহমতের বিশেষ খাজীনাময় দৃষ্টিপাত কোথায়? এবং আরও এগুলোর ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রীয়াঙ্গ সমূহকে যুক্তি খাটাও বুঝার কথা যে, প্রকৃতপক্ষে মুমীন ব্যক্তি জান্নাতে যাবার উপযুক্ত এবং কাফির ব্যক্তি জাহান্নামের পূর্ণ যোগ্য এক বাস্তবতা অর্জন করে। এবং তাদের প্রত্যেকেই এমন এক মূল্যায়নমুখী অবস্থার অর্জনের ফল স্বরুপ।

চতুর্থ ফায়দা: মানুষ হল একটি দূর্বল সৃষ্টি: তার বিপদাপদ সীমাহীন, মানুষ দরিদ্র, তার প্রয়োজন অসংখ্য, মানুষ হল অক্ষম: তার জীবন বোঝা হল অতি ভারী, যদি কাদিরে যুল জালালের প্রতি ফিরে তাওয়াক্কুল না করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেকে সমর্পন না করে তাহলে সার্বিক উপলব্ধিতে সার্বক্ষনীক আযাবের সম্মুখীন হতে থাকবে। সীমাহীন ফলহীন দূর্ভোগ সমূহ, কষ্টসমূহ দু:খ বেদনা সমূহ তাহাকে গ্রাস করে রাখবে। নতুবা মাতাল বা জানোয়ার তুল্য করে তুলবে।

পঞ্চম ফায়দা: সমস্ত ঐ ইন্দ্রীয় নামীয় যন্ত্রাবলীর ও অঙ্গ প্রতঙ্গের ইবাদাতকে ও তাসবিহকে এবং ঐ সমুন্নত বিনিময় সমূহকে, চূড়ান্ত মুখাপেক্ষী হওয়া প্রক্ষালে জান্নাতী খাবার দাবারের আকৃতিতে তোমায় প্রদান করাটা আহলে যাওক্ব ও কাশিফ এবং বিশেষ অলি সত্ত্বাগন এবং যারা এর দর্শন পেয়েছেন তাদের থেকে প্রমানীত আছে।

অধিকন্তু এই পাঁচ গুণ লাভের ব্যবসা যদি তুমি নাহি কর তাহলে এই ফায়দা সমূহ থেকে বঞ্চিত থাকার সাথে সাথে পাঁচ গুণ ক্ষতির ভিতরে ক্ষতিগ্রস্থতায় নিমজ্জিত হবে।

প্রথম লোকসান: এতটা স্নেহের মাল-সম্পদ এবং সন্তানাদি সাথে সাথে অনুসারী হওয়া নফস এবং কুমন্ত্রনা এমনকি, তুমি প্রেমে নিমজ্জিত হওয়া তোমার ঐ যৌবন কাল ও এই জীবন নষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে। তোমার হাত থেকে সব চলে যাবে। কিন্তু তোমার কৃত গোনাহ সমূহ, যন্ত্রনা সমূহ তোমার কাছে ছেড়ে দিয়ে এগুলোর বোঝা বহন করবে।

দ্বিতীয় লোকসান: আমানতের খেয়ানতের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। তার কারণ সর্বোৎকৃষ্ট মানের এই ইন্দ্রীয় যন্ত্রবলীকে সর্ব নিকৃষ্টমানের পথে খরচ করে স্বীয় নফসের প্রতি জুলুম করেছ।

তৃতীয় লোকসান: সমগ্র এই মহামূল্যবান মানব ইন্দ্রীয় সমূহকে প্রাণীজন্তুর থেকে আরও অনেক বেশী নিম্ন মানে ব্যবহার করত তুমি এলাহির হিকমতের সাথে জুলুম ও ইচ্ছাকৃত অন্যায় করেছ।

চতুর্থ লোকসান: অক্ষম ও দরিদ্রতার পাশাপাশি ঐ অভিমানে ভারী জীবনকে বহন করা দূর্বল এই কোমরে দায়ভার নিয়ে নি:শেষ ও বিচ্ছেদের দু:খ কষ্টের মধ্যে সর্বদা হতাশার ফরিয়াদ করতে থাকবে।

পঞ্চম লোকসান: চিরস্থায়ী হায়াতের ভিত্তিকল্পে এবং চির সৌভাগ্যবানদের ন্যায় পরকালীন প্রয়োজনীয়তাকে পাওয়ার জন্যে প্রদানকৃত আক্বল, ক্বলব, নয়ন এবং জিহ্বার ন্যায় কি সুন্দর রহমানী উপঢৌকন সমূহ তোমার জন্যে জাহান্নামের দরজা সমূহকে খোলে দেওয়ার মাধ্যম হবে এমন যে যা, এই ব্যাবসা না করাতে অত্যান্ত নিকৃষ্ট এক আকৃতিতে রুপ নিবে।

এখন আমরা বিক্রি করাটাকে দেখব। আসলেই এটা কি খুবই জটিল বা ভারী বিষয় নাকি, সকলেই বিক্রি করা থেকে পালাচ্ছে। না, অকাট্যতার নিরিখে কাখনও খুবই জটিল বা ভারী বিষয় নহে। যদিও হালালের আশপাশ অনেক প্রশস্ত্ যা চাহিদার জন্যে যথেষ্ট। হারামের দিকে অবনত হওয়া মোটেও প্রয়োজন নেই। মহান এলাহীর ফরজ সমূহকে চিন্তা করি এগুলো অনেক পাতলা এবং অল্প। আল্লাহর গোলাম এবং তার সেনা হওয়া এমন এক সুসম্মানীময় মর্যাদার বিষয় যে, এর পরিচয় করানো অসম্ভব। আবার যদি দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে কেবল একজন সৈন্য হিসেবে আল্লাহর নামে কাজ করা, শুরু করা আবশ্যক আর আল্লাহর হিসেবের বিবেচনায় দেওয়ার থাকলে দেওয়া এবং নেওয়া। এবং তার অনুমতি ও নিয়ম-নীতির আওতায় থেকে চলাফেরা, নড়াচড়া করা, প্রশান্তি অর্জন করা যদি ভূল করে তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা ইস্তেগফারের দ্বারা হে আল্লাহ আমাদের ভূল-ত্রুটিকে আপনী ক্ষমা করুন। আমাদের কে আপনার বান্দা হিসেবে গ্রহণ করুন্ আপনার আমানত কে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদেরকে এই আমানতের উপর বিশ্বস্থ বিবেচনা করুন। আমীন বলা জরুরী এবং তার কাছে আকুতি মিনতি করা অত্যাবশ্যকীয়। রেফঃ সোজলার ২২

৭ম বাণী

এই কায়েনাতের তালাবদ্ধ রহস্যকে খুলে দেওয়াকারী কথা-হল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

এবং তোমাকে এই প্রতিকি চেহারা প্রদানকারী, ঐ চেহারার মধ্যে এ রকম এক রহমতের মোহর অংকনকারী এবং এক একত্ববাদের প্রতিচ্ছবিকে উপস্থাপনকারী সত্ত্বা এই কথাগুলো মানুষের রুহের জন্যে চির সৌভাগ্যতার দরজাকে উন্মোচন ও বিজয়কারী হওয়াটা কি পরিমানের মহামূল্যবান এই দুটি সুক্ষ মাহাত্ম গভীর অর্থের বহনকারী রহস্য হওয়াটা এবং ধৈর্যের সাথে মহান স্রষ্টার উপর তাওয়াক্কুল করা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং শুকরিয়া আদায় করার সাথে মহান রিজিক দাতার কাছে চাওয়া ও দোয়া করা কতইনা কল্যাণকর এবং প্রতিষেধক এর ন্যায় দুটি মহৌষধ হওয়াটা এবং ক্বোরআনকে শ্রবণ করা কোরআনের হুকুম কে অনুসরণ করা, নামাজকে আদায় করা, কবীরা গুনাহ সমুহকে তরক করা, স্থায়ী-চিরস্থায়ী সফরের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ মাহাত্মময় সুভাসিত চমৎকার এক টিকেট এক মহান আলো হওয়াটা যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে নিম্নের আগত দৃষ্টান্তমুলক কাহীনীকে লক্ষ কর, **শুন:**

একবার একজন সেনা যুদ্ধের ময়দানে এবং পরিক্ষনের মধ্যে লাভ ও লোকসানের চতুর্মুখে অতি কিংকর্তব্যজনীত এক অবস্থানে পতিত হয়। এটা এরকম যে, ডান ও বাম দুই দিক থেকে ভয়ংকর দুটি ক্ষতে বিক্ষত এবং পিছনের দিক থেকে প্রকান্ত স্তলাকয় একটি সিংহ ঐ সেনাকে অক্রমন করার জন্যে অপেক্ষিত অবস্থায় দাড়িয়ে আছে। এবং লোকটির সম্মুখে ফাশি কাষ্টও প্রস্তুতকৃত যেখানে সকল প্রিয়দেরকে ঝুলানো হচ্ছে এমন অবস্থাতেও লোকটি অপেক্ষিত। এর সাথে লম্বা এক চাপিয়ে দেয়া সফর ও তার উপর ন্যাস্ত। ঐ বেচারা সেনা বিপদগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে হতাশাময় নিরাশায় আক্রান্ত হওয়ার প্রক্ষালে তার ডান দিক থেকে হযরত খিজির আ. এর ন্যায় একজন হিতৈসী নূরানী এক সত্ত্বা আগমন করেন। তাহাকে বলেন যে, নিরাশ হইওনা তোমায় দুটি রহস্যময় চাবি দিয়ে আমি বাচার উপায় বলে দিব। এগুলোকে সুন্দরভাবে যেন তুমি ব্যবহার করো কোন ক্রুটি করোনা। তখন ঐ পিছনে থাকা সিংহ তোমার খেদমতগার স্বরুপ রুপান্তরিত হবে। একিভাবে ঐ ফাশির কাষ্ট ও তোমার সুস্থতা ও দোষ মুক্তির জন্যে প্রমোদকর ও দোলনায় রুপান্তরীত হবে। একিভাবে আমি তোমায় দুটি মহৌষধ প্রদান করব যেন তুমি উত্তম ভাবে ব্যবহার কর যেগুলো তোমার দেহের পচনশীল ক্ষত সমূহের দূর্গন্ধকে দুটি মনোহর সু-ঘ্রানী মুহাম্মদ সা. এর ফুল নামীয় মনোরমী ফুলে রুপান্তরীত হবে। একি সাথে তোমায় আমি দুটি টিকেট প্রদান করব। এর সাথে উড়ার ন্যায় এক বছরের দূরত্বময় পথকে একদিনে তুমি পারি দিতে পারবে। অতএব যদি তুমি বিশ্বাস না করো তাহলে এবার টেষ্ট করতে পারো। যাতে করে তুমি সত্য বুঝতে সক্ষম হবে। আর বাস্তবেই ঐ বিপদগ্রস্থ লোকটি একবারের জন্যে হলেও সে টেষ্ট করেছে। সত্য হওয়াটাকে বিশ্বাস করে সত্যায়ন করেছে। হাঁ আমি অর্থাৎ এই ফকীর সাঈদ ও সত্যায়ন করছি। কারণ আমিও কিছুটা পরখ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, আমিও অজান্ত সত্য হিসেবে দিখেছি।

যাইহোক এ সেনা লোকটি এর পর দেখল যে, বাম দিক থেকে শয়তানের ন্যায় এক ধোকাবাজ মাতাল চক্রান্তকারী একজন লোক অত্যান্ত আকর্ষণীয় নিরব আকৃতিময় লোভাতুর মদ্যপানীয় এর সাথে থাকা অবস্থায় আসল। সেনা লোকটির সামনে দাড়ালো এবং তাকে বলিল: হে ফ্রেন্ড! আস আস এক সাথে পান করে মজা করি। এই যে সুন্দর মেয়েদের ছবিগুলোকে এক সাথে চল দেখী, এই সুন্দর সুন্দর মধুর গানকে শুনি। এই মজার খাবার সমূহকে চল খাই।

প্রশ্ন: কি করছ, মুখে এগুলো কি পড়ছ তুমি?

উত্তর: একটি সুক্ষ রহস্য পড়ছি। দুত্তরে এটা বুঝার মত কোন কাজ নহে, এটা ছাড়, চল আমাদের এই মুহুর্তের ফুর্তি আনন্দকে নষ্ট না করি।

প্রশ্ন: এই তুমার হাতে এটা কি?

উত্তর: ইহা একটি ঔষধ। এটা ফেলে দাও, তুমি এমনিতেই অনেক শক্তিশালী এতে কিইবা আছে। এখন মজাদার সাধুবাদের সময়।

প্রশ্ন: হে, এই পাঁচ নিদর্শনীয় কাগজ কিসের?

উত্তর: ইহা হল টিকেট। একটি বরাদ্দকৃত সার্টিফিকেট, এগুলোকে ছিড়ে ফেলো এই লাবন্যময় গ্রীষ্মের মৌসুমে সফর আমাদের মন-মুতাবেকের হওয়া জরুরী! এভাবে কথা বলে বুঝাচ্ছিল ঐ লোকটাকে প্রত্যেক অবস্থায় সেনা লোকটাকে প্রবঞ্চনার সাথে যুক্তি দিয়ে সম্মত করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি ঐ বেচারা সেনা তার প্রতি কিছুটা ঝুকার প্রবনতায় ও অবস্থানী ও প্রতারিত হচ্ছে । আমি ও ভ্রমন চক্রান্তকারী শয়তানকে

ধোকা দিয়েছি এমন অবস্থার এক পর্যায়ে হঠাৎ ডান দিক থেকে বিজলীর ন্যায় এক শব্দ আসল এবং বলছে যে শান্ত হও প্রতারণার ফাদে পা দিওনা। এবং ঐ ধোকাবাজকে বল যে, যদি আমার পেছনের ভয়ংকর ঐ সিংহ কে হত্যা করে আমার সম্মুখের ঐ ফাশি কাষ্টকে তুলে দিয়ে আমার দেহের ডান ও বামের এই ক্ষত সমূহকে মুক্তি প্রদান করত: উপস্থিত এই লম্বা সফরের চাপ থেকে কোন উপায়-মূলক সনদ যদি থাকে তাহলে এগুলো সমাধান কর, তাড়াতাড়ি করো, করে দেখাও, চল উপায় দেখে নেই। এরপর ঐ শয়তানকে বলো তারপর আস এক সাথে মজা করি। নতুবা চুপ থাকো হে চক্রান্তকারী শয়তান! এমন করে খিজীর আ. এর ন্যায় ঐ আসমানী সত্ত্বা যা যা বলেছেন ঐ গুলো যেনো বলছে।

যাইহোক হে যৌবনের তাড়ানায় ব্যস্ত হাসি তামাসায় ব্যাস্ত এখন হাসির মধ্যকার ক্রন্দনকারী হে আমার নফস! জেনে রাখ ঐ বেচারা সেনা লোকটি হল তুমি নিজে এবং মানুষগণ। আর ঐ সিংহটা হল মৃত্যুর সময়কাল। আর ঐ ফাসির কাষ্ট হল স্বয়ং মৃত্যু এবং তার বিচ্ছেদ অবস্থা ও ত্যাগকরন। দিন রাতের আবর্তনে সকল প্রিয় বন্ধু বিদায় জানাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আবার ঐ দুটি ক্ষতস্থল হল একটি বিরক্তকারী এবং সীমাহীন মানুষের অক্ষমতা অপরটি হল যন্ত্রনা এবং সীমাহীন মানবের অভাব,দরিদ্রতা। এবং ঐ বাদ্যগত সফর হল রুহের আলম থেকে মায়ের গর্ভ থেকে শিশুকাল থেকে বয়স্ক কাল থেকে দুনিয়া থেকে কবর থেকে বরজখ থেকে হাসর থেকে মূল প্রশস্থ পথ থেকে গত হওয়া এক লম্বা পরীক্ষার সফর। আর ঐ দুটি রহস্য হল মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হাঁ, এই পবিত্র সুক্ষ রহস্যের সাথে মৃত্যু, মুমিন মানুষকে দুনিয়ার জেলখানা থেকে, জান্নাতের বাগানে রহমানের চিরশান্তির প্রতি পৌছানে-ওয়ালা একটি অনুগত ঘোড়া যা বাহনের অবস্থান নেয়। এই স্রোতে মৃত্যুর হাক্বিক্বাতকে দর্শনকারী পরিপূর্ণ মানুষগণ মৃত্যুকে ভালবেসে ফেলছেন। এমনকি মৃত্যু আসার পূর্বে তার সাক্ষাৎকে হৃদয়ঙ্গম করত: পছন্দ করেছেন। চেয়েছেন এবং বিচ্ছেদ ও পৃথক হওয়া, চলে যাওয়া ও ওফাত এবং ফাশির কাষ্ট হওয়া সময়ের গতিবেগ ঐ ঈমানের তীক্ষ্ণ রহস্যের সাথে সানিয়ে-যুল-জালালের তাজা তাজা রংবেরঙ্গের ভীন্ন ভীন্ন অলৌকিক নকশাবলীকে কুদরতের চমৎকৃত নিদর্শনাবলীকে, রহমতের কিরনমালাকে, স্বাদের পূর্ণতার সাথে, শিক্ষনীয় দৃষ্টিতে থাকিয়ে তারা ভ্রমন করেন, করেছেন । হাঁ সূর্যের নূরের রংসমুহকে প্রদর্শনকারী আয়না সমুহের রুপান্তর করে একে সতেজ করাটা এবং সিনেমার পর্দা সমুহের পরিবর্তনটা আরও মধুময় আরও সুন্দর দৃশ্যায়নের আকৃতি প্রদান করে। আর ঐ দুটি মহৌষধের একটি ধৈর্যের সাথে নির্ভরশীলতাকে নির্দেশন করে।

তাই নাকি? হাঁ অবশ্যই তাই কুন-ফাইয়াকুন এর হুকুমের মালিক একজন দুনিয়ার সুলতানের প্রতি অভাবীর জোড়হাতের দ্বারা সম্বোধন কারী একজন ব্যক্তির জন্যে কি-ইবা পরওয়া করার আছে? যদিও সব চাইতে বিস্ময়কর কোন বিপদের সম্মুখে

انا لله وانآليه راجعون উক্ত আয়াতাংশ বলে কলবের প্রশান্তির সাথে রবেব-রাহিমের তরে নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করে। অবশ্যই আল্লাহর সাথে পরিচয় হওয়া মাধ্যম অক্ষমতা থেকে আল্লাহর ভয়ের মজা অর্জন হয়। এবং হাঁ ভয়ের মধ্যে স্বাদ বিদ্যমান। যদি এক বছরের ছোট বাচ্চাকে বুদ্ধিমান পাওয়া ও আনন্দকর মিষ্টি কি? হয়তু বুদ্ধিমান বাচ্চা বলবে অক্ষমতা দূর্বলতাকে বুঝার পর মা-বাবার মায়াবী চড় খাওয়ার পর ভয়ে আবার মায়ের স্নেহশীল বুকের মধ্যে যাওয়ার এই অবস্থা হল সবচেয়ে সুমিষ্ট। অথচ সমগ্র মায়েদের স্নেহশীলতা আসলে একটি রহমতের তজল্লীর জ্যোতি স্বরুপ। এই কারণে যে কামিল মানবগণ অক্ষমতায় এবং আল্লাহর ভয়ের

মধ্যে এমন এক মজা তারা পেয়েছেন যে, স্বীয় শক্তি ও স্বামর্থ থেকে মজবুত ভয়ে বিশুদ্ধভাবে খালাসী নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে তারা সমর্পন করেছেন। তারা তাদের ভয় ও অক্ষমতাকে তাদের নিজেদের জন্যে শাফাআতকারী হিসেবে তৈরী করেছেন।

আবার অন্য ঔষধ হল শুকরিয়া আদায় করা এবং ধৈর্যের সাথে অন্বেষন এবং দোয়া এবং রাজ্জাকে রাহিমের রহমতের কাছে আত্মনির্ভরশীলতা। তাই নাকি ভাই। হাঁ অবশ্যই তাই, সমগ্র পৃথিবীর বুকের মধ্যে একটি নেয়ামতের টেবিল তৈরীকারী এবং বসন্ত মৌসুমকে একটি ফুল চারুকলী হিসেবে তৈরীকারী এবং ঐ টেবিল নামীয় দস্তারখানার পাশে রাখনে-ওয়ালা এবং তার উপর বিছানোকারী জাওয়্যাদে-কায়্যীমের মুছাফিরের জন্যে ফকীর এবং মুহতাজ হওয়াটা কিভাবে যন্ত্রাকর ও ভারী বোঝা হতে পারে? বরং দরিদ্র ও মুহতাজ হওয়াটাকে আনন্দকর ও সু:খকর হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আকাংখা এর ন্যায় দরিদ্রতার বৃদ্ধি কর্মে কাজ করা হয়। **এই কারনের ধরুন যে কামিল মানুষগণ দরিদ্রতার সাথে অবস্থানকে তারা গৌরবের ব্যাপার মনে করেছেন**। শান্ত হও ভূল বুঝনা! এর অর্থ হল আল্লাহর সামনে দরিদ্রতার প্রভাব অনুভব করত: আকুল আবেদন করা নতুবা এই অর্থ এটা বুঝায় না যে, দরিদ্রতাকে মানুষকে প্রদর্শন করত: ভিক্ষা বৃত্তি করা। আর ঐ টিকেট হল প্রথমে নামাজকে আদায় করত: ফরজ সমূহকে আদায় করা এবং কবিরা গুনাহ সমূহ থেকে মুক্ত থাকা। তাই নাকি হাঁ তাই, সমগ্র বিশেষজ্ঞদের ও যারা দর্শনার্থী তাদের অলী-আওলীয়া এবং সকল স্বাদগ্রহণ কারীগন ও আহলে কাশফদের ঐক্যতার দ্বারা প্রমানীত ঐ লম্বা ও অন্ধকাচ্ছন্ন স্থায়ী, চিরস্থায়ী পথের মধ্যে খাবার-দাবারের আলো ও বাহন হল আসলেই এই পথে কুরআনের হুকুম সমুহকে মেনে চলা, স্বীয় ক্ষমতা অর্জন করা স্পষ্টত: সম্ভব। নতুবা অন্যান্য শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যার কারিগরী ও হিকমত ঐ পথে এই জ্ঞান সমুহের পাঁচ টাকারও মূল্য নেই।

সুতরাং হে আমার অলস নফস! **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে আদায় করা, সাত রকমের কবীরা গুনাহকে তরক করা কতইনা অল্প ও আরামপ্রদ এবং পাতলা কাজ**। তার ফল ও সারাংশ এবং উপকার কতইনা সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবিশাল হওয়াটা যদি জ্ঞান বুদ্ধি থাকে, জ্ঞান বুদ্ধি নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারার কথা এবং অপরাধ ও অশ্লীলতায় তোমাকে উৎসাহকারী শয়তানকে ঐ লোক বলতে পারে যে, যদি মৃত্যুকে মেরে ফেলে চলে যাওয়াকে দূরীভূত করে এবং মুখাপেক্ষীতাকে ও দরিদ্রতাকে মানুষের কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে কবরের দরজায় না যাওয়ার কোন উপায় যদি থাকে বল এক সাথে শুনি। নতুবা চুপ থাকো। দুনিয়া নামীয় বিশাল এই মসজিদের মধ্যে ক্বোরআন দুনিয়াকে পড়ছে, এটা না এইটা চল শুনি, এই নুরের সাথে আমরা আলোকিত হই। হেদায়াতের সাথে আমল করি। এবং এই নূরানী কোরআনকে অভ্যাসে পরিবর্তন করে অভ্যস্ত হই। হাঁ, কথা হল এটাই এবং এই কথা উল্লেখকারীকে তারা বলে যে, এটাই হক্ব, হক্ব থেকে এসে হক্ব বর্ণনাকারী এবং হাক্বিক্বাতকে উপস্থাপনকারী এবং আলোকিত হিকমাতকে প্রকাশকারী উদৃতী হল এই----, রেফঃ সোজলার ৩১

৮ম বাণী

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِ

اَللهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡحَىُّ الۡقَيُّومُ * اِنَّ الدِّينَ عِنۡدَ اللهِ الۡاِسۡلَامُ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জিব, সবকিছুর ধারক (বাকারা ২৫৫)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম (আলে-ইমরান ১৯)

যদি তুমি বুঝতে চাও এই দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে বাসকারী মানুষের রুহ এবং এই মানুষের মধ্যে ধার্মিকতার মর্যাদা ও তাৎপর্য সম্পর্কে এমন কি একনিষ্ট ধর্ম যদি এই দুনিয়ায় না আসিত তাহলে এই দুনিয়া একটা জেলখানা এবং ধর্মহীন মানুষগুলো একপ্রকার বদবখত (দুর্ভাগা) মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত, পাশাপাশি এই দুনিয়ার সমস্ত জটিল প্রেক্ষাপটকে সহজতরকারী এবং মানুষের রুহসমূহকে জালিমের অত্যাচার থেকে রক্ষাকারী সমস্ত বিশেষ নাম ও ব্যাখ্যা তথা يَا اَللهُ এবং لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এগুলোর ক্ষমতা সম্পর্কে যদি তুমি জানতে চাও তাহলে নিম্নের উল্লেখিত উদাহরণ স্বরূপ ঘটনাকে নিরবে শুন এবং বুদ্ধি খাটিয়ে তাফাক্কুর (চিন্তা) করঃ

অনেক দিন পূর্বে দুই ভাই, লম্বা ভ্রমণে এক সাথে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে তাদের রাস্তা এক সময় পৃথক হয়ে গিয়েছিল (দ্বিমুখী পথের মুখে উপস্থিত হল) এই দ্বিমুখী পথের মুড়ে তারা একজন গুরুগম্ভীর ব্যক্তিকে দেখতে পেল। তারা তাহাকে জিজ্ঞেস করল এই দুই রাস্তা থেকে কোন রাস্তাটি বিশুদ্ধ বা উত্তম। সেও তাদেরকে বলল যে ডানদিকের রাস্তার গুণাগুন হচ্ছে নিয়ম-নীতি-মালার প্রতিশ্রুতিমূলক বাধ্যবাদকতা রয়েছে। কিন্তু আনন্দের ব্যাপার হল ঐ কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তির শুধা রয়েছে। অন্য দিকে বাম পথের গুণাগুণ হচ্ছে, ইচছাধীন চলাফেরা এবং স্বাধীনতা রয়েছে কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল ঐ মনমত চলাফেরা এবং আমোদীয় রাস্তার মধ্যে ধ্বংস এবং সংকটময় বিপদ রয়েছে। এখন কোন রাস্তায় যাবেন আপনাদের এখতিয়ার, নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিন।

এটা শুনার পর উত্তম আখলাকের অধিকারী ভাই تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ বলে ডান দিকের রাস্তায় চলে গেল, এবং সে কানুন এবং নিয়মবর্তিতার অনুসরণকারী হিসেবে এই পথ গ্রহণ করেছিল। শিষ্টাচারহীন ও চরিত্রহীন অপর ভাই সে মনের ইচ্ছাধীন চলতে ফিরতে পারবে বলে বাম পথকে অগ্রাধিকার দিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার জিন্দেগী পাতলা, সহজতর কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে প্রচন্ড ভারী পথ। বাম পথ অনুসরণকারী কে আপাতত কল্পনার দৃষ্টিতে আমরা লক্ষ্য করছি। পরবর্তীতে ডানপন্থি ভাই কে লক্ষ্য দৃষ্টি করব।

যাই হোক, এই লোকটি খাল বিল পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে করে একটি মুক্ত ময়দানের সম্মুখীন হলো। হঠাৎ আশ্চর্যজনক একটি আওয়াজ শুনল, দেখতে পেল যে, জঙ্গল থেকে একটি সিংহ তার দিকে দেবে আসছে। সে ও সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করল। এক পর্যায়ে পানিবিহীন ৬০ সে.মি এর একটি কুয়াতে তার আরাম করার সুযোগ আসল। সিংহের ভয়ে সে নিজেকে কূপের ভিতরে নিক্ষেপ করা ছাড়া উপায় ছিল না। অর্ধেক

কূপে পরার (তথা ৩০ সে.মি.) পর হাতে একটি গাছ লাগল এবং শক্ত করে ধরল। এবং দেখতে পেল যে, এই কূপের দেয়ালে ২টি বৃক্ষের জড়/শিকড় রয়েছে। ২টি ইদুর রয়েছে একটি সাদা ও একটি কালো ইঁদুর। এবং লক্ষ করে দেখতে পেল এগুলো ঐ দুটি শিকড়ে বসে কাঠতেছে। উপরে লক্ষ করে দেখতে পেল যে, সিংহটা দায়িত্বশীলের ন্যায় কূপের মুখে অপেক্ষা করছে। নিম্নের দিকে থাকালে দেখতে পেল যে বিশাল আকারের একটি সাপ মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে এতটুকু কাছে ৩০ সে.মি. পর্যন্ত লোকটির প্রায়ই পায়ের নিকট। কুয়াটা হলো ইহার মুখের অংশের ন্যায় ভিতরের অংশও বড়। কুয়ার দেয়ালের দিকে থাকিয়ে আরও দেখতে পেল যে, বিশাক্ত কিছু বিচ্ছুর ন্যায় পোকা যা সবদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। বৃক্ষের দিকে ভাল করে লক্ষ করিলে দেখতে পেল এটা একটা ডুমুর বৃক্ষ। কিন্তু অদ্ভুদ ব্যাপার হল বিভিন্ন রকমের ফলসমূহ ঐ গাছে আখরোট থেকে ডালিম পর্যন্ত সব রকম ফল খাওয়ার উপযোগী রয়েছে। কিন্তু এই লোকটি তার ভূল চিন্তাশক্তির কারণে ও মুর্খতার কারণে সে বুঝতেই পারছে না যে, এটা কোন সাধারণ কাজ/দৃশ্য নহে। এটা এমনি এমনিতে কোন এক সুযোগে হয়েছে এমনটি নহে। নিঃসন্দেহ এই বিস্ময়কর কাজের পিছনে বিরল রহস্যাবলী রয়েছে। এবং অনেক বড় কোন কর্তা রয়েছে যা সে চিন্তাও করিতে পারে নাই। এখন এই লোকটি অন্তর, রূহ, শক্তি, এই কষ্টে অবস্থান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে গোপনে বা মনে মনে হাঁহাকার করা অবস্থায় তার নফসে আম্মারা তাহাকে এই বলে দেখা দিচ্ছে যে, এটা চিন্তার কিছুই নহে তার অন্তর ও রূহের ভিতরগত প্রকম্পিত ক্রন্দনের আওয়াজকে না শুনতে তার কর্ণগুলোকে বধীর করে অন্য মনস্ক করছে এবং নফসে আম্মারা তাহাকে বলচ্ছে এটা একটা বাগান বলে ওখানকার ফলমূল খেতে শুরু করেছে । বলা বাহুল্য, ঐ ফলসমূহের একটি অংশই বিষাক্ত ও ধ্বংসাত্মক। একটি হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন যে, اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى অর্থাৎ "আমার বন্দা আমাকে যেভাবে চিনে তার সাথে আমি ঐ বাবে আচরণ করি।"

যাই হোক, এই দুর্ভাগা লোকটি তার মন্দ ধারণা ও কান্ডজ্ঞানের সাথে উল্লেখিত অবস্থা হওয়ার ন্যায় অমার্যনীয় ও চিন্তাহীন দৃষ্টিপাতকেই শুধু গ্রহণ করেছে, যার ফলে তার সাথে আচরণ ও ঐভাবে হয়েছে সে দেখেছে ও দেখচ্ছে এবং দেখতে পাবে। না মৃত্যুবরণ করছে, না বেচে আছে, না বসবাস করচ্ছে আর এই রকম বামপথের পথিক হয়ে না বুঝে বিষাক্ত ফল ভক্ষণ করে করে সাজা ভোগ করচ্ছে। আমরাও এই মন্দ অবস্থা ও তার শাস্তি থেকে প্রত্যবর্তন করব। এখন অন্য ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্মক অবগত হবো।

অতএব ঐ মুবারক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাচ্ছে ডান দিকে কিন্তু তার বাম দিকে গত ভাইয়ের ন্যায় কোন সমস্যায় পড়চ্ছে না। কেননা তার মহৎ চরিত্রের কারণে সুন্দরভাবে সবকিছুকে চিন্তাচেতনায় সে ব্যস্থ। সে উত্তম ধারণা করতেও সক্ষম। নিজে নিজে ভারসাম্য রক্ষা করচ্ছে। মোটেও সে তার ভাইয়ের ন্যায় সমস্যায় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে না, বিচলিত হচ্ছে না । তার কারণ সে নিয়ম জানে, এবং নিয়মের অনুসরণ করে। সহজতর অবস্থাকে সে দেখতে পায়, এমনকি নিরাপদ ও নিরাপত্তার মধ্যে সে চলচ্ছে। এমনিভাবে একটি বাগানের সম্মুখীন হল ভিতরে ফুল ফলের সমাহার এবং সে গুরূত্ব না দিলেও এখানে মৃতবস্তু সমূহ ও বিদ্যমান। অপর ভাই একি রকমের এক স্থানে প্রবেশ করেছিল কিন্তু সে মৃত বস্তু সমূহে নিজেকে ব্যস্থ করে নিয়েছিল, তার পেঠের ক্ষুধা দূর করেছিল, সে মোটেও সেখানে চিন্তা-চেতনা, তাফাক্কুর না করে বের হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এই পবিত্র চিন্তাশীল ভাই নিজেকে বলিল যে, প্রত্যেক বস্তুর কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত কর, এই বলে আমল করে চালিয়ে গেল, কিন্তু মোটেও মৃত বস্তুগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না।

সে ভাল বস্তুগুলো থেকে ভাল কিছু অর্জন করেছিল। সে খুবই আরামপ্রদভাবে আরাম করে যাচ্ছিল। এভাবে সেও তার সহোদর ভাইয়ের ন্যায় যেতে যেতে একটি বিশাল সাহারা ভূমির সম্মুখীন হলো। হঠাৎ করে শুনতে পেল একটি সিংহের হানা গর্জন। ভয় ও পেল। কিন্তু তার ভাইয়ের মত ভয় পায় নাই। কেননা সে জ্ঞান রাখত, তার উত্তম ধারণা ও নিষ্ঠাবান চিন্তা-চেতনা দিয়ে চালিয়ে গেল এই বলে যে, "এই সাহারা ভূমির অবশ্যই একজন শাসক আছেন, এবং এই সিংহও ঐ শাসকের হুকুমের তাবেদার হওয়াকৃত কোন খিদমতগার হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু সে ও পলায়ন করেছে। ঠিক ৬০ সে:মি: পরিমান গর্ত" পানিহীন কূপের পালা আসল। নিজেকে ভিতরে নিক্ষেপ করেছিল। তার ভাইয়ের ন্যায় মধ্যখানে একটি গাছে হাত লাগালে শক্তভাবে ধরল। আর ঐভাবে ইঁদুর গাছের শিকড়কে কাটতেছে। উপরে লক্ষ করে একটি সিংহ আর নিচে দেখল একটি বিশাল আকারের অস্বাভাবিক সর্প। ঠিক তার ভাইয়ের ন্যায় এক বিস্ময়কর প্রেক্ষাপট লক্ষ করল। সেও হতভম্ব হল। তবে তার ভাইয়ের অবস্থা থেকে তার অবস্থা হাজার খানিক পাতলা ছিল কারণ ছিল, উত্তম চরিত্র তাহাকে উত্তম চিন্তা চেতনা প্রদান করেছিল। আর উত্তম চিন্তা তাহাকে সব কিছুতে সৌন্দর্যময় দেখিয়েছিল। আর এই উত্তম চিন্তার কারণে সে ভেবেছিল যে, এই আজব কার্যক্রম একটি অপরটির সাথে সংশ্লিষ্ট। এমনকি কোন এক হুকুমের তাবেদার হয়ে নড়াচড়া করছে মনে হচ্ছে। আর যদি এমনটি হয়, তাহলে অবশ্যই এই কার্যক্রমের মধ্যে তিলছিম রয়েছে (রহস্য রয়েছে)। হাঁ কোন গোপন হাকিমের হুকুমে এমনটি রূপ রেখা প্রবর্তন করছে। আর ঐ রকম যদি হয়,তাহলে আমি একা নহে ঐ অদৃশ্যমান হাকিম আমাকে অবশ্যই দেখতেছেন। আমাকে যোগ্য করে তিনি তুলতেছেন। আর এই রকম মিষ্টি ভয় আর সুচিন্তার কারণে তার একটি আজব বুঝ তৈরী হল এই বলে যে, আমাকে আসলে উপযুগ্য করে তিনি স্বীয় সত্ত্বাকে আমার সাথে পরিচয় করিয়ে আমাকে জ্ঞাত করতে এবং এই বিস্ময়কর রাস্তায় আমাকে প্রেরণ করে কোন উদ্দেশ্যকে শেখানো-ওয়ালা আসলে তিনি কে? তারপর পরিচয় পরিচিতির ফিকিরের মধ্যে রহস্য প্রমানকারী মহানের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে এবং এই মুহাব্বাত থেকে তার তাৎপর্যময় গোপন রহস্যকে জানার আগ্রহী হয়ে ওঠলো এবং ঐ আগ্রহ থেকে মহান রহস্যের মালিককে সন্তুষ্ট করবে এবং তার ভাল লাগবে এমন একটি উৎকৃষ্টমানের কাজ আঞ্জাম দিয়ে সে নিজে নিজে ফিকির করে এমনটি প্রস্তুত করেছে।

তারপর ঐ বৃক্ষের ছড়ায় লক্ষ্য করল এবং দেখল যে এটা তো এক ডুমুর গাছ কিন্তু তার মধ্যে ভিন্নমুখী বৃক্ষসমূহের হাজার প্রকার জাতের ফলসমূহ বিদ্যমান। আর ঐ সময় তার সমস্ত ভয়ভীতি চলে গিয়েছে। কারণ সাধ্যরূপে সে বুঝেছে যে এই ডুমুরের গাছটি হল একটি তালিকা-স্বরূপ ইহা একটি সুচিপত্র-স্বরূপ। ইহা একটি প্রদর্শন মেলা স্বরূপ। ঐ অদৃশ্য হাকিম বাগ ও বাগিচাকে যে ফলমুলের নমুনা দেখাচ্ছেন এটা নিঃসন্দেহে রহস্যময় এবং অলৌকিকতার সাথে জড়িত এবং তিনি ঐভাবে তার মুছাফিরদেরকে দৃশ্যমান করত; এক খাবারের টেবিল স্বরূপ চিত্তাকর্ষক রূপে সৌন্দর্য করে তুলে ধরেছেন যা কেবল তারই জন্যে মানায়। নুতবা কেবল একটি গাছ হাজার খানিক গাছের ফলসমূহ প্রদান করা অসম্ভব। অতপর সে ভারসাম্যতা রক্ষা করে ফিকির চালিয়ে যেতে লাগল এবং রহস্যের মুলোৎপাঠন করতে সক্ষম হল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল-

"হে এই জমির হাকিম! তোমাকে খুঁজে পেয়েছি। তোমার রহমতে এখন প্রবেশ করছি। এবং তোমার খেদমতকার গোলাম হিসেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং কেবল তোমার সন্তুষ্টি চাই। এবং তোমাকেই আমি খুঁজতেছি" হে আমার হাকিম।

এই দোয়ার পর হঠাৎ কূপের দেয়াল সাধারণ ভূমির ন্যায় হয়ে সমুজ্জল, প্রশস্থ, আকর্ষনীয় এক বাগিচার সৃষ্টি হয়ে এক দরজা খুলে গেল। সন্দেহাতীত ঐ বিশাল আকারের শর্প তার মুখকে দরজায় পরিবর্তন করল এবং সিংহ ও শাপ ২টিই ঐ ব্যক্তির খাদিম হিসেবে যেমন হাজির হয়ে গেল এবং ভিতরে তারা বাদশাহ ও সম্মানী ব্যক্তির ন্যায় দাওয়াত করতে লাগল। এমনকি ঐ সিংহ খেদমতের স্বার্থে স্বর্প যেমন দরজা হয়েছিল সেও যেন একটি ঘোড়া হয়ে খেদমতে উপস্থিতি প্রমাণ করল এবং ভিতরে প্রবেশ করল কূপ যা এখন বাগানে রূপান্তিরত হয়ে গেছে।

অতএব হে আমার অলস অন্তর ও হে আমার কল্পনার সূত্রে প্রিয় বন্ধু!

আসুন! এই দুই ভাইয়ের কর্মসমূহকে দাড়িপাল্লায় মেপে নেই। যেখানে নিষ্ঠা দ্বারা উৎকৃষ্টতা আনা যায়, উৎস্বর্গতা যেখানে কোরবানী নিয়ে আসে, চল দেখি ও চল জানি। দেখুন বামপথের দুর্ভাগ্য যাত্রী সব সময় তার আচরণে সে সেই বিশাল আকারের শর্পের মুখের ভিতরে যেতে অপেক্ষমান ছিল। এবং কাপছিল ও অন্যদিকে ভাগ্যবান লোকটিকে তার চিন্তা ফিকিরের কারণ যেন তাহাকে ফলেভরা সুভাষিত বাগানে, মর্যাদার আসনে দাওয়াত করা হল। আবার দেখুন দুর্ভাগা লোকটি যন্ত্রণা প্রদানকারী হতবুদ্ধিতায় এবং অসীম ভয়ের মধ্যে সে স্বীয় অন্তরকে খন্ড-বিখন্ড করে কষ্ট পাচ্ছে, অপর দিকে, সৌভাগ্যবান লোকটি যে সুস্বাদু এক শিক্ষা, মিষ্টময় এক ভয়, প্রেমাম্পদ এক পরিচিতির মধ্যে অজানা বস্তু সমূহকেও যেন তার কাছে সহজতর এবং নিজের জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাচ্ছে। লক্ষ কর ঐ বামপন্থী ভাইকে যে নির্জন জঙ্গলে হতাশা ও জনবিহীন এলাকার মধ্যে কষ্টে স্বাদ ভোগচ্ছে। পাশাপাশি ডানপন্থী ভাই যে বন্ধু-পরায়নতার ও আশাবাদীতার এবং একান্ত আগ্রহতার সাথে মিষ্টিময় স্বাদ ভোগ করছে। আবার দেখুন হতাশাময় লোকটিকে সে নিজেকে জংলী প্রাণীদের আক্রমণের সম্মুখে অক্ষম ও বন্দিময় হিসেবে দেখছে একি সাথে ২য় লোকটি যেন এক প্রিয় মুছাফির আর মহান করিমের মেহমানদারীকে অনাকাংখীত খাদিমদের সাথে (সিংহ, সাপ) ভারসাম্য পরায়ন হয়ে আনন্দ করছে। আরও লক্ষ করুন ঐ দুর্ভাগার দিকে যে বাহ্যিক সুস্বাদুময় কিন্তু আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোনে বিষাক্ত খাবার খেয়ে প্রচন্ড যন্ত্রণাদায়ক অবস্থানকে তাড়াহুড়া করে গ্রহণ করছে। মূলত: এই ফলমুল উদাহরণ স্বরূপ ছিল। কেবল স্বাদকে,অভিজ্ঞতাকে স্বরূপ বুঝার অনুমতি আছে যাতে তার মৌলিক রহস্য জানতে পারা যায়। নতুবা কখনো প্রাণীদের ন্যায় ক্ষুধা নিবারন করার অনুমতি মোটেও ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় অপর লোকটিকে দেখুন কেবল চেষ্টা করেছে এবং তার কাজ কি, সাথে সাথে বুঝে নিয়েছে। যার আরেকটা গুণ হল সে ঐ ফলমূল খেতে একটু সময় নেয় এবং অপেক্ষার সাথে দৈর্ঘ্যময় স্বাদ আস্বাধন করে।

আরও দেখুন ঐ নিরাশ লোকটি কে যে, নিজে নিজের প্রতি জুলুম করেছে। দিবালোকের ন্যায় কি সুন্দর বাস্তবতা এবং চাকচিক্যময় এক প্রেক্ষাপট অন্ধের মত নিজেকে মজলুম এবং অত্যাচারপূর্ণ এক মন্দ ধারণাকে লালন করে যেন এক জাহান্নাম পালন করছে। না অনুগ্রহের উপযুক্ত না অন্য কাউকে আপত্তি জানানোর অধিকার আছে।

যেমন: এক ব্যক্তি সুন্দর এক বাগানে তার একান্ত প্রিয় ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের মধ্যে বসন্ত কালের মধুময় খাবার আপ্যায়নের মুহুর্তে সে আনন্দ উপভোগ না করে নিজেকে ঠিক তার বিপরীত নিকৃষ্ট পানীয় পানকারীদের সাথে সে বসে শীতকালের মধুময় মুহূর্তকে গ্রহন করা কি পরিমাণ অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী তা একেবারেই স্পষ্ট, সে নিজে নিজের প্রতি জুলুম করে যাচ্ছে তাও পরিষ্কার। তার ঐ প্রিয় ব্যক্তিদেরকে জানোয়ার মনে করে তাদের কে অপমান করছে। অতঃএব এই দুর্ভাগাটির খাছলত হচ্ছে এই রকমই।

আবার ভাগ্যবানের প্রতি দেখুন সে হাকীকাতকে বুঝতে পারছে। যদি এটা তার হাকীকাত দেখা হয় তাহলে অবশ্যই এটা উৎকৃষ্টমানের ব্যাপার। আর হাকিকাতের (বাস্তবতা) সৌন্দর্যতাকে বুঝতে পারার অর্থ হল হাকিকাতের মালিককে সম্মান করা। সে রহমানের রহমতের উপযুক্ত হবে। তাইতো কোরআনে বর্ণিত হওয়ার ন্যায় "মন্দের সম্মুখীন হওয়া নিজ থেকে মনে করা আল্লাহ থেকে শুধু ভাল ও উত্তমের সম্বোদন করা জানা কেই সূক্ষ্ম জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। (সূরা নিসা-৭৯)

এগুলোর মত আরও বিভিন্ন বিষয় সূক্ষ্ম ভূল সমূহকে যদি তুলনা কর তাহলে বুঝতে পারবে যে, ১ম লোকটির নফসে আম্মারা তাহাকে মা'নাবী এক জাহান্নামের প্রদর্শন করেছে। আর ২য় লোকটির উত্তম নিয়ত, উত্তম ধারণা, উত্তম খাছলাত ও নিষ্টার সাথে তাফাক্কুর তাহাকে অনেক বড় এহছান, সফলকামী ও চমৎকার এক স্থর-ভেদ প্রদর্শন করেছে।

হে আমার নফছ! এবং এই নফছের সাথে শ্রবণকারী হে বন্ধু। ব্যক্তি!

যদি বদবখত ঐ ভাই না হতে চাও এবং ভাগ্যবান ভাই হতে চাও তাহলে "আল্লাহর কোরআন শ্রবণ কর, তার হুকুমের অনুসারী হও এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাক এবং তার আহকামের সাথে জীবন চালিয়ে যাও। এই ঘটনার উদাহরণ থেকে যে হাকীকাত উদঘাটন হয়েছে যদি তাহা বুঝে থাক; তাহলে দ্বীনের ও দুনিয়ার ও মানুষের এবং ঈমানের হাকিকাত কে সহীহ বুঝের সাথে সন্নিবেশন করতে পারবে। এখন আমি গুরূত্বপূর্ণ অংশগুলো বলি আর ছোট ছোট রহস্য গুলো তুমি স্বীয় মনের সাথে গবেষণা করে বের করে নিবে।

এই দুই ভাইয়ে মধ্যে একজনের রূহ হল মু'মিন রূহ এবং সালিহ্ অন্তরের অধিকারী। অপরজনের রূহ হল কাফির আর কৃলব হল ফাসিক। আর ঐ ২টি রাস্তার পরিচয়ে বলছি ডানপথ হল কুরআনের পথ ও ঈমানের পথ, বামপথ হল গুনাহের ও কুফুরীর পথ। আর ঐ পথের বাগান ছিল যেটি ঐটা হল যেখানে মানবজাতি একত্রিত হওয়ার আধুনিকায়ন হওয়ার মধ্যে যেন এক সামাজীক জিন্দেগীর প্রভাব, যাহাতে বিদ্যমান রয়েছে উত্তম ও মন্দ, ভাল ও খারাপ, পরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার ন্যায় বস্তু সমূহের একস্থানে, জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের মিলন স্থল।

আর বুদ্ধিমান তো সে যে, خُذْ مَا صَفَا دَعْ مَا كَدَرْ (নিষ্ঠতা গ্রহণ কর আর অনিষ্টতা থেকে বিরত থাক) এই কায়দার অনুসারী হয়। এবং সে মনের শান্তিতে তার রাস্তায় যেতে পারে তার কোন কষ্ট থাকে না। আর ঐ মরূভূমি বলে বুঝানো হয়েছে এই জমিন এবং দুনিয়াকে। আর ঐ সিংহ হল মৃত্যু এবং তার নসিব আর ঐ কুয়া হল মানবের শরীর এবং হায়াতকাল। আর ঐ ৬০ সে.মি. গভীরতা হল মধ্যম হায়াতি এবং পূর্ণ হায়াতের ঈঙ্গিত। আর ঐ বৃক্ষ হল হায়াতের পরিমাণ এবং জীবনকালের গুরূত্ব। আর কালো ও সাদা ২টি প্রাণির অর্থ হল রাত্রি এবং আলোকিত দিন। আর ঐ বিশাল আকারের সাপ হল কবরের দরজা যা বরজখ জিন্দেগীতে যাওয়ার রাস্তা এবং আখেরাতের গেইট স্বরূপ। কিন্তু এই দরজা বা মুখটা মুমিনের জন্য যেন নিঃসন্দেহে জেলখানা থেকে বের হয়ে শান্তির বাগিচায় প্রবেশধার। আর ঐ বিষাক্ত পোকাগুলো হল দুনিয়ার মুসিবত সমূহ

কিন্তু এটা মু'মিনদের জন্য অবহেলার নিদ্রায় সচেতন থাকার এক এলাহীর পক্ষ থেকে মিষ্টিময় সতর্কতা আর মহান রহমানের অনুগ্রহের হুকুমে পড়ে।

আর ঐ বৃক্ষের খাবার সমূহ হল দুনিয়াবী নেয়ামত যা, মহান কারীমে-মুতলাক্ব এগুলোকে (ফলমুলকে) আখেরাতের নেয়ামত সমূহের একটা সূচি স্বরূপ রেখেছেন যেগুলো সচেতনতার জন্যে রয়েছে এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য হল জান্নাতের ফল সমূহের ক্রেতাদের দাওয়াত দেওয়ার আকৃতিতে ঐভাবে রাখা হয়েছে। আর অন্যান্য বৃক্ষের ফলমূল যা ঐ ডুমুরের গাছে লটকানো ছিল এগুলো সর্ব ক্ষমতার মালিকের কুদরতের সীলমোহর এবং আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের ইশারা ও মহান এলাহীর সালতানাতের দিকে মোহরের ইঙ্গিত বহন করছে।

কেননা, **"কেবল কোন একটি বস্তু থেকে সবকিছু তৈরী করা অর্থাৎ এক জমি থেকে সমস্ত প্রাণীকে ফলমূলকে তৈরী করা তেমনী কোন প্রাণীর ফুটা থেকে সমস্ত সৃষ্টিজীবকে তৈরী করা একিভাবে কোন সাধারণ খাদ্য থেকে সমস্ত প্রাণীকুলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কে তৈরী করার অর্থ ঐ কথার সমমান আর তা হল "প্রত্যেক বস্তুকে কোন একটা বস্তুতে তৈরী করা".......অর্থাৎ জীবের খাবারকে ভিন্নমুখী খাবার থেকে ঐ জীবের জন্যে নির্দিষ্ট একটা গোস্ত বানানো যেখানে অন্য খাবার দরকার নেই। একটা সাধারণ চামড়াকে স্পর্শ করার ন্যায় অনেক সৃষ্টিঃ এমন গুণের ক্ষমতাবান একক অমুখাপেক্ষী সত্তার সীলমোহর ছাড়া অন্য কিছু নহে**। যা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ মোহর। অসম্ভব কিছু অন্য কারো জন্যে না করতে পারা এক আইনগত সীল, এক স্বরূপ বৈ কিছু নহে।

হাঁ, এক বস্তু সববস্তু আর সকল বস্তুকে একে পরিবর্তন করা এটা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তার জন্যে বিশেষিত এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল যিনি এটা তার জন্যে বিশেষ নিশানা, একটি দৃষ্টান্ত। আর তিলছিম বা রহস্য দিয়ে যা উদ্দেশ্য তা হল ঈমানের সূক্ষ রহস্যের সাথে সৃষ্টির সুক্ষ রহস্যের হেকমত। আর চাবি বলে যা বুঝানো হয়েছে তা হল– يَا اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ পবিত্র কালাম সমূহ।

আর ঐ সাপের মূখকে বাগিচার দরজায় পরিবর্তন করার অর্থ হল- কবর হচ্ছে গোমরাহীদের এবং প্রচন্ড অহংকারীদের জন্যে একটি ভয়ংকর বিপদজনক স্থান। এবং ত্রুটির মধ্যে জেলখানার ন্যায় একটি নিকৃষ্ট স্থান এবং একটি বিশাল আকারের সাপের পেটের ভিতরের ন্যায় একটি কবর যা কবরের জন্যে খোলে রাখা দরজা স্বরূপ। কিন্তু অপর দিকে আহলে কোরআন এবং ঈমানদারদের জন্য এটা হল দুনিয়ার বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী সুখের বাগানে এবং পরীক্ষার স্থল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জান্নাতের বাগানে এবং জিন্দেগীর এই অশান্তি থেকে রহমানে রাহিমের রহমতের দ্বার খোলা এক দরজা স্বরূপ।

আর ঐ সিংহের হিংস্র আচরণ থেকে অনুগত ও বাদ্যগত হওয়ার সাথে সাথে খেদমতে সন্নিবেশিত হওয়ার অর্থ হল- আহলে দালালাতের জন্যে যেন তার সকল বন্ধু-বান্ধবদের থেকে যন্ত্রণাময়ী এক চিরস্থায়ী বিদায়। এমনকি স্বীয় নফসের অনুসারী মিথ্যে দুনিয়ার জান্নাত থেকে পৃথক হওয়া এবং বিপদময় ও একাকীত্বের মধ্যে ভিতরের বন্ধীশালায় প্রবেশ করা স্বরূপ। চিন্তা করেন আহলে-হেদায়েতের কথা ও আহলে-কোরআনের জন্যে যারা পরকালীন দুনিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং খুবই সন্তুষ্টিচিত্তে পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মুয়ানাকা ও দেখা সাক্ষাৎ করছে। কেবল এটা নহে তারা আসল নাগরিকত্বের উত্তরাধিকারী সূত্রে চিরস্থায়ী সফলতার স্থরে এটা তাদের জন্যে এক মাধ্যম স্বরূপ। শুধু তাই নহে এটা যেন তাদের জন্যে দুনিয়ার জেলখানা থেকে চিরস্থায়ী বাগ-বাগিচায় আহ্বান বা দাওয়াত স্বরূপ। আর এটা যেন মহান রহমান ও রহিমের পক্ষ থেকে কোন প্রতিদান

বিহীন এক দায়িত্বময় অবস্থান। এবং এটা তাদের জন্যে হায়াতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিস্বরূপ। এবং এটা উবুদিয়্যাতের এবং পরীক্ষার এক শিক্ষা ও শিক্ষণীয় সূত্রের এক মহান সংবিধান।

উপসংহারঃ যাইহোক না কেন, যদি কেহ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার হায়াতকে যদি তার চিরস্থায়ী স্থল মনে করে তাহলে প্রত্যক্ষভাবে জান্নাতের আরাম-আয়েশ ভোগ করছে মনে হলেও সে কিন্তু প্ররোক্ষভাবে জাহান্নামে রয়েছে। আর এর বিপরীত যে-ই পরকালের চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে মাকছাদ বানাবে, সে নিঃসন্দেহে ইহ ও পরকালে চিরসুখী ও আসল জান্নাতের অধিবাসী হবে। তার আরেকটা গুণ হল দুনিয়া যে পরিমাণই কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ প্রদর্শন করুক না কেন সে কিন্তু তাহাম্মুল (ধৈর্য) বহন করে। এবং এই ধৈর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে সে মালিকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে-------- রেফঃ সোজলার ৩৪

৯ম বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা স্বরণ কর সন্ধায় ও সকালে এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভুমন্ডলে, তারই প্রশংসা। (রুম ১৭-১৮)

হে, ভাই! আমার থেকে নামাজের এই নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্তের বিশেষ হিকমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ, অসংখ্য হিকমত সমূহ থেকে একটি হিকমত ইঙ্গিত দিচ্ছি।

হাঁ, প্রত্যেক নামাজের সময়কে যা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিপ্লবী নূর এর ন্যায় সুমহান এক এলাহীর রুপান্তরের আয়না এবং ঐ পরিবর্তনের মধ্যে এলাহীর সার্বিক দয়া প্রবনতার একেকটি প্রতিফলক হওয়ার ধারানুসারে কাদিরে-যুল-জালালের প্রতি ঐ সময় সমুহে আরও বেশী তাসবিহ এবং সীমাহীন নেয়ামত সমূহের দুই ওয়াক্তের মধ্যকার একত্রিত কৃত হয়েছে এমন সকল তাসবিহের ইবাদাতের সম্মুখে শুকরিয়া এবং প্রশংসাকৃত হওয়া অবস্থানকে নামাজের দ্বারা হুকুম প্রদান করা হয়েছিল। এই সুক্ষ ও গভীর আধ্যাত্মিক এক অংশ বিশেষকে বুঝানোর জন্যে পাঁচটি পয়েন্টকে আমার অন্তরের সাথে বরাবর শ্রবণ করা জরুরী।

প্রথম পয়েন্টঃ নামাযের সুমহান অর্থ হল মহান সত্তার তাসবিহ এবং সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা বুঝায়। অর্থাৎ তার জালালিয়াতের সম্মুখে ও বাস্তবিক কর্মে সুবহানাল্লাহ বলে তার **পবিত্রতা ঘোষণা করা** আবার তার কামালিয়াতের সম্মুখে কথায় ও কাজে আল্লাহু আকবার বলে **সম্মানের ঘোষণা দেওয়া**। একইভাবে তার জামালিয়াতের সম্মুখে মনে মনে ও বাহ্যিকভাবে এবং স্বশরীরে আলহামদুলিল্লাহ বলে মহান আল্লাহর **শুকরিয়া আদায় করা** এর উদ্দেশ্য হল তাকবীরে-তা'যীম এবং হামদ নামাজের বীজের হুকুমের আওতাভুক্ত। নামাযের মধ্যে এই তিনটি ব্যাপারকে নামাজীরা খুজে পায়। একিভাবে ফলাফলে এমন ঘটে যে, নামাজের পরে

নামাজের মাহাত্ম এবং আত্মশুদ্ধিতার জন্যে উক্ত পবিত্র বাক্যাবলীকে তেত্রিশ বার করে বারংবার পড়া হয়। নামাজের অর্থ তখন ঐ একত্রে সন্নিবেশীত বিশেষ কর্মসমুহের সারাংশকে গুরুত্তারোপ করা হয়।

দ্বিতীয় পয়েন্ট: ইবাদাতের অর্থ হল এই যে এলাহীর দরবারে গোলাম সে নিজের ভূল ত্রুটির প্রতি এবং স্বীয় অক্ষম ও দরিদ্রতাকে সম্মুখে এনে কামালে-রুবুবিয়াতের এক স্বাস্বত ক্ষমাময় রবের এবং এলাহীর রহমতের সামনে প্রেমাস্পদের সাথে সেজদায় অবনত হওয়া। অর্থাৎ রাব্বানীয়্যাতের বাদশাহী যেমনটি ইবাদাত ও তার অনুসরণ চায়: রুবুবিয়্যাতের পবিত্রতা একনিষ্টতা ও এমন চায় যে, বান্দা তার স্বীয় ভুল-ত্রুটিকে প্রদর্শনকরত তার মালিকের কাছে ইস্তেগফারের সাথে এবং তার মুনিবকে সর্ব প্রকার ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন ও পথভ্রষ্টদের বাতিল চিন্তা ফিকির থেকে মুক্ত ও সুউচ্চের অধিকারী এবং সৃষ্টিকুলের সার্বিক দোষ-ত্রুটি থেকে পাক ও এগুলো থেকে সীমাহীন উর্ধে হওয়াটাকে তার যিকিরে সুবহানাল্লাহ বলে যেন ঘোষণা প্রদান করে। একইভাবে রুবুবিয়্যাতের ক্ষমতার পূর্ণতাও চায় যে, বান্দা সে স্বীয় দূর্বলতাকে এবং সৃষ্টিজীবের অক্ষমতাকে দেখার সাথে চিরঞ্জীব ক্ষমতার সুউচ্চ নিদর্শনাবলীর সম্মানের প্রতি নিজেকে দয়া ও অনুকম্পার মধ্যে আল্লাহু আকবার বলে খুশু-খুজু এর সাথে আনত নয়নে রুকুতে গিয়ে সে যেন তার কাছে আশ্রয় ও নির্ভরতা প্রকাশ করে। একই সঙ্গে রুবুবিয়াতের কুলহীন রহমতের ভান্ডার চায় যে, বান্দা সে তার নিজের মুখাপেক্ষীতা ও সৃষ্টিকুলের অভাব ও অক্ষমতার তরে সার্বিক আকাংখা এবং প্রার্থনা এর ভাষায় ফুটিয়ে তুলে এবং তার মহান পালনকর্তার এহছান ও নেয়ামত সমুহের তরে কৃতজ্ঞতা এবং তার প্রসংশার দ্বারা আলহামদুলিল্লাহ বলে যেন ঘোষণা পাঠ করে। অর্থাৎ নামাজের মধ্যকার কথা ও কাজ এই অনুভূতি সমুহকে একত্রিত করছে। এবং এইগুলোর দ্বারা এলাহীর পক্ষ থেকে নামাজের হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

তৃতীয় পয়েন্ট: যেমনটি মানুষ এই বিশাল পৃথিবীর একটি ছোট পৃথিবী স্বরুপ এবং সূরায়ে ফাতেহা এই কুরআনে-আযীমুশ্বানের এক নূরানী উদাহরণ, নামাজ ও সমস্ত ইবাদাত প্রকারাদীতে সংশ্লীষ্ট একটি নূরানী সূচিপত্র স্বরুপ এবং সমগ্র সৃষ্টি জীবের প্রকার সমুহের একটি পবিত্র নকশা ও মানচিত্র স্বরুপ।

চতুর্থ পয়েন্ট: যেমনটি সপ্তাহিক কোন ঘড়ীর সেকেন্ড ও মিনিট, ঘন্টা এবং দিন সমুহের হিসাবকারী ক্ষুদ্র কীলক সমুহ যেগুলো একে অপরের সম্পুরক। একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপক। এবং একটি অপরটিকে সিদ্ধান্তে উপনীত করে। একইভাবে জনাবে হক্বের একটি মহান ঘন্টার আওতাভুক্ত হওয়া এই দুনিয়ার অস্তিত্বে সেকেন্ড এর অন্তর্ভূক্ত হওয়া রাত ও সমস্ত দিনের ঘুর্নায়ন এবং মিনিট সমুহকে হিসাব কারী বছর সমুহ এবং ঘন্টাসমুহকে হিসাবকারী মানুষের জীবনের স্থর সমুহ এবং দিন সমুহকে পরিমাপকারী দুনিয়ার অস্তিত্যের ঘুরপাক, যেগুলো একটি অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত কারী একে অপরের সম্পুরক সমুহ এবং একে অপরটির অবস্থা স্বরুপ উপস্থাপন করিয়ে দেয়। যেমন: **ফজরের** নামাজ সুর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত গ্রীষ্ম কালের প্রথম দিকে যেমনটি মানুষ মায়ের গর্ভে সর্বপ্রথম আগত হওয়ার বেলায় একীভাবে আসমান সমুহ ও জমীনের ছয় দিনে সৃষ্টিকরনের প্রথম দিনের ন্যায় তুল্য এবং স্বরন করিয়ে দেয় এবং ঐ গুলোর ক্ষেত্রে এলাহীর ইচ্ছা ক্ষমতাকে সতর্ক করিয়ে দেয়। **যোহর** নামাজের ক্ষেত্রে গরমের ঋতুর মধ্যখানে যেমনটি জীবনের পূর্ণতাকে তেমনী দুনিয়ার জীবনের মানব সৃষ্টির র্ঘুনমান অবস্থাকে তুলনীয় এবং ইঙ্গিত করে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে রহমতের তজল্লী ও নেয়ামতের ফয়েজ সমুহকে প্রদর্শন করে। আবার আসরের ওয়াক্তে শরত ও হেমন্ত ঋতুকে যেভাবে বয়স্কতার ভারকে তেমনি আখেরী যামানার পয়গাম্বর সা. এর চির সৌভাগ্যময় সময়কালের সাদৃশ্যতুল্য এবং এগুলোর ক্ষেত্রে এলাহীর সাম্রাজ্যের ও রহমানিয়াতের নেয়ামত সমূহকে অতপ্রোভভাবে দৃশ্যমান করত: ইঙ্গিত প্রদান করে। আবার **মাগরীবের** সময়কালে শরতের শেষের দিকে অসংখ্য সৃষ্টিজীবের

ঘরে ফেরা তেমনী মানুষের মৃত্যুকে একিভাবে এই দুনিয়ায় কেয়ামতের শুরুটার ধ্বংশলীলাকে উপস্থাপন করার সাথে জালালের তজল্লী সমূহকে এবং মানুষকে গাফলতের ঘুম থেকে সর্তক বার্তায় জাগিয়ে তুলে। **এশার** ওয়াক্তে রাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন এই ধরা দিনের আলোকিত দুনিয়ার নিদর্শনাবলীকে কালো কাফনের দ্বারা ঢাকিয়ে নেওয়াটা যেমন শীত কালের সাদা বরফের কাফনের দ্বারা আবৃত হওয়া কোন স্থানে একিভাবে মৃত কোন মানুষের বাকী থাকা চিহ্ন সমুহ ও মৃত্যুর যা জিবিত মানুষদের ভূলে যাওয়া পর্দার দ্বারা আবৃত হওয়ার ন্যায় পাশাপাশি এই পরীক্ষাস্থল হওয়া দুনিয়ার সবকিছু আবৃত ও বন্ধ হয়ে যাওয়াটাকে সতর্ক করার সাথে সাথে মহান কাহহারে-যুল-জালালের জালালী পরিবর্তন সমূহকে ঘোষণা করে।

এবার যদি **রাতের** দিকে চিন্তা করি, তাহলে যেমনী কবর তেমনী বরযখের বুঝ শক্তির দ্বারা মানুষের রুহ রহমানের রহমতের কতইনা মুখাপেক্ষী হওয়াটা এই মানুষকে জাগিয়ে তুলে স্বরন করিয়ে দেয়। আবার রাতের মধ্যে **তাহাজ্জুদকে** চিন্তা করলে কবরের মধ্যে অবস্থাকালীন রাত্রিতে এবং বরযখের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে একটি বাতির আলো কি পরিমাণ যে জরুরী এটাকেও জানিয়ে দেয়। জাগিয়ে তুলে এবং সমগ্র এই পরিবর্তন পরিবর্দনের মধ্যে জনাবে মুনয়ীমে-হাক্বিক্বির সীমাহীন নেয়ামত সমূহ সতর্কতার সাথে কতইনা উচ্চমানের প্রসংশা ও গুণাগুণ প্রকাশ করার উপযুক্ত তিনি এই ব্যাপারেও ঘোষণা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনের **সকালকে** চিন্তা করলে যা হাসরের প্রত্যুস বেলাকে সতর্ক করে। হাঁ, এই রাত্রের ভোর এবং এই শীতের বসন্তে যতটুকুই বুদ্ধিদিপ্ত জরুরী ও অকাট্য হোক না কেনো হাসরের দিনের সকাল বেলা ও বরযখের ভোরকেও ঐ দিপ্তিময় অকাট্যতাকে ইঙ্গিত প্রদান করে। অর্থাৎ এই বিভিন্ন ওয়াক্তের প্রত্যেকটি ওয়াক্ত একেকটি মহা মূল্যবান ইনকিলাবের মধ্যে হওয়াতে এবং মহান ইনক্বিলাব সমুহকে সতর্ক করার ন্যায় কুদরতে-সামাদানিয়ায় মহা পরিবর্তনশীল দিনগুলো এর ইশারার মাধ্যমে যেমনটি বাৎসরিক তেমনি যোগ সংশ্লীষ্ট তেমনি লম্বা যোগের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর কুদরতের অলৌকিকতাকে এবং রহমতের পথকে ও স্বরণ করিয়ে দেয়। অর্থাৎ মৌলীক স্বভাবসুলব দায়ীত্ব এবং উবুদিয়াতের ভিত্তি হল অকাট্যভাবে ঋন স্বরুপ এই ওয়াক্ত সমুহের সাথে পূর্ণাঙ্গ রূপে উপযুক্ত ও মুনাছিব।

পঞ্চম পয়েন্ট: মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অতি দূর্বল একটি সৃষ্টি। অথচ সবকিছু তার সাথে সংশ্লীষ্ট হয়। এই মানুষকে প্রভাবিত করে তাকে শিখায়। তারই সাথে মানুষ অত্যান্ত অক্ষম সৃষ্টি এমতাবস্থায় তার বিপদাপদ ও দুশমন অনেক অনেক বেশী। একিভাবে মানুষ বড়ই অভাবী তদাপি সত্ত্বে তার অসংখ্য প্রয়োজন যার শেষ নেই এমনকি মানুষ অলস এবং ক্ষমতাহীন একটি সৃষ্টি। ফলে মানবের জীবনের তুলনার আরজ সমুহ অতি ভারি এবং মানবতা তাহাকে দুনিয়ার সাথে সংশ্লীষ্ট করে নিয়েছে। অথচ এই মানুষের পছন্দকৃত আন্তরিকতার নিরিখে বন্দুসূলভ হিসেবে বিবেচনাকৃত সমস্ত কিছুর হাত থেকে চলে যাওয়া, বিচ্ছেদ হওয়া সর্বদা তাহাকে আরও উচ্চমানের মাকসাদসমুহ এবং স্থায়ী ফল সমুহ প্রদর্শন করছে। অথচ তার হাত অনেক সংকীর্ণ, জীবনকাল অতি সংকীর্ণ, তার ক্ষমতা অত্যান্ত সীমিত, তার ধৈর্য অনেক পরিমিত।

অতএব এই অবস্থায় একটি রুহের জন্য **ফজরের নামাজ** আদায় করার সময়টা এমন যে একজন কাদিরে যুল-জালালের একজন মহা রাহিমে যুল-জালালের দরগাহে আনত নয়নে নামাজের দ্বারা প্রার্থনা করত: আকুতি অবস্থার সৃষ্টি করা তার কাছে তৌফিক ও সাহায্য প্রার্থনা করা কতটুকু আবশ্যক এবং উপস্থিত সারাটি দিন নামীয় এই দুনিয়ায় তার উপর আগত তার **কোমরে বহনীয় কাজকর্ম দায়ীত্ব** সমুহের দৃষ্টিতে আগত বোঝা সমুহের দৃষ্টিতে কতইনা জরুরী এক ভারসাম্যপূর্ণ পয়েন্ট হওয়াটা স্পষ্টভাবে বুঝে আসার কথা।

তার সাথে **জোহরের নামাজ** আদায় করার সময় ও এমন যে, সারাটি দিনের কামনা এবং আরজু সমুহের বিচ্ছেদ তার সাথে সারাদিন কাজকর্ম সমুহের এক পূর্ণতার সময়কাল এবং ব্যস্ততার চাপসমুহ থেকে জোহরের সময়টা এক নির্দিষ্ট সময়ের বিরতী স্বরুপ। একিসাথে ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার সাময়ীক এবং ভারী কাজ কর্মের প্রদানকৃত গাফলতের ও ক্রান্তিসমুহ থেকে রুহকে কিছু সময়ের জন্যে জোহরের সময়টা এক **রেষ্ট নেওয়ার সময়** স্বরুপ এ যেন এলাহীর নেয়ামত সমুহের আত্মপ্রকারের এক মুহুর্ত স্বরুপ। মানুষের রুহ ঐ দিনের চালিয়ে যাওয়ার কর্মব্যস্ততার ক্রান্তিকর কষ্ট থেকে সাময়ীকভাবে রক্ষা করত: ঐ গাফলতই অলসতার দৃষ্টিকে সতেজতায় নিয়ে আসতে ঐ অর্থহীন অস্থায়ী বস্তু সমূহের তরে ব্যস্ততা থেকে বের হয়ে কাইয়ুমে-বাক্বী হওয়া মহান মুনয়ীমে-হাক্বিক্বি আল্লাহর দরগাহে উপস্থিত হয়ে নিজে তার কুদরতী হাতে সোপর্দ করত: সমস্ত নেয়ামত সমুহের প্রতি শুকরিয়া ও প্রসংশা আদায় করত: তার কাছে সাহায্য অন্বেষন করা এবং তার বড়ত্ব ও মহত্বের সম্মুখে রুকুর মাধ্যমে স্বীয় অক্ষমতাকে প্রকাশ করে। এবং বে-হিসাব তার কামালিয়ত ও বে-মিছালে তার মহাসৌন্দর্যতার সামনে সিজদা করে সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে ও একান্ত ভালবাসার সাথে স্বীয় ক্রুটি সমুহের প্রতি লজ্জিত ও মঞ্জিত হওয়ার ব্যাপারকে ঘোষণা করার অর্থ হল জোহরের নামাজকে আদায় করা কতইনা সুন্দর, কতইনা আনন্দকর, কতইনা আবশ্যকীয় এবং মুনাছিব এই কাজটিকে সম্পুর্ণ করা যদি কেউ না বুঝে তাহলে সে মানুষ নহে।

আসরের ওয়াক্তকে যদি চিন্তা করি এটা হল এমন সময় যা যেমনটি বসন্তের ভারাক্রান্ত ঋতুকে এবং **বয়স্কচাপের চিন্তিত অবস্থা** সমুহকে এবং শেষ যামানার অশান্ত মৌসুমের দিকে ইঙ্গিত করে মনে করিয়ে স্বরণ করিয়ে দেয়। তেমনী প্রতিদিনের ফল ভোগের কর্মব্যস্থতার এক সময় ও একিভাবে দিনের পরিশ্রমের তরে বাস্তব হওয়া সুস্থতা ও সালামতীর এবং উত্তম খেদমতের ন্যায় এলাহীর নেয়ামতসমুহের একটি মহান সারাংশ এর আকৃতি ধারণকারী সময় এই আসরের ওয়াক্ত। তারই সাথে এই প্রচন্ড সূর্যের তাপের অস্তমিত হওয়ার ইশারার দ্বারা মানুষ এক মুছাফির স্বরুপ এবং সবকিছুতে অতিক্রম কারী এক সিদ্ধান্তহীন সৃষ্টি হওয়াতে ঘোষণা করার মাহাত্মপূর্ণ এক সময় এটা। যাইহোক গোলামীর জন্যে সৃষ্টি হওয়া এই মানুষ এবং মালিকের করুনার কাছে অবনত হওয়া এবং কোন কিছুর হারিয়ে যাওয়া থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী এই মানুষের রুহ বসা থেকে উঠে অযু করে এই আসরের ওয়াক্তের নামাজকে আদায় করার জন্যে কাদীমে-বাক্বী ও কাইয়ুমে-সারমাদী এর দরগাহে সামাদানীয়াতে মুনাজাতের আরজু করে করে, যার কোন বিচ্ছেদ নেই সীমাহীন রহমতের অনুকম্পার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে করে সীমাহীন নেয়ামত সমুহের সম্মুখে শুকরিয়া ও প্রশংসা আদায় করত: রুবুবিয়াতের ইজ্জতের সম্মুখপানে তুচ্ছ মাখলুক হিসেবে রুকু করত: মহিমাময় আল্লাহর উলুহিয়্যাতের সামনে ভূল ভ্রান্তির ক্ষমার অযোগ্য হিসেবে সিজদা করে হাক্বিক্বি এক অন্তরের প্রশান্তি এক রুহের আরামপ্রদ অবস্থা অর্জন করত: সুমহান সুলতানের কুদরতী পায়ের সম্মুখে বন্ধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যা আদেশ হবে মান্যকারী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার অর্থ হল এই আসরের নামাজ আদায় করা। কতইনা সুউচ্চ ও মুল্যবান দায়ীত্ব কতইনা মুনাছিব এক খেদমত কতইনা বড় মাপের সুমহান ঋণ পরিশোধের মাধ্যম বরং আরও আনন্দকর এক সৌভাগ্যময় কাজ এটা হওয়াটা কেবল যে মানুষ সেই বুঝতে পারবে।

আবার **মাগরীবের সময়** এমন যে, যেমনী শীত কালের পূর্ব মুহুর্তক্ষনের গরম ও শরতের ঋতুর এই দুনিয়ার হালকাপাতলা এবং কোলাহল সৃষ্টি সমুহের আনতভাবে বিদায় ভাডারের ডাকের মাধ্যে যে পরিবেশ আলোকপাত হয়, ঠিক ঐ সময়টাকে মনে করিয়ে দেয়। একিভাবে, মানুষের ওফাতের মাধ্যমে সমস্ত স্নেহমমতা থেকে এক বেদনাদায়ক বিসন্নতার মধ্যে পৃথক হয়ে **কবরে যাবার সময়টাকে** ও স্বরন করিয়ে দেয়।

এরই সাথে সাথে এই দুনিয়ার কম্পিত মৃত্যুমুহুর্ত এর মধ্যে মৃত্যু সংঘটনের দ্বারা সমস্ত জীবন্তকে অন্য দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের অকাট্যতাকে এবং এই পরীক্ষাস্থল দুনিয়ার বাতি নিভে যাওয়ার সময়টাকে ও মনে করিয়ে দেয় স্বরণ করিয়ে দেয়। এবং এমন এক সময় এটি এখান থেকে চলে যাওয়ার ফলে দুনিয়ার প্রিয়দেরকে অকাট্যভাবে সতর্ক করিয়ে দেয়। অত:পর সন্ধার নামাজের জন্যে এরকম এক সময়ে প্রাকৃতিকভাবে এক জামালে-বাক্বীর প্রতি অত্যান্ত বিনিত আরজুর প্রার্থনাকারী এই মানুষের রুহ এই মহান কার্যক্রমকে প্রতিষ্টাকারী এবং এই মহান দুনিয়া সমূহকে পরিবর্তন করে রুপান্তরকারী মহান কাদীমে-লামইয়াযাল এবং বাক্বী-এ-লা ইয়াযালের সর্বোচ্চ মহান পরাক্রমশালী আরশের মালিকের প্রতি মুখ ফিরিয়ে এই ক্ষনস্থায়ী ভোগ বিলাশের মুখে থুথু ফেলে আল্লাহু আকবার বলে দুনিয়া থেকে হাত তুলে নিয়ে মহান মাওলার হুকুমের দাবেদার হওয়ার জন্যে তার সাথে হাত বাড়িয়ে চিরস্থায়ী পথের চির শান্তির অবস্থানকে প্রতিষ্টা করার লক্ষে আলহামদুলিল্লাহ বলার সাথে ঐ সত্ত্বা যিনি ত্রুটি বিচ্যুতির উপরে তুলনাহীন মহা সুন্দর্যের অধিকারী তার সীমাহীন রহমতের সম্মুখপানে হামদ ও সানা পাঠ করে (তোমারই ইবাদাত করি তোমারকাছেই সাহার্য প্রার্থনা করি) এভাবে বলে। এমনকি ঐ সত্ত্বা যার কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই, যিনি একচ্ছত্র প্রভূত্তের মালিক যার কোন সহযোগীতার প্রয়োজন পড়ে না এমন সত্ত্বার কাছে গোলামীর দর্পন তুলে ধরা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা একিভাবে ঐ সত্ত্বার সীমাহীন বড়ত্তের কাছে অসংখ্য ক্ষমতার কাছে এবং যিনি ইজ্জতের মুখাপেক্ষী নহেন তার কাছে রুকু প্রদান করে সমগ্র সৃষ্টিকুলের সাথে স্বীয় দূর্বলতা এবং দরিদ্রতা ও তুচ্ছতাকে প্রকাশ করার সাথে سبحا ربي العظيم পাঠ করে মহাক্ষমতাধর রবের পবিত্রতার তাসবিহ পড়ে। একি সাথে যার শেষ নাই এমন মহাসুন্দর্যের সত্ত্বার প্রতি যার গুণের কোন পরিবর্তন নেই, যার নেই কোন পরিবর্দন ঠিক ঐ রকম সত্ত্বার সম্মুখে সেজদা আদায় করে খয়ের-বরকত ও স্বীয় ভূল ভ্রান্তির লজ্জায় তিনি ছাড়া বাকী সব ছেড়ে দিয়ে ভালবাসা ও গোলামীর ঘোষণা পাঠ করে সাথে সাথে সমস্ত অস্থায়ী সৃষ্টি বস্তুর বিপরীত একজন জামিলে-বাক্বী একজন রাহিমে-সারমাদীকে খুজে পেয়ে سبحا ربي العظيم পাঠ করে। যিনি শেষ হওয়া থেকে পবিত্র ভূল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং এর পরে তাসাহুদ আদায় করে, বসে বসে সমগ্র সৃষ্টিজীবের মুবারক তাহিয়্যাত সমুহকে ও পবিত্র দোয়া সমুহকে স্বীয় হিসাবের দৃষ্টিতে ঐ মহান জামিলে-লামইয়াযাল ও জালীলে-লা-ইয়াযাল পালনকর্তার কাছে হাদিয়া প্রদান করে। এবং আত্তাহিয়্যাতুর সাথে নামাজের মধ্যে রাসুলে আকরাম সা. এর প্রতি সালাম প্রদান করে বায়আতকে নবায়ন করে এবং সমস্ত হুকুম সমুহের অনুসারী হওয়ার অঙ্গিকার করত: স্বীয় ঈমানকে নবায়ন করার সাথে নূরান্নীত করার জন্যে এই কায়েনাতের প্রাসাদের প্রজ্ঞাময় নীয়মনীতিকে দর্শন করে সানিয়ে-যুলজালালের একত্ববাদিতার প্রতি সাক্ষি প্রদান করা অর্থাৎ যেমনটি সুলতানে-রুবুবিয়াতের ঘোষণাকারী এবং সন্তুষ্টচিত্তে একজন সেবক এবং কায়েনাত নামী কিতাবের নিদর্শনাবলীর অনুবাদক মুহাম্মদী আরাবী সা. এর রিসালাতকে সত্যায়নকারী হওয়া এই মাগরীবের নামাজকে আদায় করা কতইনা সুপ্রিয়, সুস্বাদু এক খেদমত, কতইনা আনন্দকর ও মহান সুন্দর্যময় এক ইবাদাত, কতইনা আন্তরিকতার পরিচয় ও বাস্তবীক চেষ্টা। এবং এই অস্থায়ী মুছাফির খানার মধ্যে স্থায়ী এক সোহবত এবং চিরকালীন এক সৌবাগ্য হওয়াটা কেউ যদি না বুঝে তাহলে সে কিভাবে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে পারে।

এশার ওয়াক্তের সময়টা হল এমন যে, ঐ সময় সারাটি দিনের শেষে চক্ষুর দুরত্তে যতদুর দেখা যায় অবশিষ্ট থাকা আলোর হাতছানি ও হারিয়ে গিয়ে রাতের জগৎ তামাম কায়েনাতকে পর্দাবৃত করে। مقلب الليلو النهار (রাত ও দিনের পরিবর্তকারী) মহান কাদিরে-যুল জালালের দিনের আলোকৃত ঐ **সাদা পৃষ্টাকে রাতের পৃষ্টায় রুপান্তর** করার খোদায়ী রুপান্তরের দ্বারা বসন্তের এ সুসজ্জিত পৃষ্টাকে শীতের ঠান্ডা সাদা পৃষ্টায় পরিবর্তনের

(সূর্য ও চন্দ্রের বার্তা) ঐ হাকিমে-যুল-কামালের এলাহী কার্যক্রমকে স্পষ্টভাবে স্বরণ করিয়ে দেয়। তারই সাথে সময়ের পারাপারের দ্বারা কবরবাসীর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া চিহ্ন সমুহ ও এই দুনিয়া থেকে কর্তনের মাধ্যমে সকল কিছুর **অন্য দুনিয়াতে অতিক্রম** হওয়ায় মৃত্যুর মালিক, জীবন দানের মালিকের নিয়ম কানুনকে মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে সুক্ষ অস্থায়ী এবং তুচ্ছ এই দুনিয়ার সবকিছু পূর্ণভাবে ধ্বংশ হয়ে তাৎপর্যময় মৃত্যুশয্যার সাথে মারা গিয়ে প্রশস্ত ও স্থায়ী এবং মহামর্যাদাময় আখেরাতের দুনিয়ার পথ উন্মোচন হওয়ায় জমিনের মালিক এবং আসমান সমুহের পরিবর্তনের পরাক্রমশালী মা'বুদকে ও তার জামালিয়াতের তজল্লী সমুহকে প্রস্ফুটিত করে তুলে। স্বরণ করিয়ে দিয়ে ঐ সময়কে ইঙ্গিত করে। একইভাবে, এই কায়েনাতের মালিক এবং হাক্বিক্বি রুপকার মহান পালনকর্তা মাবুদ ও মাহবুবে-হাক্বিক্বি ঐ সত্ত্বা হওয়ার ক্ষমতা এমন যে, পূর্ণ দিন শীত ও বসন্ত দুনিয়া ও আখেরাতকে একটি কিতাবের পৃষ্টা সমুহের ন্যায় অতি সহজ সাদ্যভাবে এগুলোকে পরিবর্তন করতে পারেন, লিখতে পারেন,ধ্বংশ করতে পারেন, পরিবর্তন করতে পারেন। এই সবগুলোই থেকে স্পষ্ট হয় কাদিরে-মুতলাক্ব হওয়ার প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্টিত। সুতরাং অসীম অক্ষম, দূর্বল একিসাথে অতি দরিদ্র মুহতাজ পাশাপাশি সীমাহীন ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোনে জুলুমে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবার তার সাথে সীমাহীন দূর্ঘটনাবলীর মধ্যে অগ্রাসিত হওয়া মানুষের রুহ এশার নামাযকে আদায় করার জন্যে উল্ল্যেখতি অর্থে অনুধাবন লক্ষিত এশার বেলায় হযরত ইব্রাহিম আ. এর ন্যায় (আমি অস্ত্রমিত হয় এমন কোন কিছুর ইবাদাত করি না) এভাবে বলে মাবুদে-লাম-ইয়াযাল মাহবুবে-লা-ইয়াযালের একান্ত দরগাহে নামাজের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করত: এবং এই অস্থায়ী দুনিয়াতে ও ক্ষনস্থায়ী জীবনে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে ও আবরনীত ভবিষ্যতে একজন বাক্বিয়ে-সামাদীর সাথে মুনাজাত করে একটি মাত্র টুকরা বিশেষ চিরস্থায়ী সোহবত কয়েকটি মিনিটে এক চিরকালীন জীবনের মধ্যে ব্যক্তির দুনিয়াকে নূরান্নীত করবে, আলোকিত করবে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টিজগতের এবং সুপ্রিয়দের বিচ্ছেদ ও পৃথক হওয়ার থেকে অস্তিত্য লাভকারী দু:খ কষ্টাবলীর প্রতি দয়ার সাগরে নিমজ্জিতকারী রহমানে রাহিমের রহমতের দয়াকে এবং তার প্রদত্ত্ব হেদায়াতের নূরকে দেখে দেখে তার কাছে আশ্রয় আকুতি করবে। তারই ধারাবাহিকতায় সাময়ীকভাবে এই অস্তিত্যকে ভূলে যাওয়া এবং গোপনাকৃত এই দুনিয়াতে এটাকেও ভূলে গিয়ে স্বীয় দু:খ বেদনা সমুহকে ক্বলবে ক্রন্দনরত অবস্থাকল্পে রহমতের দরগাহে প্রবাহিত করে কখন কি হবে কি হবে না, মৃত্যুকে যার তুলনা ঘুমের সাথে এর পূর্বে ইবাদতের শেষ মেশ দায়ীত্বটাকে আদায় করে। দিনপুঞ্জিময় আমলের দফতরে হুসনু-খাতেমার সাথে বন্ধিত করার জন্যে নামাজের মধ্যে একনিষ্টভাবে দাড়ানো যেন এলাহীর নেয়ামত সমুহের আত্মপ্রকাশের এক মুহূর্ত স্বরুপ। মানুষের রুহ যে ঐ দিনের চালিয়ে যাওয়া কর্মব্যস্থতার ক্রান্তিকর কষ্ট থেকে সাময়ীকভাবে রক্ষা করত, ঐ গাফলত অলসতার দৃষ্টিতে সতেজতায় নিয়ে আসতে ঐ অর্থহীন অস্থায়ী বস্তু সমুহের তরে ব্যস্থতা থেকে বের হয়ে কাইয়ুমে-বাক্বী হওয়া মহান মুনয়ীমে-হাক্বিক্বি আল্লাহর দরগাহে উপস্থিত হয়ে নিজেকে তার কুদরতী হাতে সোপর্দ করত: সমস্ত নেয়ামত সমূহের প্রতি শুকরিয়া ও প্রসংশা আদায় করত: তার কাছে সাহায্য অন্বেষন করা এবং তার বড়ত্ব ও মহত্বের সম্মুখে রুকুর মাধ্যমে স্বীয় অক্ষমতাকে প্রকাশ এবং বে-হিসাব তার কামাল ও বে-মিছাল তার মহাসৌন্দর্যতার সামনে সিজদা করে সবকিছু জলাঞ্জলী দিয়ে ও একান্ত ভালবাসার সাথে স্বীয় ত্রুটি সমুহের প্রতি অর্জিত হওয়ার ব্যাপারকে ঘোষণা করার অর্থ হল জোহরের নামাজকে আদায় করা। কতইনা সুন্দর, কতইনা আনন্দকর, কতইনা আবশ্যকীয় এবং মুনাছিব এই কাজটিকে সম্পুর্ণ করা যদি কেউ না বুঝে তাহলে সে মানুষ নহে।

আসরের ওয়াক্তকে যদি চিন্তা করি এটা হল এমন সময় যা যেমনটি বসন্তের ভারাক্রান্ত ঋতুকে এবং বয়স্কচাপের চিন্তিত অবস্থা সমুহকে এবং শেষ যামানার অশান্ত মৌসুমের দিকে ইঙ্গিত করে মনে করিয়ে স্বরণ

করিয়ে দেয়। তেমনী প্রতিদিনে ফলভোগের কর্মব্যস্ততার এক সময়ও একিভাবে, দিনের পরিশ্রমের তরে বাস্তব হওয়া সুস্থতা ও সালামতীর এবং উত্তম খেদমতের ন্যায় এলাহীর নেয়ামতসমুহের একটি মাহান সারাংশ এর আকৃতি ধারনকারী সময় এই আসরের ওয়াক্ত। তারই সাথে এই প্রচন্ড সূর্যের তাপের অস্তমিত হওয়ার ইশারার দ্বারা মানুষ এক মুছাফির ও এক অফিসার স্বরুপ এবং সবকিছুতে অতিক্রম কারী এক সিদ্ধান্তহীন সৃষ্টি হওয়াতে ঘোষণা কারার মাহাত্মপূর্ণ এক সময় এটা। যাইহোক গোলামীতে ইচ্ছে কারী এবং গোলামীর জন্যে সৃষ্টি হওয়া এই মানুষ এবং মালিকের করুনার কাছে অবনত হওয়া এবং কোন কিছুর হারিয়ে যাওয়া থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী এই মানুষের রুহ সমগ্র ক্ষনস্থায়ী ইচ্ছা ভালবাসার পরিবর্তে একজন মাহবুব এবং মাবুদে হাক্বিক্বি এর এবং সমস্ত ভিক্ষাবৃত্তি কৃত অক্ষমতা সমূহের পরিবর্তে একজন কাদিরে কারিমের এবং সার্বিক হেনস্থাকারী ক্ষতিকর সমূহ থেকে সংরক্ষিত হওয়ার জন্যে একজন হাফিজে রাহিমের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সঙ্গে সঙ্গে সুরায়ে ফাতিহা দ্বারা নামাজকে শুরু করা, অর্থাৎ কোন কিছুই কাজে না আসা বা অস্তিত্যবান উপকারে অসম্পূর্ণ হওয়া দৃষ্টিতে ফীকির মাখলুক সমুহের কাছে প্রসংশা ও হাত পাতার পরিবর্তে একজন কামিলে মুতলাক্ব ও গনীয়ে মুতলাক এবং রহিমে কারীম হওয়া রাব্বুল আলামীনের প্রসংশা ও গুনকীর্তন করা একইভাবে ایاك نعبد (কেবল তোমরই ইবাদাত করি) উল্ল্যেখ করার মাধ্যমে নিজের তরক্বী অর্জন করা অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র এক সৃষ্টি আমি আপনি রবের সম্মুখে তুচ্ছ আমি কিছুই নই, এমন মানোভাবের সাথে সাথে আযাল ও আবাদ হাওয়া কেয়ামত দিনের মালিকের প্রতি নিজেকে আবদ্ধ করে এই কায়েনাতের উপাদেয় এক মুছাফির এবং মহামুল্যবান এক দায়ীত্বে কর্তব্যরত উপলক্ষে প্রবেশ করে ایاك نعبد و ایاك نستعین বলে সমগ্র মাখলুকাতের নামে তার প্রতি ভূমিকা পালন করা তারই সাথে اهدنا الصراط المستقیم (আমাদেরকে সরল সঠিক পথে পথ প্রদর্শন করেন) একথা বলার দ্বারা ভবিষ্যৎকালীন অদেখা অন্ধকারচ্ছন্নতার মধ্যে চিরসৌভাগ্য পথে হওয়া নূরানী পথের পথিক হওয়া সোজা পথের হেদায়াত অন্বেষন করা পাশাপাশি এখন উপস্থিত তরুলতা প্রাণীজগৎ এর ন্যায় লোকায়ীত সূর্য সমুহ হুসিয়ার নক্ষত্র সমুহ একেকটি ব্যক্তির তুলনার আওতাভুক্ত হওয়ার হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং এই মুছাফির খানার দুনিয়াতে একেকটি বাতি ও খাদিমদার হওয়া ঐ সত্ত্বা যিনি যাতে জুল জালালের বড়ত্ব কে চিন্তা করত: আল্লাহ আকবার বলে রুকুতে গিয়ে অবনত হওয়া একি সাথে সমস্ত মাখলুকাতের সিজদায়ে কিবরিয়াকে কল্পন করত: অর্থাৎ এই রাত্রিতে উপস্থিত মাখলুকাতের প্রত্যেক বছরে প্রত্যেক যোগের ভীন্নমুখী সৃষ্টিকুলের এমনকি জমিন ও বিশ্ব একেকটি সু-পরিবেশিত সৈন্য এমনকি একেকজন আনুগত্যকারী ব্যক্তির ন্যায় দুনিয়ার ইবাদাতের দায়িত্ব থেকে كن فیكن হুকুমের সাথে আনুগত্যতা স্বীকার করে অর্থাৎ অদৃশ্য আলমে প্রেরণ করা হয়েছে এমন সময়ে, চূড়ান্ত পরিবেশনার সাথে অদৃশ্য বিচ্ছেদীত জায়নামাজের সিজদাতে আল্লাহু আকবার বলে যে আনত নয়নের সিজদা সমুহ হয় ঐ একনিষ্ট সিজদা করা আবার كن فیكن এর নির্দেশের পরে আগত জীবীত হওয়ার আওয়াজ যা সতর্কবাণীর সাথে নতুন করে গ্রীষ্মের তুলনায় একই রকম আবার হাসরের তুলনার ন্যায় জীবীত হয়ে দাড়ানো মাওলার খেদমতের একনিষ্টতার উপস্থাপনের ন্যায় এই মানব রুপি যারা আছে, তাদের প্রতি নিয়্যত স্বরুপ ঐ রাহমানে যুল-কামালের ঐ রহিমে যুল জালালের সুমহান দরগাতে উপস্থিত হয়ে, একান্ত মায়ামমতাময় এক ভালবাসা চিরকালীন সুমহান দরবারে অপরাধীর একাগ্রতা একান্ত অবনত পরায়ন গোলামীর মধ্যে আল্লাহু আকবার বলে তার কুদরতী পায়ে সিজদায় যাওয়া। অর্থাৎ এক প্রকার মেরাজে যাওয়া এমনটি এক নামাজ যা এশার নামাজকে আদায় করা এমন অবস্থার সৃষ্টিকরন কতইনা সুখের, কতইনা আনন্দের, কতইনা স্নেহপরায়ন, কতইনা উচ্চ মাকাম, কতইনা প্রিয় ও স্বাদের, কতইনা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন এবং মুনাছিব এক দায়িত্ব এক খেদমত গুলোর একটি একান্ত হাক্বিক্বাত ও বাস্তবতা হওয়াটা নি:সন্দেহে বুঝতে পেরেছ। অর্থাৎ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়

প্রত্যেকটি একেকটি মহান ইনক্বিলাবের ইশারা স্বরুপ এবং মহান পালনকর্তার পরিমার্যিত কর্মশালার নির্দেশনা ও এলাহীর সার্বজনীন নেয়ামত সমুহের নিদর্শনাবলী হওয়া থেকে ঋণ ও জিম্মাদারী হওয়া ফরজ নামাজের ঐ সময় সমুহ এবং বিশেষায়ন সীমাহীন হিকমতে ভরপুর। রেফঃ সোজলার ৪০

নামাজ

মনে কুমন্ত্রণা (দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে)

প্রথম প্রসঙ্গ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (নিসা ১০৩)

এক সময় বয়স, দেহ, স্থর এবং এর ক্ষেত্রে বড় এক ব্যক্তিত্য আমাকে বলিলেন যে, নামাজ ভাল, কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ বার করে পড়া বেশী হয়ে যায়। বেশী হওয়ায় (শেষ না হওয়ায়) বিরক্তি প্রদান করছে।

ঐ ব্যক্তিত্যের কথার পর লম্বাকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে, স্বীয় কথা শুনলাম, শ্রবণ করলাম যে, একই কথা আমার মন ও বলছে এবং তাহাকে লক্ষ করলাম, দেখলাম যে, অলসতার কর্ণের দ্বারা শয়তান থেকে একই শিক্ষা গ্রহণ করছে। ঐ সময় বুঝলাম যে; ঐ ব্যক্তির কথা, সমস্ত নফসে আম্মারার প্রবঞ্চনায় বলেছে, নতুবা বলানো হয়েছে। ঐ সময় আমি ও বলিলাম যে, যেহেতু আমার নফস ও আম্মারামুখী, স্বীয় নফসকে যে পরিচ্ছন্ন করে নাই সে অন্যের নফসকে বিশুদ্ধ করতে পারে না, আর যেহেতু বিষয় এ রকম তাই আমার নফস থেকে শুরুটা করলাম।

বলিলাম যে, হে নফস! মিশ্র মুর্খতার মধ্যে, অলসতার পালঙ্গে অবহেলিত ঘুমে তোমার বলা এই কথার ঠিক বিপরীতে পাঁচটি সতর্কীকরণ হিকমাহ আমার কাছ থেকে শুন----

প্রথম সতর্কীকরণঃ- হে আমার দূর্ভ্যাগা অন্তর! আসলে কি তোমার এই জিন্দেগী চিরস্থায়ী! তোমার কাছে কি কোন অকাঠ্য প্রমাণ রয়েছে যে, আগামী বছর পর্যন্ত বরং আগামীকাল পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে। আসলে তোমাকে নামায থেকে বিরক্তি প্রদানকারী হল "চিরকালীন কুমন্ত্রণা। মনোবাসনার জন্যে তুমি এই দুনিয়ায় চিরকালীন অবস্থান করবে মনে করার ন্যায় ঢং তামাসা করচ্ছ। যদি তুমি বুঝতে পারতে যে, তোমার হায়াত অতি অল্প, পাশাপাশি অনর্থক, শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে অবশ্যই এই হায়াতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্য থেকে এক ঘন্টা যা মৌলিক এক চিরস্থায়ী হায়াতের সুখের মাধ্যম হবে এমন সুন্দর, আনন্দময়, স্বাভাবিক, রহমতপূর্ণ এক খেদমতে খরচ করতে; এবং বলতে যে, ক্লান্তি এখানে থাকুক, খেদমত আমার আসল কাজ। আর এই

নামাজের এক ঘন্টা আমার জন্যে নিশ্চিত এক আকাংক্ষা এক আনন্দময় এক আগ্রহের উদ্দীপনার তরে মাধ্যম হবে----

দ্বিতীয় সতর্কবার্তাঃ হে আমার খাবার লোভী নফস। তুমিতো আসলে প্রতিদিন নিয়মিত খাবার খাও, পানি পান কর, বাতাস থেকে শ্বাস নেও? কিন্তু তোমাকে এগুলো বিরক্তি প্রদান করে কি! তাই নয় কি? যেহেতু বিরক্ত করে না; বরং প্রয়োজন বারবার কৃত হওয়াতে বিরক্ত নহে বরং আরও স্বাদ ভোগ করচ্ছ। আর যদি এমনটি হয়; তাহলে আমার দেহের কোটায় তোমার ন্যায় অন্যান্য বন্ধুগণ হওয়া অঙ্গাবলির থেকে অন্তরের ও রূহের খাবার প্রয়োজন। যা আমার আত্মার চিরকালীন পানীয় এবং মহান রবের নিরাময়ী কোমল সুমিষ্ট বাতাসকে টানা এবং আনাকারী নামায ও তোমাকে বিরক্ত করার কথা নয়। হাঁ, অসংখ্য দুঃখ ও কষ্টের তরে প্রস্তাবনা ও ক্লিষ্ট এবং অসীম আনন্দসমূহ ও প্রত্যাশাসমূহ বিমুগ্ধ ও সম্মোহিত এক অন্তরের খাবার (যিকির) ও ক্ষমতা (ঈমান) দরকার; যা সবকিছুতে ক্ষমতাবান এক রহিমে-কারীমের দরজাকে নামাজ-নিয়াজের মাধ্যমে হিকমতপূর্ন চুরির দ্বারা হাতে অর্জিত হয়। হাঁ, এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে চমৎকার দ্রুত গতিতে বিচ্ছেদের ফরিয়াদ শেষ হওয়া, গত হওয়া অধিকাংশ সৃষ্টিসমূহের সাথে সংশ্লিষ্টপূর্ণ একটি আত্মার সম্পর্ক যদি চিরস্থায়ী পানীয় হয়; তাহলে সবকিছুর পরিবর্তে এক চিরঞ্জীব মা'বুদের এক সীমাহীন ভালবাসার রহমতের চক্ষুদ্বারের সাথে নামাজের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করত; পান করা যেতে পারে। হাঁ, স্বভাবসুলভ চিরকালকে ইচ্ছুক এবং চিরকালের জন্যে সৃষ্টি হওয়া মানব; এমনকি সময় সীমাবদ্ধহীন ও চিরঞ্জীব এক সত্বার দপর্ন হওয়া এবং অসংখ্য মাত্রায় অমায়িক শালীনতার সাথে পাওয়া সচেতনতামূলক এক মানবিক রহস্য নূরময়ী এক রাব্বানী কৃপার প্রতি মানুষের এই গাফলতি, পীড়াদায়ক সমস্যাময়ী সাময়িক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং শ্বাসরোধী হওয়া দুনিয়ার অবস্থা সমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অতিমাত্রায় মুখাপেক্ষীর বিপরীত কেবল নামাযের জানালার দ্বারা চিরস্থায়ী আত্মার পানীয় অর্জন করতে পারা সম্ভব।

তৃতীয় সতর্কবার্তাঃ হে ধৈর্যহীন, আমার নফস। আসলে বিগত দিনগুলোর ইবাদতের কষ্টাবলী এবং নামাজের জটিলতা ও মুসিবতের যন্ত্রণা আজকে চিন্তা-করত: অস্থির হওয়াটা, একইভাবে আগত দিনগুলোর এবাদতের কর্তব্যকে ও নামাজের উপাসনাকে এবং মুসিবতের কষ্টাবলীকে আজকে কল্পনা করতঃ অধৈর্যতার পরিচয় দেওয়াটা কোন ভাবে কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? এই অবৈধতার উদাহরণ এ রকম এক কামান্ডারের ন্যায় হয় যে,

দুশমনকে ডান দিক থেকে প্রতিহত করার লক্ষে সমস্থ সৈন্য বাহিনিকে ঐ দিকে পাটিয়ে দেওয়াটা তার জন্যে সতেজ এক শক্তি হওয়ার অবস্থায়; সে তামাম গুরূত্বপূর্ণ শক্তিকে ডান দিকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যে দিকে এত দুশমন নেই, কিন্তু মধ্যভাগ (ক্ষেন্দ্র) দূর্বল হয়ে যায়। একই ভাবে বাম দিকে দুশমনের কোন সৈন্য নহে এমতাবস্থায়ও দুশমন এখনও আসে নাই ঐ দিকে ঠিক তখন বড় আরেক শক্তি ঐ বামদিকে পাঠায়, পরে "বোমা নিক্ষেপ কর আদেশ প্রদান করে, ক্ষেন্দ্রকে সমস্ত শক্তি থেকে দূর্বল করত দুর্বল রেখে দেয় । আর দুশমন মূল ক্ষেন্দ্র খালি বিষয়টা বুঝতে পেরে কামান্ডারের যন্ত্রকে নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়, চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলে । হাঁ, তুমি ও এর মত মিলে যাচ্ছ।

কেননা বিগত, দিন সমূহের কষ্ট সমূহ আজকে রহমতে রূপান্তরিত হয়েছে, কষ্টাবলী চলে গিয়েছে, কেবল মজাই রয়ে গিয়েছে, যন্ত্রণা অলৌকিক কারামতে জড়িয়ে গিয়েছে, এবং দুঃখ বেদনা সওয়াবে পরিবর্তিত হয়ে

গিয়েছে। আর যদি এমনটি বাস্তবতা হয়; তাহলে তাহা থেকে বিরক্তবোধ করা নহে বরং নতুন এক আগ্রহ সতেজ এক চাহিদা এবং ধারাবাহিকতায় নিশ্চিত এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা জরুরী। আগামীর দিনগুলো আমি চিন্তা করা উচিৎ, মূলত এখন ও ঐদিনগুলো আসে নাই। তাই এখন থেকে দুশ্চিন্তা করত: বিরক্তিবোধ করা এবং অবসন্নতা নিয়ে আসাটা একইভাবে ঐ দিনগুলোতে ক্ষুধার্ত ও পানি শূন্যতার ন্যায় দুশ্চিন্তা গ্রস্থতার সাথে আজকে চিকিৎসা করার ন্যায় এক পাগলামী বৈ কিছু নহে। যেহেতু বাস্তবতা এই রকম, যদি তুমি বুদ্ধিমান হও, তাহলে এবাদতের ক্ষেত্রে শুধু আজকেই আজকেরটা চিন্তা কর, এর এক ঘন্টার মূল্য অনেক বড়, তার যন্ত্রণা অনেক কম, খুশি ও আনন্দ এবং উচ্চ এক খেদমতে আমি খরচ করছি এমনটি বল। ঐ সময় তোমার তিক্ত এক অবসাদ মিষ্ট এক প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হবে।

সুতরাং হে আমার ধৈর্যহীন অন্তর! তোমার দায়িত্ব তিনটি একঃ এবাদত এর ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। দুইঃ গুনাহের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। তিনঃ মসিবতের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা। যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তাহলে এই তিনটা সতর্কবার্তার উদাহরণকে দেখানো হাকিকাত সমূহের প্রতি অনুসারী হও। পুরুষত্ত ধাপটে বল যে, "ইয়া সাবুর" আর এই তিনটি ধৈর্যক্ষমতাকে কাজে লাগাও, তোমার কাদে নাও। জনাবে হকআল্লাহ্‌র গণ্যকৃত ধৈর্য ক্ষমতাকে যদি ভূল পথে ব্যবহার না কর তাহলে তা প্রত্যেক যন্ত্রণা, কষ্টময় সমস্যাবলীতে যথেষ্ট হতে পারে এবং ক্ষমতার সাথে বিজয় অর্জন করতে পারে..........

চতুর্থ সতর্কবার্তাঃ হে ভবগুরে দুষ্ট নফস আমার! আসলে এই এবাদাতের কর্মকান্ডগুলো কি ফলবিহীন? এর প্রতিমূল্য অল্প নাকি যা তোমাকে বিরক্ত প্রদান করছে? অথচ কোন লোক যদি তোমাকে অল্প কিছু টাকা দেয় অথবা তোমায় যদি ভয় দেখায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে কাজে খাটাতে পারে এবং রশিদবিহীন, ত্রুটিহীন তুমি কাজ করবে। না জানি এই মুছাফিরখানা দুনিয়ার অভাব ও দরিদ্র অন্তরের খাবার ও ধন এবং অবশ্যই এক ঘর হওয়া কবরে রূটি ও আলো এবং সর্বাবস্থায় বিচারালয় হওয়া হাসরে, ছনদ ও ত্রুটিবিহীনতার সার্টিফিকেট এবং চাওয়া না চাওয়ায় আসে যায় না পাড়ি দিতেই হবে পুলসিরাত, নূর ও বুরাক হবে যে নামায, এগুলো ফলহীন নাকি না তার মূল্য খুবই কম? কোন লোক যদি তোমাকে একশত টাকার কোন উপঢৌকন দেওয়ার ওয়াদা করে তোমাকে একশত দিন কাজ করাবে। যে মানুষটা ওয়াদার খেলাফও করতে পারে অথচ তুমি তাহাকে বিশ্বাস কর, তার সাথে ত্রুটিবিহীন কর্ম চালিয়ে যাও। আর যেখানে ওয়াদার খেলাপি করা অসম্ভব এমন সত্বার জান্নাতের ন্যায় এক প্রতিদান এবং চির সৌভাগ্যবানদের ন্যায় এক উপঢৌকন তোমাকে যদি ওয়াদা করেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব সুন্দর এক কর্মে তোমাকে যদি তিনি ব্যবহার করেন তাহলে যদি তুমি তাহাকে গ্রহণ না কর বা না চাও, অনেক কষ্ট করার ন্যায় ও বিরক্তের ন্যায়, অর্ধাংশের সম্মত, খেদমতের সাথে তার ওয়াদাকৃতের মধ্যে বিপরীত অভিযোগ ও তার উপহারকে যদি তুমি পাতলা মনে কর, তাহলে খুবই কঠোরতার ন্যায় এক ভদ্র আচরণ, এ জটিলতার ন্যায় এক শাস্তির প্রতিস্ফলন এর যোগ্য তুমি যে হবেই এটাকি মোটেও ভাবচ্ছ না? এই দুনিয়ায় জেলখানার ভয়ে সর্বোচ্চ ভারী কর্ম ভূলবিহীন করতে ও করার অবস্থায় জাহান্নামের ন্যায় চিরকালীন জেলখানার ভয়, চূড়ান্ত ও আনন্দময় এক কর্মের জন্যে তোমার মন তোমাকে প্রচেষ্টায় উৎসাহ কি করচ্ছে না?

পঞ্চম সতর্কবার্তাঃ হে আমার দুনিয়ালোভী আন্তর! আসলে এবাদাতের ভূলের এবং নামাযের ত্রুটির মূল-কারণ দুনিয়ার ব্যস্থতার থেকে নাকি খাবার দাবারের বন্দোবস্তের ব্যবস্থার সাথে সময় না পাওয়ার থেকে? মূলত: কেবল দুনিয়ার জন্যে তোমাকে কি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সকল সময় দুনিয়ার তরে খরচ করছ! তুমি যোগ্যতার

দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের থেকে মর্যাদাবান হওয়াতে এবং দুনিয়ার হায়াতের প্রয়োজনীয়তাকে সংশোধনী সামর্থ্যের বিবেচনায় একটি চড়ুই পাখির জীবনযাপনকে অতিক্রম করতে না পারাটা তোমার ভাল করে জানা। তাই এর থেকে কেন তুমি বুঝতে পারচ্ছ না যে, তোমার আসল কার্যক্রম দুনিয়াতে প্রাণীর মত নহে! বরং মৌলিক এক মানুষের মত মৌলিক এক চিরাচরিত হায়াতের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর সাথে তোমার উল্লেখিত দুনিয়ার ব্যস্থতা আসলে বেশির ভাগই তোমার সাথে সম্পর্কিত নহে এবং অর্থহীন এক পদ্ধতিতে তোমার জড়ানো ও জড়িত হওয়াটা সবই এক অপ্রয়োজনীয় ব্যস্থতা ছাড়া কিছুই নহে। তোমার চূড়ান্ত প্রয়োজনকে ছেড়ে দিয়ে ব্যহত: হাজার হাজার বছর হায়াত রয়েছে মনে করে এক অনর্থক তথ্যাবলীর সাথে স্বীয় মূল্যবান সময় অতিবাহিত করছ।

যেমন: শনিগ্রহের চারপাশের সৃষ্টি সমূহের অবস্থা কি রকম এবং আমেরিকার মোরগের দাম কত? এই জাতীয় অনর্থক বস্তু সমূহের সাথে মূল্যবান সময়কে অপচয় করছ। বাহ্যত; জ্যোতিরবিদ্যা ও পরিসংখ্যাবিদ্যা থেকে এক যোগ্যতা গ্রহণ করছ।----

যদি তুমি বল যে, "আমাকে নামায ও এবাদত থেকে ক্লান্তি ও ত্রুটিময়কারী ঐ রকম অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদী নহে বরং জীবন জীবিকার একান্ত জরূরী ব্যস্থতা এমনটি করাচ্ছে। "যদি এমনটি হয় তাহলে আমি ও তোমাকে বলি যে, যদি, তুমি এক টাকার দিন মজুরী হিসেবে কাজ কর; তারপর কেউ একজন আসল তোমাকে যদি বলে আস, দশ মিনিট পরিমাণ সময় এখানে খনন কাজ কর একশত টাকার মূল্যের একটি উজ্জলহীরা এবং একটি মরকত মনি পাবে। তুমি তাহাকে, না আসব না। কেননা আমার দশ পয়সা দিন মজুরী থেকে কাটা হবে। আমার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে অল্প হবে, এমনটি যদি বল তাহলে কি পরিমাণ এক পাগলামী-পূর্ণ, বাহানা হবে ভাল করে তুমি জান, একিভাবে এই রকম, তুমি এই বাগানে একান্ত জরূরী কাজে ব্যস্থ রয়েছ। যদি ফরজ নামায ছেড়ে দাও, তাহলে সমস্ত তোমারকৃত ফলাদী কেবল দুনিয়াবী ও অহেতুক ও বরকতহীন এক নিত্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। যতি তুমি আরাম ও বিশ্রামের সময়কালে রূহের আরামে ও অন্তরের বিশ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া নামাযে সময় অতিবাহিত কর ঐ সময় দুনিয়ার প্রয়োজন বিষয়াদীর সাথে বরকতময় হওয়ার পাশাপাশি আখেরাতের প্রয়োজনাদির এবং আখেরাতের প্রস্তুতির গুরূত্বপূর্ণ এক ঝরণা হওয়া দুটি আধ্যাত্মিক উৎস তুমি অর্জন করবে।

প্রথম ঝর্ণাঃ সমস্ত বাগানের **(ব্যাখ্যা) -** (এই স্থানটি, একটি বাগানে এক ব্যক্তিত্বকে পাঠদান হিসেবে ছিল, তাই এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। উৎপাদিত চাই তাহা ফুল হোক ফল হোক প্রত্যেক লতাপাতার প্রত্যেক বৃক্ষের তাসবিহ সমূহ থেকে বিশুদ্ধ এক নিয়তের সাথে এক অংশের অধিকারী তুমি হচ্ছ।

দ্বিতীয় ঝর্ণাঃ এমনকি ঐ বাগিচা থেকে বের হওয়া ফসলাদী যেই খায় না কেন, প্রাণী হোক বা মানুষ হোক, গরূ হোক বা মশা-মাছি হোক, ক্রেতা হোক বা চুর হোক তোমার একটি সাদকার অংশ থাকবেই। কিন্তু শর্ত হল যে, তুমি আসল রিযিকদাতার নামে এবং অনুমতির ধারপ্রান্তে যেন খরচ কর, এবং তার মাল তার মাখলুকাতকে দানকারী এক কর্মরত দায়িত্বশীলতার দৃষ্টিতে নিজেকে দেখ। সুতরাং দেখুন, নামাযকে তরককারী ব্যক্তি, কি পরিমাণ বড় ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কি পরিমাণ গুরূত্বপূর্ণ খনী হারায় এবং প্রচেষ্টায় অনেক বড় এক চেতনা প্রদানকারী এবং আসলে বড় এক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে অর্জনকারী ঐ দুটি ফলাফল থেকে ও এই দুটি খনী থেকে, বঞ্চিত থাকে। দেউলিয়াগ্রস্থ হয়। অথচ বয়স বাড়লেই বাগানগীরী থেকে বিরক্তবোধ করে, আগ্রহ শূন্যতায় চলে আসে "আমার কি আসে যায়, বলে। আমি এমনিতেই দুনিয়া থেকে

চলে যাচ্ছি। এই পরিমাণ কষ্ট করা, যন্ত্রণা আমি কেন গ্রহণ করব এভাবে বলে নিজেকে অলসতায় নিক্ষেপ করবে। কিন্তু প্রথম লোকটি বলে যে, আরও বেশী এবাদাতের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাব। যাতে করে আমার কবরে আরও বেশী আলো পাঠাতে পারব। আমার আখেরাতের জন্যে আরও বেশী খাবার প্রস্তুত করব। মোটকথা = হে আমার নফস! জেনে রাখ যে, গতকালের দিনটি তোমার হাত থেকে চলে গেছে। আর যদি আগামী কালের কথা বলি, এটাও তো নিশ্চয়তাহীন যে, আগামীকালের মালিক তুমি নও। আর যেহেতু এরকমই সবকিছু,তাই আসল হায়াত হিসেবে আজকে মনে কর। নিম্নের পক্ষে একদিনে এক ঘন্টা সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ন্যায়, আসল ভবিষ্যতের জন্যে কৃত হওয়া এক আখেরাতের বাক্সে হওয়া এক মসজিদ নতুবা জায়নামাজে ব্যয় কর। আরও তুমি জানো হে আমার নফস। প্রত্যেক নতুন দিন তোমায় ও সবার তরে একটি নতুন দুনিয়ার দরজা স্বরূপ। আর যদি তুমি নামায না পড়, তাহলে তোমার ঐ দিনের দুনিয়াটা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং পেরেশানী এক অবস্থায় চলে যাবে। তোমার বিপরীত আলমে-মিছালে সাক্ষী প্রদান করবে, যদিও প্রত্যেকের প্রতিদিনে, এই ধরায় এক বিশেষ ধরা রয়েছে। এবং ঐ ধরার চাল-চলন, ঐ ব্যক্তির অন্তরে এবং তার আমলের প্রতি অনুগামী। যেমনটি আয়নার মধ্যে দেখা যায় চমৎকার এক প্রাসাদ আয়নার রঙের প্রতি থাকায়, আর এই কাঁচের শিশেটি যদি সোজা-সাজা হয় তাহলে প্রাসাদকে সুন্দর দেখায়। আর সোজা-সাপটা না হলে অসুন্দর দেখায়। সর্বোচ্চ অমার্জিত বস্তুকে করা এর ন্যায় দেখানোর উদাহরণ তুমি অন্তর, জ্ঞান, কর্ম, সৎ-ইচ্ছা, তোমার স্বীয় দুনিয়ার রূপে পরিবর্তন করতে পারো। হয় এর উপর বা বাহিরে সাক্ষী তৈরী করতে পারো। যদি নামায আদায় কর এই নামাযের সাথে ঐ দুনিয়ার মালিক যুল-জালালের প্রতি আকর্ষিত যদি হও; তাহলে তোমাকে লক্ষকারী দুনিয়া নুরান্নীত করবে। সাধারণত; নামায একটি ইলেট্রিক বাতি ও নামাযে তোমার নিয়ত তার সুইচ টিপ দেওয়ার ন্যায় ঐ দুনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে বিলীন করে এবং চূড়মারকৃত দুনিয়াদারীয়্যাতের জগাখিচুড়ী পেরেশানীতার মধ্যকার পরিবর্তনীয় ও নড়াচড়াকৃত হিকমতপূর্ণ এক ব্যবস্থাপনা এবং অর্থবহ এক কুদরতের কিতাব হওয়াটা প্রদর্শন করে। (اَللهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ) আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের জ্যোতি (নুর ৩৫) আলোচ্য আয়াতে পূর্ণাঙ্গ রূপে চাকচিক্যময় থেকে এক আলো যা তোমার অন্তরে বিস্তার করে ও তোমার ঐ দুনিয়ার দিনকে ঐ নূরের প্রতিফলের সাথে নুরান্নিত হয়। তোমার মধ্যে নুরানিয়্যাতের সাথে শাহাদাত, সাক্ষী স্বরূপ উপস্থাপন করিয়ে দেয়।

কখনও বলনা, আমার নামায কোথায়, এই নামাযের হাকিকাত কোথায়? যদি একটি খেজুরের বিচি, একটি খেজুর গাছের ন্যায়, স্বীয় গাছকে গুণে গুনান্নীত করে প্রকাশ করে। পার্থক্য, কেবল সংক্ষেপন ও বিশেষণ এর সাথে হওয়ার ন্যায়, তোমার ও আমার ন্যায় এক গ্রাম্যের যদিও অনুভব না হয় নামায বড় এক অলীর নামাযের ন্যায় এই নুর থেকে এক অংশ রয়েছে। এই হাকিকাত থেকে একটি রহস্য রয়েছে বঠে, যদিও বুদ্ধিমত্তায় সম্পর্ক না-ও থাকে, কিন্তু স্থরের বিবেচনায় উন্মোচন ও আলোকিত হওয়ার সম্পর্ক পৃথক পৃথক । যেমন একটি খেজুর বিচির থেকে সুদূর এক খেজুরের বৃক্ষের পর্যন্ত কি পরিমাণ স্থর পাওয়া যায়। একিভাবে নামাজের স্থর সমূহের মধ্যে ও আরও বেশী রূতবা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সমস্ত ঐ রূতবা সমূহে ঐ নুরানী হাকিকাতের ভিত্তি ও পাওয়া যায়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ قَالَ اَلصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

১৪ নং বাণীর শেষ কথা

এই গাফলতে বেষ্টিত এবং এই সাময়িক জীবনকে স্বাদবান মনে করে এবং আখেরাতকে ভুলে, দুনিয়ার প্রতি অন্বেষণ কারী বদবখত আমার নফস! তুমি কি জানো তোমার আচরন কিসের সাথে তুলনীয়? তুমিত ঐ একটি উট পাখির ন্যায় যে শিকারিকে দেখে, সে উড়তে পারছে না; নিজেকে গুপন করার জন্যে তার মাথাকে বালির মধ্যে টুকরিয়ে লোকানোর চেষ্টা করছে, যেন শিকারি ব্যাক্তি তাহাকে দেখতে না পায়। কিন্তু তার মাথা ব্যাতিত যে বিশাল দেহটি রয়েছে তা বাহিরে রয়ে আছে, শিকারি কিন্তু ঠিকই তাহাকে দেখছে। আসলে সে তার মাথাকে বালুর ভিতরে রাখার কারনে সে ঐ শিকারিকে দেখতে পারছে না। ১৪ নং বাণীর শেষ কথা

হে আমার নফস! নিম্নের এই উদাহারনের প্রতি ধ্যান দাও, দেখ; দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, সুমিষ্ট এক স্বাদকে কীভাবে কষ্টকর এক দুর্বিষহে রূপান্তর করে। যেমনঃ এই গ্রামে (বারলায়) দুইজন লোক রয়েছে। একজনের সকল আত্মীয়স্বজন ইস্তানবুলে চলে গিয়েছে। আরামছে তারা ওখানে বাস করচ্ছে। শুধু সে-ই এখানে রয়ে গিয়েছে। সে ও ইস্তানবুলে চলে যাবে। সে ইস্তানবুলে জাওয়ার জন্যেও খুবই আগ্রহী, ওখানে যেতে ভাবচ্ছে। তার কারণ হল সে তার প্রিয়দের সাথে থাকতে চাচ্ছে। যখনই তাহাকে বল না কেন “ ওখানে যাও” হেসে হসে আনন্দের সাথে সে ওখানে যাবে। অন্য দিকে দ্বিতীয় লোকটি, যার নিরান্নব্বইজন আত্মীয় এই গ্রাম থেকে চলে গিয়েছে, কিছু লোকেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর এক অংশ আত্মীয়স্বজন যাদের সাথে না দেখা হয় না তারা তাকে চিন্তা করে এমন কিছু স্থানে বিস্তৃত হয়ে আছে। এক পেরেশানি অবস্থায় তারা ভবগুরে। এই রকম আবস্থা দ্বিতীয় লোকটির স্বজনদের গভীর বিষণ্ণতায় সে চিন্তিত। এই বেচারার অবস্থা সে তার স্বজনদের না পাওয়া বেদনাকে কোন মুসাফিরের সাথে বন্দুভাবাপন্ন হয়ে এক ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করে সান্তনার চেষ্টায় ব্যাকুল। সে শুধু স্বজনদের না পাওয়ার যযন্ত্রনাকে ভুলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এখন হে আমার নফস! প্রথমে হাবিবুল্লাহ, এবং সকল প্রিয়রা, কবরের অপর পার্শে তারা সবাই অবস্থানরত আছেন। আর যারা এক-দুইজন জীবিত রয়েছেন তারা ও চলে যাচ্ছেন। সুতরাং তুমি মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, কবর থেকে ভয় পেয়ে তুমার মাথাকে খামকা ঘুরিয়না। সৎ-সাহসী পুরুষের ন্যায় থাকাও, শুন কবর তুমার থেকে কি চাচ্ছে। ভীতিহীন ভাবে মৃত্যুর দিকে থাকিয়ে হাস, দেখ কি চায়। খবরদার গাফিল হয়ে দ্বিতীয় লোকটির মতো হয়ো না।

হে আমার নফস! এটা বলনা যে “ যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, আধুনিক কালে আমরা আছি, সকলেই দুনিয়ায় ব্যাস্থ, মজা নিচ্ছে। টাকাকড়ি ও জীবন জীবিকায় সবাই ব্যাপৃত, পাগল-পারা”। কিন্তু মনে রেখো মৃত্যু পরিবর্তন হচ্ছে না। সব সময়ের মতো দুনিয়া ত্যাগ করা কিন্তু সচল রয়েছে। মানুষের অক্ষমতা, দরিদ্রতা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না। শুধু বেড়েই চলেছে। মানুষের যাত্রা কিন্তু চলতেই আছে, এমন অবস্থার দ্রুতগামিতা বাড়ছেই বাড়ছে।

এও বলনা যেঃ “ আমিও তো সকলের মতো”। কারণ সবাই তোমার সাথে বড়জোর কবরের পার পর্যন্ত যাবে। সবার সাথে বিপদ-আপদে এক সাথে থাকা মানে যদি সান্তনা হয়, তাহলে এটা নিরেট সত্য যে, কবরের অপর পাশ হল অত্যান্ত ভয়ংকর। এবং নিজেকে বেহুদা সন্দেহ করোনা। যদি এই মুসাফিরখানার দুনিয়ায়

হেকমতের দ্বারা লক্ষ কর; তাহলে কোন কিছুই পরিপাটিহীন, উদ্দেশ্যহীন তুমি দেখতে পাবে না। তাহলে তুমি কীভাবে পরিপাটিহীন, উদ্দেশ্যহীন এখানে থাকতে পারবে? এই দুনিয়ায় ঘটে যাওয়া ভুমিকম্পের ন্যায় ঘটনাবলী এগুলো এমনি এমনিতে হচ্ছে মনে করো না। উদাহরণ স্বরুপ যেমন:- পৃথিবীর বুকে প্রাণী, তরুলতা এর প্রকার সমূহকে পোষাক পরিধান করণ, একে অপরের উপর অবস্থান তৈরী করণ, তাও আবার তাদের মাঝে ভিতরেও বাহিরে এমন বন্দোবস্ত করণ, অতি নিপুণতার সাথে সুসজ্জিত করণ শার্ট সমূহ, নীচ থেকে উপর পর্যন্ত এগুলোর উদ্দেশ্যসমূহকে এদের সুন্দর্যের হিকমত সমূহ তাদের মধ্যে কি সুন্দরভাবে যেন মেশিনের সন্নিবেশন করা এমনটি দেখতে পাওয়া এবং সুনিপুনতার দৃশ্য পূর্ণততার দৃষ্টিতে সারিবদ্ধ করা এই প্রাণীও লতাপাতার ঘোরপাক যা মৌলভীর ঘূর্ণায়ন জিকিরের সাথে তুল্য হয় এমন তথ্য জানার পর কিভাবে তুমি বলতে পার এগুলো কেমনে হচ্ছে, তোমার সামনেই এগুলো বিদ্যমান। অস্থীত্বহীন থেকে আমাকে এই ভূ-মন্ডলে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে কিভাবে তুমি না বুঝার ভান করছে। বিশেষত আহলে ঈমানকে অপছন্দকারী এক প্রকার গাফিল আধুনিকপরায়নদের আধ্যাত্মিক শক্তির মজবুতিতে দূর্বল তার ধরুন প্রকৃতিকে প্রদানকারী এই ভূমিকম্প প্রাকৃতিক মনে করা। (ব্যাখ্যা: এই কথাটি ইজমিরের ভূমিকম্পের প্রতি ঈঙ্গিতবহনে লেখা) এমন অনেক ঘটনা যা মৃত্যুকে সংশ্লিষ্ট করে এমন কথাবার্তা একজন নাস্তিকের আবিষ্কার করা পন্থাকে প্রাকৃতিক বলে মেনে নেওয়া যার কোন ভীতি নেই, এমন দূর্ঘটনা সমূহকে এমনি এমনিতে হচ্ছে বলে ধারণা করে খোদদ্রুহীদের সাহায্য কর্মে অংশ করা তাদের উৎসাহ প্রদর্শন করাটা হল মূল কারণকে অনাকাংখীত গ্রহ কারণ সমূহের প্রতি মনোযোগ দিয়ে নিয়োজিত করে রাখা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এটা এমন কাজ যে অনেক বড় এক ভূল ও অনেক বড় এক জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে যদি ভূমিকম্পের ন্যায় দূর্ঘটনা সমূহকে প্রকৃতিকে বলে বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অবশ্যই এমন ঘটনা সমূহ নিঃসন্দেহে হাকিমে রাহিমের হুকুমের দ্বারা আহলে ঈমানের জন্যে এক অস্থায়ী হেকমতি শিক্ষা তুল্য মাল স্বরুপ ও দুর্দশার কষ্ট সমূহ সাদাকা স্বরুপ স্থায়ী করে তিনি রাখছেন। এবং নেয়ামতের নাশুকরির ফলে এটা এক কাফফারা স্বরুপ রুপান্তর হচ্ছে। যেমনটি একদনি নিশ্চিত আসবে যে, এই দুনিয়ার মোহ হওয়া মানবতার নিদর্শন যা শিরকের সাথে সংযুক্ত এমন চিন্তা ফিকির, অকৃতজ্ঞতা ঐ দিন মহান স্রষ্টার হুকুমে বিশাল এক মহাভূমিকম্পের দ্বারা সমস্ত এই চিত্রসমূহকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে মিটিয়ে দিবে। আল্লাহর হুকুমে আহলে শিরকদের জাহান্নামে পাঠাবে আর আহলে শুকুরদেরকে বলবে “চল জান্নাতে চল”।

(সোজলার ১৬৯)

আল্লাহর মহা নিদর্শন প্রশ্ন উত্তর

এখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যোগ সংশ্লিষ্টতা এসেছে। তার কারণ হল চল্লিশ বছর পূর্বে পুরাতন সাঈদ, এই দারসের মধ্যে প্রবেশ করার আগেই এমন অনুভূতির আদলে রিছালে নূরের চমৎকার দারস সমূহকে ও তার প্রভাব সমূহকে তিনি দেখতে পেরেছিলেন এমনটাই বর্ণনা দিচ্ছেন। এই জন্যে এই প্রশ্ন ও উত্তর এখানে আমরা লিখব। এরকম যে,

অনেকের পক্ষ থেকে যেমন আমাকে তেমনি রিছালে নূর সাথী ভাইদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে,

কেনইবা এত জটিল বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে এবং জেদী দর্শনবাদী দের ও আহলে দালারাতের বিপরীতে রিছালে নূর বিজয়ী হতে পারছে না? মিলিয়ন মিলিয়ন মূল্যবান হাকিকি ঈমানী কিতাব সমূহ ও ইসলামের প্রচার প্রসারের সামনে এক প্রকার বাধা তৈরী করণের অবস্থায়; অশ্লীলতা ও দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মজায় ব্যাস্থ থাকার সাথে অসংখ্য যোবকরা এবং মানুষদেরকে ঈমানের হাকিক্বাত সমূহ থেকে মাহরুম করে রাখার অবস্থায়, সর্ব উচ্চ চাপাচাপি ও গাদ্দারী পন্থায় আচার-আচরণ এমনকি সবচেয়ে বেশী মিথ্যাবাদীতার সাথে ও চালিয়ে রাখা প্রপাগান্ডা সমূহের সাথে রিছালে-নূরকে ভেঙ্গে ফেলতে। মানুষদেরকে রিছালে নূরের সোহবত থেকে দূরে রাখতে ও তিক্তভাবে ভাসিয়ে তুলার এমন অবস্থায়, অন্য কোন কিতাবে দেখতে পাওয়া যায় নাই এমন পদ্ধতিতে এই রিছালে নূরের প্রসার এমনকি বেশীর ভাগই হাতের লেখার সাথে এই প্রচার ছয় হাজার পৃষ্ঠার রিছালে সমূহ থেকে পরিপূর্ণ রুচিও আগ্রহের সাথে আন্তরিকতার সাথে পর্দার আড়ারে প্রচার-প্রসার করা এবং ভিতরে বাহিরে দেশে বিদেশে নীজে এই কিতাব পড়ার চর্চা করার হিকমতটা আসলে কি? কারণটা কি এমনভাবে করার? এমন অনেক পশ্নের উত্তরে আল জওয়াব বলে উত্তর দিচ্ছি

নতুবা রিছালে-নূরের পথ বিপরীত নহে তথা এই জামানার কুফুরি ব্যাকুলতা এবং দ্বীনহীন শাস্ত্র সমূহ থেকে আদিষ্টিত ধোকাবাজি, এমনকি অশ্লীলতার মায়াজাল থেকে আগত চিরুনী জুলুম এর এক রোখামীর ঠিক সম্মুখে মহান রবকে চিনতে পারার পর এবং জাহান্নামের অস্তিত্যের প্রমান পরিষ্কার হওয়ার সাথে ও এই নরকের শাস্তির ভয়ের থেকে আগত বুঝ শক্তি যা মানবতাকে মন্দপথ ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারাটা; এমন বুঝ শক্তি থেকে হয়ত কমপক্ষে ২০ জনের মাঝে একজন লোকের সহিহ বুঝ আসাটা সম্ভব। এই বুঝ বা শিক্ষা ব্যক্তির জীবনে আনয়নের পর ও "মালিকতো মালিকই যিনি গাফুরুররাহিম, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই জাহান্নাম অনেক দূরে" এমনটি বলে শান্তির নীড়ে আশ্রয় নেওয়া এই ব্যক্তি অশ্লীলতায় ব্যস্থ থাকতে পারে? কলব রুহ অনুভূতি সমূহে কি সে পরাজ্জীত হয়?

এই যে উদাহরণের চিত্র দেওয়া হল ঠিক এর ন্যায় ব্যক্তিকে রিছালে-নূর এর বেশীরভাগই তুল্য শিক্ষা সমূহ কুফুর এবং দালারাতের দুনিয়ার যে যন্ত্রণা রয়েছে এবং ভীতিকার ফল সমূহকে প্রদর্শক করে করে সর্বোচ্চ এক ঘোয়ে ও অনাকাংই মন্দ পুষ্ট মানুষদেরকে ও অনৈতিক অনুচিত এই দুনিয়ার ভোর স্বাদ থেকে রক্ষা করে এবং অশ্লীলতা থেকে বিতৃষ্ণা তৈরী করায়ে যাদের অল্প জ্ঞান আছে তাদেরকে তাওবার ন্যায় মেরামতের কাছে নিয়ে এসে পথ দেখায়।

এখন এই তুল্য-শিক্ষা পাওয়ার প্রাথমিক স্থান হল রেছালে নূরের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম বাণী সমূহের ছোট ছোট তুলনা উদাহরণের শিক্ষা সমূহকে এবং ৩২নং বাণীর ৩য় অধ্যায়ের সেই লম্বা প্রদর্শিত শিক্ষা একেবারেই ধ্বংসের কিনারায় চলে যাওয়া মন্দ পথে আকৃষ্ট হওয়া ব্যক্তিকেও এই তুল্য-শিক্ষাগুলো ভুয়ের মধ্যে তাকবানওয়া করছে। তার শিক্ষাকে তার অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে রক্ষা করছে। একটা উদাহরণ দেখি: চলুন কোরআনের

আয়াতের ক্ষেত্রে কল্পনা প্রসূত এক ভ্রমণের চিন্তাফিকির দিয়ে চেষ্টা করি কোরআনে হাকিমের মু'জেযাপূর্ণ সূক্ষতার সাথে হাকিকি এক তাফসির হওয়া এই রিছালে-নূর এই দুনিয়াতে এক অভ্যন্তরীণ জাহান্নামকে ভ্রষ্টতার পথে দেখানোর ন্যায়, ঈমানের মধ্যেও এই দুনিয়াতে আধ্যাত্মীক এক জান্নাতের অস্তিত্বের প্রমাণ দেখাচ্ছে। এবং গুনাহ সমূহের এবং বিলীনতার ও হারামের মধ্যেকার, আধ্যাত্মীক যন্ত্রনার বিষাধ সমূহকে প্রদর্শন করিয়ে নিষ্টতা ও উত্তম আখলাকের আচরণাদীতে এমন কি শরিয়তের হাকিকাত সমূহের আমল সমূহ যা জান্নাতের স্বাদের ন্যায় আভ্যন্তরীন স্বাদ সমূহকে যে অনুভব ভোগ করা যায় তাহা চোখে আঙ্গুল প্রমান করছে এই রিছালে-নূর। এমনভাবে এটা কাজ করে যাচ্ছে যে অশ্লীলতার অনুসারীদের ও ভ্রষ্টপথে পথিকরে এ দৃষ্টিতে যাদের অল্প বুঝ-শক্তি আছে তাদের রক্ষা করছে। তার কারণ এই যামানায় দুটি অবিশ্যাষ্য অবস্থার বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমটি: ফলাফল দেখতে না পাওয়া এই মানব রুচিবোধ, এক দিরহাম উপস্থিত স্বাদকে ছেড়ে আগামীতে আগত বিশাল আকারের এক স্বাদকে প্রাধান্য দেওয়া এই মানব চাহিদা স্বীয় স্বাদ এই স্বাদ এর মধ্যে কষ্টকে নীজের প্রতি প্রদর্শন করে নফসের উপর বিজয় লাভ করাই হল তার সফলতা। আর এটাই হবে আকল ও ফিকিরকে যার পরাজিত করেছেন এমন আহলে সাফাহাত তারা তাদের অনিষ্টকর পাপী পথ থেকে এটাই তাদের বাচার উপায়।

এমনকি দেখুন (আরবি হবে-------------------) তারা তাদের দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী ঐ আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। সূরা ইব্রাহিম-৩। এই আয়াতের ইশারার দ্বারাও বুঝা যায় এই যুগে আখেরাতের হিরার ন্যায় নেয়ামত সমূহকে ও তার স্বাদ সমূহকে জানতে পারার অবস্থায় এই দুনিয়ায় ভেঙ্গে যাবে এমন সুখনামী কাঁচের শিশিকে এ মজবুত আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আহলে ঈমান হওয়া সত্বে ও আহলে দালালাতকে এই দুনিয়ার প্রতি অতি ভালবাসা তার অনুসারী হওয়ার ন্যায় সূক্ষতা থেকে মুক্তি পাওয়া উপায় হল; দুনিয়াতে ও যেন সে জাহান্নামে রয়েছে কষ্টে আছে এমনটি স্বীয় নফসকে দেখিয়ে চলা; এইটাই হচ্ছে চলিত হওয়া এই রিছালে নূরের মাছলাকে বা পথ। যার ব্যাখ্যাটা হাকিকাতের চুড়া দিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা ঈঙ্গিত করব।

এই ইঙ্গিতময় শিক্ষার লম্বা আলোচনাকে যদি কেউ মানতে চান "হিক্কায়ে-গাযেবিয়া" নামীয় কিতাবের শেষের দিকে ২৫৬ থেকে ২৫৯নং পৃষ্ঠাকে দেখতে পারেন। যাই হোক, ইঙ্গিতটা হল ঐ কল্পনার ভ্রমণে, যখনই আমি চিন্তা করলাম ঐ সকল প্রাণী যারা রিযিকের মুহতাজ তখনই বাহ্যিক দর্শনের শাস্ত্র দ্বারা থাকালাম, পরে বুঝলাম সীমাহীন প্রয়োজনের এবং অতিমাত্রার ক্ষুধার যন্ত্রতার সাথে অক্ষমতাও তাদের দূর্বলতা সমূহে ঐ প্রাণবাহী রিযিকের মুহতাজ প্রাণী সমূহ আমায় সীমাহীন ক্ষুধা ও যন্ত্রণাকে ভোগ করতেছে এটা বুঝালো। ঠিক ঐ সময় যখন আহরে দালানের ও গাফিলতের দৃষ্টিতে ঐ প্রাণীদের দিকে থাকালাম এক অস্বাভাবিক ফরিয়াদের মুখোমুখী হলাম।

এরপর কোরআনের হিকমত ও ঈমানের দূবীন দিয়ে যখন থাকালাম, তখন রাহমান নাম রাজ্জাক নামের ঋণের কাছে চমৎকৃত একটি সূর্যের ন্যায় অবতরণ করল। তখন ঐ ক্ষুদার্ত বেচারা প্রাণীদের মাঝে রহমত এবং লাইটের সাথে আলোকিত হল।

পরে প্রাণীদের জগতের মধ্যে তাদের বাচ্ছাদের অক্ষমতা ও দূর্বলতা চিন্তিত দুঃখ ভারাক্রান্ত প্রয়োজন ও মুহতাজীয়ত এমন গভীর অন্ধকারের মধ্যে সকলের দৃষ্টি সেই আবেগাপ্লুত অবস্থায় নাড়া দিবে, এমনি এক আয়মের চিত্রের দিকে থাকালাম। এবং এরই সাথে আহলে দালালাতের দৃষ্টিতে যখন আমি এদের প্রতি লক্ষপাত করলাম তখন বলিলাম হায়রে হায়। ঠিক তখনই ঈমান আমাকে একটি চশমা দিল, এই চশমা দ্বারা দেখলাম বুঝলাম যে, রবের রহিম নামটি সুউচ্চ চূড়ায় আমাকে উজ্জলীত করল। আর এতটাই মহাসুন্দর এবং চমৎকার একটি আকৃতিতে ঐ দুঃখ বেদনাময় প্রাণীদের যন্ত্রণাকে আনন্দময়, সুখী এক দুনিয়ার দিকে রুপান্তর করে আলোর উজ্জলতা প্রস্ফুটিত হল যে; আপত্তি ও ভারাক্রান্ত এবং দুশ্চিন্তা থেকে আগত আমার এই বয়সের চাপে বৃদ্ধাবৃত চক্ষুকে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার স্বাদের থেকে আগত আনন্দ স্ফুটা সমূহে পরিবর্তন করে প্রশান্তি প্রদান করেছে।

এর পরে সিনেমার পর্দার ন্যায মানবের জগতকে আমায় দেখানো হল। তখন ঐ পর্দাকে আহলে দালালের দূর্বীনের কল্পনা শক্তি দিয়ে থাকালাম। তখন ঐ জগতকে দেখলাম যে, এতটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আক্রমণাত্মক যে, তখন একে করেই গভরি থেকে গভীর অন্তর-শক্তি থেকে ফরিয়াদ করলাম, তখন আহ বলিলাম আহ বলার কারণ হল মানুষের মাঝে অবস্থিত চিরস্থায়ী পথে উন্নীত হওয়ার তার সকল আরজ্ঞ সমূহ, আশা আকাংখা সমূহ, এবং সমগ্র কায়েনাতকে বেষ্টিতকারী এই মানুষের কল্পীত চিত্র সমূহ, চিন্তাসমূহ, স্থায়ী ও নশ্বর এবং চিরসুখের পথকে এবং জান্নাতকে অতিমাত্রায় একাগ্রচিত্তে কামনা করা হিম্মত সমূহকে ও প্রাকৃতিক যোগ্যতা সমূহকে এবং প্রকৃতির সীমাকে অস্থাপিতকারী, স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া চিন্তা শক্তি সমূহকে এবং সীমাহীন মাকসাদ সমূহকে আকর্ষিত প্রয়োজনসমূহকে এবং দূর্বলতা ও অক্ষমতার সাথে আক্রমণ সমূহে বাধ্য থাকাটা সীমাহীন মুসিবত ও দুশমনদের সাথে বরাবর অতি সংক্ষিপ্ত এক হায়াত, যা প্রতিদিন এমনকি প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুর সম্মুখে থাকার অস্থায়ী এর আওতায় থাকা, অতি জড়াজীর্ণ এক জীবন, বাঁচার জন্যে অতি পেরেশান এক রুজী রোজগারের মধ্যে ব্যস্থ থাকা কলব, দেহ, মনোভাব, এক যন্ত্রণা এবং এক বিস্ময়কর অবস্থায় বেষ্টিত পরিস্থিতি চলন্ত বিলীনতা এবং নিঃশেষ হওয়া বালা-মুসিবতের চাপকে বহন করার মধ্যে আহলে গাফলতের জন্যে চিরস্থায়ী অন্ধকারাচ্ছন্ন দরজার আকৃতিতে দেখতে পাওয়া কবর ও মাজারের দিকে তারা থাকিয়েই আছে। বাধ্য হয়ে একে একে গ্রুপ গ্রুপ পন্থায় ঐ অন্ধকারের কূপ নিক্ষেপ করতেই আছে।

বলা বাহুল্য, মানবের এই জগতকে এই আধারের মধ্যে যখন এই চিত্র দেখতে পেলাম তখন আমার কলব, রুহ ও আকুলের সাথে সমস্থ মানবিক অনুভূতি, এমনকি সমস্থ দেহের কনা সমূহেগর সেল সমূহের ফরিয়াদের সাথে ক্রন্দনে যখন প্রস্তুত হলাম হঠাৎ করে ক্বোরআন থেকে আগত নূর ও ঈমানের শক্তির দ্বারা ঐ দালালাতের মুর্খতার চশমাকে চুড়মার করে দিল। সাথে মগজে একটি চক্ষুর প্রস্ফুটন হল দেখলাম যে, মহান রবের আদীল নামটি হাকিম নামের চুড়া ঋণী। রহমান নামটি করিম নামের শক্তি সঞ্চারক, রহিম নামটি গাফুর নামের আওতায় তথা অর্থ প্রদানী বাইছ নামটি ওয়ারিছ নামের অনুবাদের অর্থে আবৃত। মুহি নামটি মুহসিন, রব নামটি মালিক নামের পূর্ণদায়ক পন্থায় সূর্যের ন্যায় অবতরণ করল। ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব জগতের মধ্যে অসংখ্য জগতকে পাওয়া যায় এমন সমস্ত আলেমকে আলোকিত করল ওজ্জলীত করল। জাহান্নামী অবস্থা সমূহকে উন্মোচন করে ঐ পেরেশান মানব দুনিয়াকে আলোর দ্বারা নূরান্নীত করছে। যারা তুল্য সমস্ত করেনাতের পরিসংখ্যানে আমি বলিাম "আলহামদুলিল্লা, সমগ্র প্রসংশ মহান আল্লাহর" এবং স্বচক্ষে দেখলাম যে, ঈমানের মধ্যে আধ্যাত্মীক এক জান্নাত এবং ইমানহীনতায় বা দালালাতের মধ্যে প্ররোক্ষ এক জাহান্নাম এই দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। অতি বিশ্বস্থ পন্থায় জালাম।

পরবর্তীতে আমাকে দুনিয়ার এই ভূমিকে দেখানো হল, ঐ কল্পনার ভ্রমণে যা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে দ্বীনের অনুসারী বা হওয়া দর্শন শাস্ত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাস্ত্র সমূহের নীতিমালা সমূহ আমার কল্পনাতে আক্রমণত্মাক এক জগতকে দেখানো হল। ৭০ বার এর চেয়ে আরও বেশি দ্রুতার সাথে পচিশ হাজার বছরের রাস্তার এক দূরত্তে পরিভ্রমণ করে, ঘূর্ণায়নের সময় থেকে ও সার্বক্ষণিক ঘুরপাক ও তার সাথে টুকরা টুকরা না হওয়া যোগ্যতা এবং এর ভিতরকার অবস্থা কম্পিত হওয়া অত্যন্ত দূর্বল ও বয়স্ক হওয়া দেহ ও এই ভূ-মন্ডলের মধ্যে এবং এমন ঐ ভয়ংকর জাহাজের উপর কায়েনাতের সীমাহীন অস্থাবর স্থল সমূহে ভ্রমণকারী বেচারা মানবজাতীর অবস্থা প্রাণীসূলভ এক আধারে দেখা হল, দেখলাম। আমার মাথাটা ঘুরতে বাদ্য হল। আমার চক্ষু আধো আধো হয়ে গেল। ফলসফা বা দর্শনের চশমাকে মাটিতে নিক্ষেপ করলাম, জমিনে ভেঙ্গে গেল। ঠিক এর পরে ক্বোরআনের হিকমতের সাথে আলোকিত হওয়া চক্ষুর দ্বারা থাকালাম। দেখলাম যে,

জমিনের মালিক, আসমান সমূহের মহা ক্ষমতাবান সত্বা, যিনি মহাজ্ঞান, রব আল্লাহ রাব্বুস সামাওয়াত এবং জমিনের মালিক যিনি সূর্যের ঘূর্ণায়ন করণে ওয়ালা এবং চন্দ্রের ও এমন এমন নাম সমূহের আলোসমূহকে রাহমাত, আযমত, রুবুবিয়্যাত এমন নাম সমূহের চুড়া সমূহে অবতরণ করছে। ঐ আধার ও ওহসী, ভয়ংকর জগতকে এমনভাবে উজ্জলীত তারা করছে যে, ঐ পরিস্থিতিতে, আমার ঈমানের চশমা বা চক্ষুর কাছে ভূ-মন্ডল, অতিমাত্রায় সুসজ্জিত, মুসাখ্যার, মুকাম্মল, আনন্দপ্রদ, সিকিউর এর আলো সকলের রিযিকের মধ্যে এক ভ্রমণীয় জাহাজকে এবং নিষ্কলংক, বিশুদ্ধ ও এমন ব্যবসার মধ্যকার আলো বা নূর প্রস্ফুটি ও সতেজ হয় এবং যাদের প্রাণে প্রাণ আছে তাদেরকে সূর্য নূরের আসপাশে রাব্বানীর রাষ্ট্রসমূহে ভ্রমণ করাতে ও শরৎ ও গ্রীষ্মের, চক্ষু লোভের লোভে রিযিক অন্বেষনকারীদেরকে আনয়নের জন্যে একটি জাহাজ, এক বিমান, একে ট্রেন এর আওতায় ভ্রমণীয় বাহন আমি দেখলাম, শরিষার দানার চেয়ে বেশী "আলহামদু লিল্লাহ আলা নেয়ামাতিল ঈমান আমি বাদ্য হয়ে বলিলাম।

পরিশেষে, এই ফিকির আফকারের ন্যায় যুক্তিতুল্য অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলনীয় যুক্তিসমূহের সাথে রিসালে নূর অশ্লীলতার ও দালালের গোষ্ঠীকে তারা এই দুনিয়াতে ও যে এক প্ররোক্ষ জাহানামের মধ্যে অবস্থান করে শাস্তি ভোগ করছে এবং ঈমানদারদেরকে ও সত্যনিষ্টদেরকে দুনিয়াতে ও যেন তারা এক জান্নাতের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতী ও মানবতার পক্ষের উদরের সাথে এমনকি ঈমানের সুমহান সজ্জিত ও উজ্জলতার সাথে আধ্যাত্মীক জান্নাতের স্বাদের দ্বারা সুখ অর্জন করছে তার বাস্তবতা প্রমান করছে। শুধু তাই নয় এবং এরা ঈমানের সুখে পরমানন্দও ভোগ করছে।

ব্যক্তিক্রম স্বরুপ এই জড় বায়ুর যামানার স্বাদ অনুভূতিকে প্রত্যাখ্যাতকারী এবং মানবের দৃষ্টিতে বিপদ সঞ্চারক এবং প্রসারকারী অনিষ্টতার বাতাস, অনুভূতি ব্যক্তির মাতলামীর প্রকার দ্বারা এক দুষ্কৃতিময় দৃষ্টতা তাদের প্রদান করছে যে, আহলে দালালাত তারা যে আধ্যাত্মিক শান্তি সাময়িকভাবে মোটেই অনুভব করতে পারছে না দুনিয়ার মোহে বেষ্টিত হয়। অপর দিকে আহলে ঈমান ও দুষ্কৃতির বাতাসের মায়াজালে অবস্থান করার কারণে গাফলীর ফলাফলে, হাক্বিক্বি জান্নাতের সুখানন্দ ভাগ্যে বিদ্যমান অনুভব করতে পারছে না।

= এই যুগের দ্বিতীয় আগ্রাসী অবস্থা =

আগেকার যুগে কুফুরীর ধাপট এবং দুনিয়ামূখী শাস্ত্র সমূহকে আগত ভ্রষ্টতা সমূহ এবং একঘোয়েমী কুফুরী থেকে প্রকাশ পাওয়া একমূখীভাব বর্তমান যামানার তুলনায় অতিসীমিত ছিল। এই কারণে পুরাতন ইসলামী বিজ্ঞজনদের দেওয়া পাঠ সমূহ, তাদের উপদেশ বাণী সমূহ, দলিল সমূহ এ যামানার জন্যে সম্পূর্ণভাবে

উপযুক্ত ছিল। সন্দেহময় কুফুরী মানুষ দ্রুত বুঝতে পারছিলেন। শক্তিশালী কারণ ছিল আল্লাহ উপর একনিষ্ঠ কামিল ঈমান। যার ফলে তারা অশ্লীলতা ও দালালগত থেকে মুক্তি পেতে ও মুক্ত থাকতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বর্তমান যামানার কথা চিন্তা করলে; পূর্বেকার যামানা একটি দেশে কোন সাধারণ কুফুরির চলনের দৃষ্টান্ত এখন একটি গোত্রের দোকানে ও সবকটি অনিষ্টতা বিদ্যমান। এমনকি পুরাতন যুগের কুফুরি ১০০টি এখনকার যামানায় মা'মুলী কোন স্থানে বিদ্যমান। পূর্ব যুগে শাস্ত্র ও জ্ঞানের সাথে দালালাতে প্রবেশ করে মুর্খতা ও একঘোয়েমীতার সাথে ঈমানের বিরোধীতাকরা এখনকার বাসায় সেই তুলনার শত স্থরে উন্নীত হয়ে আরও বেশী সহজতর ভাবে তা সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।

এই বেয়াড়ামী একগুয়েরা, ফেরআউনী স্থরে এক অহংকারে মাধ্যমে এবং ভয়ংকর দালালাতের সাথে ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহের বিপরীত হিংসাতুল্য বির্তক করার কারণে নিঃসন্দেহে তাদের এই বিদ্বেশীতার বিপরীত এটম বমের ন্যায় দুনিয়াতে বর্তমান যামানায় তাদের খুঁটি সমূহকে চূড়মার করবে এমন এক কুদমি পবিত্র হাক্বিক্বাতের শক্তি দরকার যে, যার মাধ্যমে এই দুষ্টদের অতিরঞ্জনের দুষ্টামীকে যেন নিরব করে দিতে পারে এবং এদের এক অংশকে সত্যের আলো বুঝায়ে যেন ঈমানদার বানাতে পারে ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহর অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে এই যামানার অলৌকিক বর্ণনার এক ঈমানের জ্যোতি, করছি যে এই যামানার নিরেট ক্ষত সমূহকে একটি চিরুনী স্বরুপ মহান কোরআনের অলৌকিক বর্ণনার এক ঈমানের জ্যোত ও মু'জেযা হিসেবে রিসালে-নূর সীমাহীন বিতর্ক, অতিরঞ্জনে গুড়ামী সমূহকে, অত্যান্ত নিপুণতার সাথে বেয়াড়া ও গোঁয়ারাদের একগুঁয়েদের মহান ক্বোরআনের তলোয়ার দিযে ভঙ্গুর করে দিচ্ছে। পাশাপাশি কায়েনাতের সমস্ত শরিসাতুল কনা সমূহের সমতুল্য এলাহির একত্ববাদের প্রতি এবং ঈমানের হাক্বিক্বাত সমূহের দলিল সমূহকে প্রমাণ সমূহকে এই রিসালে-নূর স্পষ্ট করছে ফুটিয়ে উপস্থাপন করছে যে, পঁচিশ বছর যাবত মারাত্মক আক্রমণ সমূহকে ও তাদের প্রত্যাখ্যানে মজবুত বা বিজয় অর্জন করছে।

হাঁ, রিসালে-নূরের মধ্যে ঈমান ও কুফুরীর বিতর্ক সমূহে এবং হেদায়াত ও দালালাতের দাড়িপাল্লা সমূহকে, এই উল্লেখিত হাকিকাতকে প্রত্যক্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেই যাচ্ছে। উদাহরণ স্বরুপ, ২২তম বাণীর দুই অধ্যায়ের শক্তিশালী দলিলসমূহ এবং তার লামআ বা জ্যোতীসমূহ ও ৩২তম বাণীর প্রথম আলোচনা এবং ৩৩তম মাকতুবের জানালা সমূহ এবং আসায়ে-মুছানামী কিতাবের ১১টি দলিল ভিত্তিক প্রমাণ সমূহের প্রতি এর আরও অন্যান্য তুলনাযোগ্য বর্ণনা সমূহকে যদি যুক্তি মিলালে হয় এবং এগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা হয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এই যামানায় কুফুরীর সয়লাবকে ও আনাড়ী একগুঁয়েদের ভ্রষ্টতাকে এমনভাবে ধূলিস্যাৎ করবে যে, চূড়মার হয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন এক শক্তি এই কোরআনের হাক্বিক্বাতের ব্যাখ্যা কী এই রিসালে-নূর।

ইনসাআল্লা, যেমনটি সূক্ষাতী-সূক্ষ ভেদ সমূহে একত্রতা, এই রিসালে নূরে বিদ্যমান যে, দ্বীনের ঐকান্তিক মাহাত্মপূর্ণ সূক্ষ=ভেদ সমূহ ও দুনিয়ার বাস্তব চিত্রের মুয়াসেলা সমূহকে উন্মোচন ও আলোক প্রদকারী ছোট ছোট আশাবলী এই ভেদ সমূহে রিসালে নূরে একত্র করা হয়েছে। একইভাবে আহলে দালালাতের দুনিয়াতে ও জাহান্নামীদের ও আহলে হোদায়াতের দুনিয়ায় শান্তির জান্নাতের স্বাদ সমূহকে প্রদর্শনকারী এবং ঈমানের শক্তিকে এমনভাবে ফুটানোযে যেন জান্নাতের একটি আধ্যাত্মিক বিচিকে ও কুফুরীকে জাহান্নামের একটি যাক্কুম বৃক্ষের এক বিচি স্বরুপ ভেদ সমূহের অংশাবলী, অতি সংক্ষিপ্তভাবে একনিষ্ট এক একত্রতার সন্নিবেশনের আলো হিসেবে প্রকাশ করা হবে এবং ইনশাল্লাহ প্রচার করা হবে।

(জেইলান তালাবার অনুপ্রবেশ)

আফিয়নের কঠিন শাস্তি প্রদানের বিচারালয়ের
প্রতি নুর   তালাবা জেইলান আ'বের চিটি

আদালত বা বিচারালয়ের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে ছোটখাটো বিষয় যা বীজের তুল্য এমন এক চিঠিকে মিনারার চুড়ায় ন্যায় গুরুত্ব প্রদান করে করে, বিচারকের সিদ্ধান্তের সম্মানে বলছি যে, আমি এই বিচারের সিদ্ধান্তের আওতার কারণ হল,আমার প্রিয় উস্তদানে গৌরবের সাথে গ্রহণ করা এবং রিছালে নূর এর প্রতি আমার সময় দানে ও খেদমতে ব্যাস্থ হওয়াতে আমাকে পুলিশের তদন্তে বড় মাপের একজন ডিপলুমেট বা গোপন সাংবাদিক রুপে সাব্যস্থকরণটা বা এমন একজন ব্যক্তি স্বরুপ প্রদর্শন করে নূর তালাবাদের উপর আতাত সন্দেহমূলক পরিষ্কার নহে এমন অপরাধের আসামী নির্ধারণের সাথে আমাকে বড় এক আসামী বা অংশীদারী করণটার বিপরীত বলছি যে, দ্বীনী ও ঈমানী এবং উত্তম আখলাকের কিতাবসমূহের চর্চা ও পড়ার সাথে আমি আমার জীবনকে ঐ পথেই সন্দেহাতীত ভাবে উৎসর্গ করতে এমন স্থরের উপকার আমি পেয়েছি এমন সম্পর্কের সংশ্লিষ্টতার আমি উস্তাদ বদিউজ্জামানের সাথে আকৃষ্ট ও সম্পর্কিত। তবে এই সম্পর্ক, আপনার বিচারালয়ের বিচারের সিদ্ধান্তের তথ্য অনুযায়ী শুদ্ধ নহে যে আমি একজন রাষ্ট্র ও জনগন ও দেশের বিদ্রুহবাদী বরং এই সম্পর্ক ও আখলাক এরকম যে, সাধারণ একজন মানুষের স্বীয় কবরের ঐ চিরস্থায়ী ফাসির কষ্ট থেকে নীজেকে বাচাতে পারবে না সক্ষমতা আছে অথবা আমার মত এই ভয়ংকর যামানায স্বীয় ঈমানকে রক্ষা করতে পারবে। স্বীয় চরিত্রকে বিশুদ্ধ করতে বা দেশ ও জাতীকে কিছুটা মহান জ্ঞানীয় ফায়দাকর দায়ী হিসেবে মুহতাজ হওয়া দ্বীনের ভাইদেরকে তাদের ঈমানের আমানতকে রক্ষা করার পথের ছিড়ে যাওয়া ছিদে ফেলা হবে না এমন এক সম্পর্ক আমার বদিউজ্জামান উস্তাদের সাথে আমি তার একান্ত প্রিয়দের থেকে একজন এই সম্পর্কের দ্বারা প্রায় চার বছর তার খেদমত আমি আনত নয়নে গৌরবের সাথে করেছি। এই যে চারটি বছর সয়মকালে তিনি তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কখনও এমন গুন প্রকাশ করেননি বা নীজের কোন ফজিলত প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই এর স্বয়ং সাক্ষী আমি নীজেই। এমনকি তার মুখ থেকে একেবারের জন্যে ও তিনি মেহদি বা মুজাদ্দিদ এমন কোন কথা আমি কখনও শুনি নাই।

নীজেকে ছোট করে রাখার যে আখলাক তার মাঝে যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্যে রিছালে নূরের ছোট ছোট কিতাব সমূহ ও এগুলোকে পড়ার দ্বারা তাদের ঈমানকে হেফাজত করতে পারা লক্ষ লক্ষ নূর তালাবাগন এই ব্যাপারে একনিষ্ট ভাবে সাক্ষী স্বরুপ বিদ্যমান।

ঐ মহান আমার উস্তাদ, যিনি নীজেকে নূর তালাবা স্বরুপ যা হবহু আমাদের ন্যায় হয়ে থাকাতে আনন্দ ও গৌরব করে এভাবে কথা বলতেন।

মাননীয় বিচারক আপনার হাতে থাক অসংখ্য মাকতুবসমূহে বিশেষঃত আসায়ে মুছা এর সারকথা স্বরুপ ইখলাস রিছালে এর মধ্যে তার দাওয়াত পন্থা অতি সহজে বুঝতে পারা সম্ভব। উস্তাদ বদিউজ্জান তিনি নীজে "স্থায়ী বা সূর্যের ন্যায়, এবং হীরাতুল্য হাক্বিক্বাত সমূহকে, অস্থায়ী ব্যক্তিদের জীবনে ভীতি স্থাপন করতে পারে না। এবং অস্থায়ী ব্যক্তিবর্গ ঐ মহামূল্যবান হীরাতুল হিকমত সমূহের ঈমানের দাওয়াতের দায়বার বা দায়িত্ব নিতে পারে না পাড়বে না।"

তিনি এই রিছালে-নূরের মধ্যে বারংবার উল্লেখ করে করে এই কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এমন নিয়তের এক সত্বা তিনি তার ব্যাপারে মন্দ নিয়তে ও দন্ত করাটা বা তার ব্যাপারে অহংকারী হিসেবে বিবেচনা করতঃ

হুকুম দান এবং তিনি হযরত মেহদী হওয়ার দাবী করেছেন বা মুজাদ্দীদ এর দাবিদার বলে তাকে অপরাধী করণ অতি সামান্য জ্ঞান যার আছে সেও মেনে নিবে না।

বলা সত্য যে, সমগ্র রিসালা সমূহ ও মাকতুব সমূহ যদি আপনি ইনসাফ ও সতর্কতার সাথে পড়েন; তাহলে তখন এই মহামান্য যামানার আল্লামার লেখা সমূহ থেকে এটা প্রমান পাবেন যে, তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যা শতাব্দির শ্রেষ্ঠ আকর্ষিত ও জ্ঞান বহুল এমন মেধাকে তিনি আমাদের দিয়েছেন এমন এক দ্বীনি আলীম ও ঈমানের হেফাজতকারী সাহায্যকারী হিসেবে বুঝতে সমস্যা আপনার হবে না।

কমিউনিজমের উত্তানের দ্বারা আমাদের পতন করর এক দুষ্কৃতকারী যামানায় দেশ, রাষ্ট্র জনগন একজন সৈনিকের থেকে আরও উপকারী ও বরকত প্রাপ্ত একজন দেশপ্রেমিক এই বাদিউজ্জামান হওয়াটা আপনি অকাট্য এক প্রান্তান্তরী প্রমাণের দ্বারা বুঝতে সক্ষম হবেন।

সুতরাং এমন একটি কিতাব ও এই কিতাবের লেখন হওয়া আমার মুহতারাম উস্তাদের প্রতি আমি কেন আরও পূর্বে তার ছাত্র হলাম না এই কারণে অত্যান্ত ব্যতিত।

মুহতারাম বিচালায়ের মহান বিচারক!

সীমাহীন লাভ সমূহকে আমি এই রিছালে নূর থেকে অর্জন করার ক্ষেত্রে নীজের মধ্যে যে যোগ্যতা পেয়েছি, আমার ন্যায় এই দেশের সন্তানদের উপকারের চিন্তা মাথায় রেখে তারাও যেন এই লাভে লাভমান হয় এই জিকির করে সরকারী অনুমতির দ্বারা;

এসকি শেহরি "যুবকদের পথ নির্দেশিকা" কিতাবকেও তার পবিত্রতা জাতির খেদমতের চিন্তা করে আমি প্রিন্ট করায়েছিলাম। আমার মত এই নাজুক মানুষের ক্ষেত্রে, মহান কোরআনের হাক্বিক্বি ব্যাখ্যা ও যা কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। এমন তাফসির এই রিছালে নূর যার কারণে ঈমান ও খেদমতের সামনে নীচের দায়বার ও দায়িত্বকে দাযবদ্ধতার একান্ত আবশ্যকীয় হিসেবে চিন্তা করার ও বাস্তবতার সময়কালে, আমার বিরুদ্ধে এই রকম কঠিনতর বিচারালয়ে বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ন্যায় বিচারের বিবেচনায় তা বিপরীত বৈ কিছু নহে।

আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে,

আপনার বিচারের ন্যায়-বিবেচনার সত্য বিচারের সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের রুহের খাবার এবং চিরস্থায়ী জীন্দেগীর মুক্তির মাধ্যমে চিরস্থায়ী পরকালীন চির সৌভাগের চির শান্তির চাবি হওয়া এই রিছালে নূরের রিসালা সমূহকে স্বাধীনভাবে মানুষের পড়ার জন্যে ছেড়ে দিতে ও সিদ্ধান্ত প্রদান করতে একান্ত কামনা করি।

যদি উপরে উল্লেখিত কোন বিষয় অসত্য হয় তাহলে আপনার দেওয়া সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তি কলবের পূর্ণাঙ্গ সন্তুষ্টির দ্বারা গ্রহণ করে নিব, আবেদন করছি।

আফিয়ন জেলখানার বন্দি
এমের দাগের
জেইলান চালিশকান।

(---------------)

৩২তম বাণী থেকে

দ্বিতীয় নুকতার আলোচনা

আহলে দালালাত তথা বাম পন্থীদের উকিল, লোকটি যখন দেখল তার হাতে দালালাতের শক্তি থেকে আর কিছু রইল না তর্কে যখন ঈমানের সামনে বস্যতা স্বীকারের সময় তখন সে বাহনাদার ভাষায় এ রকম বলছে যে,

“আমি দুনিয়ার সুখকে, জীবনের স্বাদকে, আধুনিকতার উন্নতি এবং নতুননক্তের সরঞ্জামাদীতে; আমি আমার মত করে, দেখছি। তার সাথে আখেরাতকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ না করে, আল্লাহকে না চিনে এবং এই দুনিয়ার ভালবাসায় ও দুনিয়ার জীবন চলনের স্বাধীনতায় এমনকি স্বীয় অবস্থানের উপর আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বস্থ হিসেবে দেখছি। আর এই কারণে বেশির ভাগ মানুষ আমার এই পথে শয়তানের শক্তির দ্বারা তাদেরকে পথ দেখাচ্ছি।” মানুষ এই পথে চলছে।

উত্তরঃ আমরা ও ক্বোরআনের মাধ্যমে বলছি যে, হে বেচারা মানুষ! তোমার মাথা ঠিক কর! ঐ আহলে দালালাতের কথায় কর্ণপাত তুমি করিও না। যদি তুমি তার কথা শ্রবণ কর তোমার ক্ষতি এতটাই বড় আকার ধারণ করবে যে, তোমার কাছে দুটি পথ আছে। প্রথমতটি; আহলে দালালাতের উকিলের দেখানো সর্ব প্রকার বালা মুসিবতের পথে নিজেকে আবদ্ধ করে বিপদগামী হওয়া।

দ্বিতীয়টিঃ কোরআনে কারিমের প্রদর্শিত শান্তির পথে নীজেকে চালিত করা। সুতরাং এই দুই পথের অসংখ্য দৃষ্টান্তময় তুলনা সমূহকে, অনেক বাণী সমূহে, বিশেষতঃ ছোট ছোট বাণী সমূহে তুমি দেখতে পেয়েছ, এবং বুঝেছ, পরিষ্কার হওয়ার কথা কোনটি ভাল পথ। এখন আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুসারে হাজারখানীক দৃষ্টান্ত থেকে একটি এখানে ও লক্ষ কর। এটা এরকম যে, শিরক ও দালালাতে ফাসেকি ও অশ্লীলতার রাস্তা হল, যা মানুষকে সীমাহীন স্থরে নিশ্চুপ করে রাখছে। অসীম যন্ত্রণার মানুষকে সীমাহীন ভারী এক বোঁঝার দ্বারা দূর্বল ও অক্ষমতাকে স্বীয় কোমরে বেষ্টিত করে ছাড়ে। তার কারণ হল মানুষ, যদি মহান রবের পরিচয় না জানে এবং তার উপর তাওয়াক্কুল না করে, ঐ সময় মানুষ অতি মাত্রায় অক্ষম ও দুর্বল মাত্রারিক্তির মুহতাজ অভাবী সীমাহীন মুসিবতের প্রতি মুখাপেক্ষী অতিশয় কষ্টকর, অশান্তিকর এক প্রাণীর আওতায় চলে এসে সার্বিক পছন্দকর ও সর্বপ্রকার হৃদ্যতায় আকৃষ্ট হওয়া বিষয় বস্তু থেকে অবিরত ও অবিরামভাবে আনন্দের বিচ্ছেদের ফলে যন্ত্রণা-শাস্তির স্বাদ ভোগ করে করে পরিশেষে, অবশিষ্ট থাকা সমস্ত প্রিয়দের এক কষ্টকর বিচ্ছেদের মধ্যে ডুব দিয়ে, কবরের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে একা একা যায়। তার সাথে জীবনের সময়কালে অতি আংশিক এক ইচ্ছা ও নামমাত্র এক ক্ষমতা এবং সংকীর্ণ এক হায়াত ও অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্গে পাতলা এক চিন্তাধারার সাথে সীমাহীন অশান্তির যন্ত্রনার সাথে এবং উপকারহীন আশা-আকাঙ্খার সাথে সাংঘর্ষিক হয় ও অতিমাত্রার ইচ্ছা-আকাংখার অর্জনের স্বার্থে ফলাফলহীন, বেহুদা চেষ্টা চালিয়ে যায়। এই হল আহলে দালালাতের উকিলের পথের পাথেয়। শুধু তাই নহে নীজে নীজের দেহকে বহনবা বোঝা না বইতে বা এমন অবস্থায় বেহুদা তামাম দুনিয়ার ভার বহনে বাধ্য হয়ে চলতে থাকে। এখনও জাহান্নামে যায় নাই দুনিয়াতেই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতেছে।

হাঁ, এই যন্ত্রণার অভিশাপ এবং ভয়ংকর প্ররোক্ষ-শাস্তিকে অনুভব করার জন্যে, আহলে দালালাত অনুভব শক্তিকে অস্বীকার করার ধারা প্রান্ত থেকে গাফলতের মাতলামীর সাথে নেশার চাপে তা অনুভব করতে পারছে না। কিন্তু জানার বিষয় হল যখন অনুভীত হবে অর্থাৎ কবরের ধার-প্রান্তে যখন গমন করবে বা কবরের ডাক আসবে তখন বুঝতে পারবে। তার কারণ হল যদি সে মহান রবের আসল বান্দার লিস্টে নাম না লেখায়, নীজেকে নীজের মালিক হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় গোড়ামীর কারণে। অথচ মানুষের মধ্যে থাকা ঐ ইচ্ছা-শক্তি, ঐ ছোটখাটো ইচ্ছার ক্ষমতার দ্বারা এই বিভীষিকাময় দুনিয়াতে সে নীজের দেহকেও সর্বোপরী সমস্যা থেকে নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থ উদাহরন হিসেবে ক্ষতিকর একটি ভাইরাসকে চিন্তা করো সুদুর ভূমি কম্পকে কল্পনা করলে দেখা যায় মানুষ কি পরিমাণ আক্রমণের মুখাপেক্ষী, ভীতি ও ভয়ের মধ্যে বাস করে এই মা'মুলী ছোট বড় দুশমনদের সম্মুখে সে অক্ষম। সার্বক্ষণিক কবরে দরজার দিকে যন্ত্রণানামী এক ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখে সে ঐ দরজার দিকে থাকাচ্ছেই। পাশাপাশি এই রকম প্রেক্ষাপটের ধারপ্রান্তে থাকার অবস্থায় মানবিক দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেণী থেকে হওয়ায় সাথে সে দুনিয়ার সাথে যখন সংশ্লিষ্ট হয় এমতাবস্থায়, দুনিয়াকে ও এই মানুষ সত্বাকে হাকিম, আলীম, কাদীর, রাহীম, কারীম এক সত্বার পক্ষ থেকে সবকিছু পরিচালনা হওয়াকে ধারণা না করার কারণে তার বিপরীত এই পরিচালনাকে প্রাকৃতিক হচ্ছে এমনি এমনিতে হচ্ছেবলে মনে করার কারণে এই দুনিয়ার সকল সংশ্লিষ্টতা ও মানবিক সম্পর্ক সমূহ তাহাকে যন্ত্রণা বা অস্বস্থীকর এক আচরণ হিসেবে বিবেচনা করছে বা এই সম্পর্কতা তাহাকে ডিষ্টার্ব করছে। ব্যক্তি সে তার কষ্টকর যন্ত্রণার সাথে সাথে অন্যান্য মানুষের চালচলনও তাহাকে যন্ত্রণা দিজ্ছে। দুনিয়ার ভূ-কম্পন বালা, মুসিবত, তুফান, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতী, অস্থায়ী ও বিচ্ছেদ সমূহ তাহাকে অত্যান্ত পরিমাণে উত্তেজিত এবং অন্ধকারপূর্ণ একেকটি মুসিবতের আকৃতিতে তাহাকে শাস্তি প্রদান করছে।

অধিকন্তু, উল্লেখিত আচরণী মানুষটি, দয়া ও অনুকম্পার মোটেও উপযুক্ত নহে। তার কারণ সে নীজে নীজেই এই ভয়ংকর অবস্থার তৈরী করছে, প্রদর্শন করছে। ৮ম বাণীতে কুপের মধ্যে পতিত হওয়া দুই ভাইয়ের তুলনার ব্যাপারটি উন্মোচনের ন্যায়; কেমন করে একজন মানুষ, শোষভিত একটি বাগানের মধ্যে, চমৎকার এক দাওয়াতী খাবারের প্রোগ্রামে, একান্ত প্রিয়দের মাঝখানে, উত্তম আখলাকী, মিষ্টময়, সম্ভ্রান্তকর, আনন্দকর, বৈধ এক সুখানন্দের এবং উৎসবের যিয়ারতে নীজেকে না বসিয়ে, অবৈধ ও কদার্যিত, নিকৃষ্ট এক স্বাদ ভোগের জন্যে অসুন্দর ও নাপাক শরাব যদি লোকটি পান করতে ব্যাত্ত হয়, তাহলে লোকটি মাতাল হয়ে নীজেকে শীতের ঠান্ডার মাঝখানে, আবর্জনাময় এক স্থানে এমনকি প্রাণী সুলভ জানওয়ারদের মাঝখানে নীজেকে যদি আবদ্ধ রাখে, আর চিৎকার ও কম্পিত অবস্থায় যদি বলতে থাকে যে কিভাবে আমি দয়ার যোগ্য নই? কি-ই-বা ফায়দা আছে।

তার কারণ হল সে আহলে-নামুদ বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও মুবারক চরিত্রের সম্মানী ঐ প্রোগ্রামে হওয়া ব্যক্তি-বন্ধুদেরকে তার মতে তারা জানুয়ার স্বরুপ। তাদেরকে সে ভদ্রতার বিপরীত আচরণ দেখায়। তার সাথে প্রোগ্রামের মজাদার খাবার সমূহকে এবং পরিচ্ছন্ন থাকা টেবিলে রাখা কাপ সমূহকে সে অপবিত্র ও নোংরা পাথর মনে করছে, এগুলোকে ভাঙতে শুরা করচ্ছে। তারই সাথে একত্রিত হওয়া ঐ সম্মানী মজলিসের লেখা সমূহকে বে-হুদা মনে করচ্ছে, স্বাভাবিক বিষয় মনে করছে ওখানকার চিত্রায়িত নকশা সমূহকে ঐ নকশাময় পোষ্টার সমূহকে সে ছিদে পায়ের দ্বারা মাড়া দিচ্ছে। আরও যে কত কি-----

এই রকম এক ব্যক্তিকে কি বলা যাবে যে সে কিভাবে দয়ার উপযোগী নহে তার প্রতি কিভাবে অনুকম্পা করা হচ্ছে না এটা কি বলা যাবে? বরং তাহাকে থাপ্পড় ও চেড় মারা খুবই জরুরী।

এই ধারানুসারে: মন্দ ইচ্ছার থেকে সৃষ্ট হওয়া কুফুরীর মাওলামীর সাথে এবং দালালাতের পাগলামীর সাথে মহান সানি-য়ে- হাকিমের এই দুনিয়ার মুছাফিরখানাকে এমনটি বলা যে এটাতে এমনি এমনিতে ও প্রাকৃতির আহলে হয়েছে কেউ বানায় নাই এমন বলাবলীর খেলায় মত্বতায় নীজেকে ব্যস্থ রেখে, অনুমান করে, এবং আসমায়ে এলাহীর জলওয়া সমূহকে পুণরায় পুণরায় প্রদর্শন করে সতেজ করে এমন শিল্পায়ন, সৃষ্টি সমূহ, এবং যামানার পদার্পনে আবর্তিত হওয়া এই নতুনত্বের আবিষ্কারক শিল্প সমূহ তাদের রুপ প্রদর্শনের পর আবার ঘুরে ফিরে সদৃশ্যমান হওয়াটাকে, অদৃশ্যকে নাই হযে যাওয়া মনে করে মহান মালিককে অস্বীকার করছে। এমনকি তাসবিহ সমূহের উচ্চারিত ধ্বনি সমূহকে ও আহাজারীর আওয়াজকে মনে করা যে এটা আর কোন কাজের নয় এই ক্রন্দন আহাজারী শেষ হয়ে গেছে বিলীত কেউ শুনার নেই এমনকি সামাদানী মাকতুব সমূহে দুনিয়ার সবদিকে বিদ্যমান তাকে কিছুই নহে এই প্রকৃতিতে কাহারও চিহ্ন নেই নিদর্শন নেই এর পিছন কোন কর্তা বা মালিককেই এই দুনিয়ার পাতানো পত্র সমূহকে বেহুদা মনে করে, জগাখিচুড়ীর ন্যায় অনুভব, কল্পনা করাটা এমন কি রহমতের জগতের প্রতি যে রাস্তা খোলে সেই কবরের দরজাকে এটা কিছুই নহে অন্ধকার বৈ অন্য কিছু এভাবে বলে বলে নীজেকে ধাঁধাঁয় ফেরা শুধু তাই নহে নিশ্চিতভাবে জানা নীজের একান্ত প্রিয়রা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে, শেষ মেষ ঐ পথের ডাকে সাড়া দিতে বদ্য হযেছে তারা এটা দেখার পর ও নীজের প্রিয়দের ব্যাপারে এটা নরমাল সবাই মারা যায় এর পিছনে অন্য কোন হিকমত নেই কল্পনা করে করে যেমনটি নীজেকে মহাপ্রলয়ংকর এক বিপদমুখী শাস্তির সম্মুখীন করছে, তেমনিভাবে সমস্ত সৃষ্টিকুলকে, তার সাথে মহান রবের বিশেষ নাম সমূহের সাথে বেয়াদবী পাশাপাশি তার ছড়িয়ে রাখা এই দুনিয়ার বিছিয়ে রাখা পত্র সমূহকে না পড়ে ফিকির না করে কুফুরী বা অস্বীকার এবং দূর্বল ও অমূল্যায়ন করার কারণে, অনুকম্পা ও দয়ার উপযোগী, না হওয়ার সাথে সাথে মারাত্মক মহা বিপদী এক শাস্তি উপযোগী ও অধিকারী হচ্ছে। কোন ধরনের পথ নাই যে বলা যাবে ঐ কপালপুড়া ঐ দিক থেকে রহমত পাওয়ার যোগ্য।

সুতরাং হে বদ-বখত আহলে, দালালাত ও সাফাহাত!

এই যে তোমার ভয়ংকর অবস্থায় পতিত হওয়া এবং তোমাকে চুষে খাওয়া নিরাশার ঠিক বিপরীত; মুকাবিলা বা সমাধানকারী এমন কোন ধরনের যুগের উন্নতী, এমন কোন শাস্ত্র, এমন কি পূর্ণতার ক্ষমতা, এমন কোন আধুনিকতায় উন্নীতর অহংকার কি আছে এই মহাবিপদের সম্মুখে এসে দাড়াতে পারবে? মানব জাতীর অতি জরুরী হওয়া এহতিয়াজের সাথে মুহতাজ হওয়াটার জন্যে প্রশান্তি কোথায় পাবে, মিলাবে? সঙ্গে সঙ্গে নীজে নীজে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছ এবং কোমরে ভারী বোঝা বহন বে-হুদা ব্যস্থ হয়ে আছ। এলাহীর নিদর্শন সমূহকে এবং বাব্বানীয়তের দয়া সমূহকে ছেড়ে দিয়ে তুমি পার পেয়ে যাবে কি? রবের সম্মুখে কোন ক্ষমতাধর প্রকৃতি বা মাধ্যম সমূহ, তোমার অংশীদারী সঙ্গী, এমন কোন ধারণ ক্ষমতা, তোমার মিল্লাত, বাতিল মা'বুদ এগুলো তোমাকে চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে বাচিয়ে দিবে, কবরের কিনারা থেকে বারযাখের হাসরের, সিরাত পুলের কিনারা থেকে রক্ষা করতে মহান কোন ক্ষমতা বিদ্যমান আছে কি তোমার বিশ্বাসের ঐ কল্পিত বিষয় সমূহ? মোটেও নেহ। অথচ তুমি তোমার কবরের দরজা বন্ধ না ওয়ার ধরুন এখন ও ঐ দরজার দিকেই যাচ্ছ যেতে বাদ্য। এমন এক পথিক নামার জন্যে ঐ রকম এক শক্তি যথেষ্ট যে, সমস্ত এই আযীম স্তরসমূহ এবং এই প্রশস্থ কিনারা সমূহ ঐ ক্ষমতাধর শক্তির ছোট এক হুকুমের আওতাধীন এবং তার কথায় এগুলো অনুসারী। এমন এক শক্তিমান তোমার দরকার।

আবারো লক্ষ কর! হে বদবখত আহলে দালালাত ও গাফলত। অবৈধ কোন ভালবাসার ফলাফল বা তোমার নফসের প্রতি এবং দুনিয়ার প্রতি এই ভালবাসা ব্যবহার করার কারণে তুমি নীজেই এর শাস্তির যোগ্য হিসেবে

তা ভোগ করতেছ। কারণ, মহান রবের সাথে সংশ্লিষ্ট ভালবাসাকে তাহাকে না দিয়ে নীজের নফসের কথামত ব্যবহার করেছ। আর রবের জায়গায় নফসকে মাহবুব বানিয়ে অন্যায়ে শাস্তি ভোগ করতেছ। কারণ তোমার নফসকে বৈধ কোন শান্তি দিচ্ছ না অন্যের ভালবাসা অন্যস্থলে অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করছ। তার সাথে কাদিরে-মুতনাক্বের প্রতি তাওয়াক্কুল না করে তার হক্ব ও আদায় করছ না। ফলে সর্বদা বেহুদা কষ্টের মধ্যে দুশ্চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়ে আছ। আবার মহান রবের ইসিম সমূহ ও তার ছিফাত সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মুহাব্বাতকে দুনিয়াকে ও তার শাস্ত্রসমূহে, শিল্পায়ন ও চিত্তাকর্ষক আবিষ্কার সমূহে দেওয়ার কারণে অহেতুক আসল মালিকের দুশমন হয়ে আযাব ভোগ করছ। এরও কারণ হল তুমি যে এই দুনিয়ার নতুনত্বের প্রতি প্রেমের ডুবুরিতে মত্ব হয়ে আছ এগুলোরও কিছু অংশ বাস্তবেই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে না এমনটি মনে করছ আসলে তোমার পিছন দিক থেকে তারা বিলীন হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার এই সাজ সরঞ্জাম তোমায় ধোকা দিচ্ছে, ঠেরই পাচ্ছ না। পরে অনর্থক এই বিলীনতার ব্যস্থতায় লিপ্ত হয়ে কষ্টের পানিতে ডুব দিচ্ছ।

সুতরাং এই হল আহলে দালালাতের বাতানো সুখের জীবন, মানবতার পূর্ণতার ধারা, আধুনিকতার সুন্দর্যতা, এবং স্বাধীনতার অবৈধ মজাযা সে বলছে বলে বলে মানুষকে তার ভিতরে আসল চেহারা দেখাচ্ছে। এইভাবে চিন্তা করলে তার আসল রুপ পড়বে ও এটাই তার মন্দপুষ্ট রুপ। অশ্লীলতা এবং মাতলামী হল একটি পর্দা, সাময়িকভাবে এর আস চেহারা দেখা, বুবা, অনুভব করা যায় না বা সে গুপন করে রাখতে পারে। "ধিক্কার তাদের অনিষ্ট দেমাগের প্রতি" হে মানুষ তুমি এভাবে থুথু ফেল তাদের এমন দৃষ্টতায়।

তবে নিশ্চই কোরআনের পথে নূরীনী রাস্তায় চিন্তা করলে আমরা পাই যে: সমস্ত আহলে দালালাতের ভোগ করা ক্ষত, কষ্ট সমূহকে ঈমানের হাক্বিক্বাতের দ্বারা শুধুরানো যায়, শিফা অর্জন হয়। সবকটি গত হওয়া ভ্রষ্টতাকে চূড়মার করে ছিটিয়ে দেয়, নিভিয়ে দেয়। সমগ্র দালালাত ও ধ্বংসলীলার দরজা সমূহকে বন্ধ করে দেয়। এটা এরকম যে,

মানুষ সে তার অক্ষমতা ও দূর্বলতাকে এবং অভাব ও প্রয়োজনকে ক্বোরআনের মাধ্যমে একজন কাদিরে রহিমের প্রতি নির্ভরতার মাধ্যমে সুরাহা করে ক্ষত সমূহের নিরাময় করে। জীবনের ও জীবনসঙ্গী এই দেহের ভারকে ঐ মহান সত্বার ক্ষমতার কাছে তার রহমতের কাছে সমর্পণ করে নীজে এর ভার বহন না করে বরং জীবনের এই সময়টাকে ও তার স্বীয় নফসকে হাজারের কাছে সহজতর স্থরে উত্তীর্ণ করে প্রশান্তি লাভ করে। নীজেকে কেবল "কথা বলার যোগ্য এক প্রাণী হিসেবে নহে" বরং একজন হাক্বিক্বি মানুষ হিসেবে এবং মকবুল এক রহমানের মুসাফির হিসেবে নীজের পরিচয় তুলে ধরে। আর এই দুনিয়াকে রহমান আল্লাহর একটি মুসাফির খানা স্বরুপ প্রদর্শন করে করে তার সাথে দুনিয়ার সকল সাজ সরঞ্জামকে এলাহির ইসিম সমূহের একে আয়না স্বরুপ উপস্থাপন করে এবং দুনিয়ার নতুনত্বে সুন্দর্যনামী শিল্পায়ন সমূহকে সার্বক্ষণিক এক সামাদানী মাকতুবের যুগে যুগে সতেজতার মাধ্যম স্বরুপ পরিচয় করিয়ে, মানুষের এই সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তুদের পিছনে পতিত হওয়াকে এই দুনিয়ার অস্থিরতা থেকে, বিলীন হওয়া শিল্পায়ন থেকে, ক্ষণিকের ভালবাসা থেকে আগত যত রকমের ক্ষত সমূহ আছে সবকিছুকে আলতোভাবে মালিকে নামে হস্তান্তর করাতে সহজভাবে আঞ্জাম দিয়ে যায় তার সাথে সন্দেহে ভশীভূত হওয়া থেকে নীজেকে রক্ষা করে। একি সাথে মৃত্যু ও আজালকে বরযখের জগতে গত হওয়া ও চিরস্থায়ী পথে গমনকারী হওয়া ব্যক্তি হিসেবে সকল প্রিয়দের তরে এক দেখা করার মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা স্বরুপ মেনে নিয়ে প্রদর্শন করে।

দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া প্রিয়দের এমন আচরণ দেখানোর পর সে মু'মিনদেরকে বলে যে,"তোমার ইচ্ছা শক্তি যেহেতু আংশিক সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছার মালিকের পরিপূর্ণ ইরাদা-ইচ্ছার কাছে সবকিছু ছেড়ে দাও।

তোমার ক্ষমতা যদি ছোট হয় তাহলে মহান কাদিরে মুতলাক রবের বড় ও মহান শক্তিধর ক্ষমতার কাছে নির্ভরশীল হও। তোমার এই জীবন যেহেতু সংক্ষিপ্ত তাহলে চিরস্থায়ী বিলীন না হওয়া জীবনের কথা চিন্তা কর। যেহেতু জীবনের সময়কাল অল্প তাই চিরস্থায়ী জীবনকালের দিকে মোড় নেও, অতিরিক্ত পেরেশান এই ক্ষণস্থায়ী বিষয়াদিতে হইওনা। তোমার চিন্তা ক্ষমতার যদি পাতলা হয় ফলাফলহীন হয় তাহলে ক্বোরআনের সূর্যের ভারী ও শাশ্বত জ্ঞানের নীচে থাকাও ওখানে প্রবেশ কর। তোমার ঈমানের নূরের সাথে থাকাও যে, ঝিনুক পোকার চিন্তাধারার স্থলে একেকটি কোরআনের আয়াত, একেকটি নক্ষত্রতুল্য আলোর জ্ঞান, নূর, লাইট তোমাকে প্রদান করবে।

এই সবের পাশাপাশি যদি সীমাহীন দুঃখ বেদনা আশা-আকাঙ্খা তোমার মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে জেনে রাখো তোমার জন্যে হিসাবের বাহিরে সোয়াবও রহমত অপেক্ষা করছে। এরই সাথে যদি তোমার পরিমানহীন আবেদন ও উদ্দেশ্যাবলী থাকে তাহলে এগুলোর পিছনে নিপাতিত হয়ে জামেলায় জড়িয়ে পরো না। কারণ এগুলো এই দুনিয়াতে আলিঙ্গঁন বা কুট্রিও হবে না। এগুলোর অর্জনের স্থান এখানে নহে অন্যস্থলে এবং এগুলোকে প্রদানকারী ও দুনিয়া নহে অন্য একজন। বেহুদা মাথা খারাপ করো না।

এই পথ চেনে লোকটি আরও বলছেন যে, হে ইনসান! তুমিতো তোমার নীজের মালিক নও। তুমিতো, অন্যের সম্পদ বা তোমার মালিক এমন সত্বা যে, যিনি অসীম ক্ষমতাবান ও তার রহমতের ক্ষমতায় ও সীমাহীনতায় তিনি রাহিমের খাতে-যুল-যালাল, আর ব্যাপারটা যখন এরকম তাহলে তুমি, নীজের জীবনকে স্বীয় মাথার উপর বহন করে বেহুদা বোঝা বহন করোনা। কারণ এই জীবনকে তিনি দিয়েছেন এর পরিচালনাও তিনি করবেন। বলা বাহুল্য এই দুনিয়াকে মালিকবিহীন মনে করা মোটেই মানানসই নহে। তুমি তোমার মত করে দুনিয়ার বোঝাকে মাথায় বহন করে করে দুনিয়ার এই অবস্থাসমূহকে চিন্তা করে অনর্থক সময় নষ্ট করোনা; তার কারণ এই দুনিয়ার মালিক তিনি হাকিম (মহা প্রকৌশলী) তিনি আলিম (মহাজ্ঞানী)। আর তুমি তো একজন মুসাফির। খামখেয়ালী ভাবে এগুলোতে নীজেকে ব্যস্থ করো না। অন্যকেও ব্যাস্থ করো না। আসলে এই মানব জগতকে সাধারণ প্রাণীদের মতো বিদ্যমান হওয়াটাকে তাদেরকে বে-হুদা চিন্তা করার অকারণের সৃষ্টি মনে করার সুযোগ মোটেও নেই। বরং এদের প্রত্যেকই দায়িত্বে ও দায়িত্ব পদে ব্যাস্থ। এই মানবরা একজন হাকিমে রাহিমের দৃষ্টি অগোচরে নহে। এদের জগতকে ও তাদের ব্যস্থতাকে চিন্তা করে করে স্বীয় রুহের মাঝে যন্ত্রণা তৈরী করো না। এবং তাদের মালিকের রহমত থেকে আরও বেশী তুমি তাদের জন্যে দয়াবান এমনভাব দেখানোর চেষ্টা করোনা। তুমি কি জানো তোমার প্রতি দুশমনি যারা করে এই ভাইরাস জাতীয় সংক্রমণ রোগাবলী, দুর্ভিক্ষ, তুফান, জুলুম, ভূমিকম্প এর ন্যায় অসংখ্য দুশমনের সিরিয়াল এগুলো সবাই ঐ রাহিমের হাকিমের হাতে থাকে বন্ধি তার কথায় চলে। তিনি তো মহান জ্ঞানী, কৌশলী হাকিম। অন্যায় কাজ তার শোভা পায় না। তিনি রাহিম তার দয়া অসীম। তার প্রত্যেকটি কর্মতৎপরতায় কমছে কম এক অনুকম্পার ফুটা বিদ্যমান। একিইভাবে এই ব্যক্তিত্ব বলেন যে, এই দুনিয়ার বাতি সত্যই সাময়িক, নিভে যাবেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই দুনিয়ার মাধ্যমেই চিরস্থায়ী জীন্দেগীর সরঞ্জামাদী অর্জন করতে হয় বা এই আমলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এটা এক সময় স্থান হারাবে, অস্থায়ী কিন্তু এই দুনিয়া চিরস্থায়ী ফল সমূহের পাওয়ার কারখানা বা ভূমিকার এক স্থলস্বরুপ ইহা। অসীম এক সত্বার। গুনাগুনের চিত্র এই দুনিয়া প্রদর্শন করছে। শুধু তাই নহে এখানকার স্বাদ সমূহ অতি অল্প এবং যন্ত্রণা সীমাহীন। কিন্তু মহান রহমানের ঐ পরকালী অনুকম্পা ও বিলীন না হওয়া হাক্বিক্বাত সমূহ এই দুনিয়ার তুলনা সীমাহী স্বাদময় ও মজাদার। এই খানকার ঈমানের সাথে কষ্ট সমূহ সোয়াবের দৃষ্টি এক মা'নাবী বা আধ্যাত্মিক স্বাদ প্রদান করচ্ছে।

অতঃএব যেহেতু বৈধ পথ, পন্থা, চাল চলন; যা রুহ ও ক্বাল এবং নফসের সমস্থ স্বাদ সমূহকে, পরিচ্ছন্নতা সমূহকে এবং আনন্দপ্রদ সকল স্থরসমূহের জন্যে যথেষ্ট। অপরদিকে অবৈধ পথের জীন্দেগী কতই না লাঞ্চনার এ দিকে তুমি প্রবেশ করোনা। কেননা ঐ অবৈধ পথের একটি স্বাদের মধ্যে হাজারটা যন্ত্রণার বিষ বিদ্ধ রাখা। তার সাথে হাকিকি ও সার্বজনীন স্বাদের মাধ্যম হওয়া মহান রবের লুতুফ ও দয়া হারানোর অন্যতম কারণ।

একি সাথে দালালাতের পথে পূর্বে উল্লেখিত হওয়ার ন্যায় মানুষকে আছফালে ছাফিলেনে নিক্ষেপ করে এমনভাবে নিশ্চুপ করে রাখছে যে; আবিষ্কৃত কোন ধরনের আধুনিকতা, ফলছফা বা দর্শন বিদ্যা ঐ নিশ্চুপতার সমাধান না পাওয়ার বা দিতে না পারার ধরুন এবং ঐ গভীর জুলুম অন্ধকারাচ্ছন্যতার কূপ থেকে কোন প্রকার মানবতা উন্নতীর দিকে, এমন কোন শাস্ত্র নাই যা মানব তৈরী করতে পেরেছে ঠিক ঐ মুহুর্তে ক্বোরআনে হাকিম ঈমান ও আমলে ছালিহের সাথে ঐ আসফালে ছাফিলিনের প্রতি চুপ করিয়ে নিতে পারা ও মানব নিম্নস্থর থেকে সু-উচ্চ স্থল আনায়ে-ইল্লিয়্যিনের দিকে পৌছায়ে এমনকি অবাধ্য দলিল প্রমাণের দ্বারা রক্ষা করাকে প্রমাণ করচ্ছে। এমনকি ঐ গভীর কূপের আধাত্মিকতার ওরক্বীয়াতের অবস্থান তৈরী করে রুহের পূর্ণতার হালতের প্রতিষ্ঠা করে অঙ্গাবলীর দ্বারা ভর্তি করচ্ছে।

ক্বোরআনের হাকিকাত একইভাবে মানুষের লম্বা, বিপদময়, আধো আধো সঞ্চামময় হওয়া ভয়ংকর চিরস্থায়ী পথের পথে অতি উত্তম পন্থায় সহজতর ভাবে স্বাভাবিক করে দেয়। হাজার নহে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বকে একদিনে এনে সহজতর পথ চোখের সামনে নেয়ামত স্বরুপ দেখিয়ে দিচ্ছে।

শুধু তাই নহে সুলতানে-আযাল ও আবাদ মহান যাতে-যুল-যালাল কে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। মানুষকে ঐ মহান রবের একজন আন্তরিক বান্দা ও একজন দায়িত্ববান মুসাফির হিসেবে উপস্থাপন করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এই দুনিয়া মুসাফির খানার মধ্যে, বারযাখের মধ্যে আখেরাতের সকল ধাপ সমূহে পূর্ণ শান্তির দ্বারা ভ্রমণীয় পরিস্থিতিকে বুঝিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়।

তার রহমতের জামালীয়ত ও মহা সুন্দর্যতাকে প্রদর্শনকারী এবং মুহাব্বাতকারী ও ভালবাসায় যা ব্যাপ্ত সমস্ত এই কায়েনাতের এই সুন্দর্যতা ও চিত্তাকর্ষকীয় আকর্ষণ ও বিশুদ্ধ ও পূর্ণতার সবকিছু তার জামালীয়ত ও কামালীয়তকে ঈঙ্গিত প্রদানকারী ও প্রমাণকারী ও হুকুমকারী এক সত্বাকে তুমি তোমার মাহবুব ও মা'বুদ হিসেবে তোমাকে দেওয়া মুহাব্বাতের উপযুক্ত মনে করো।

একইভাবে কোরআন বলে যে, হে মানুষণ!

ঐ মহান সত্ত্বার ইসিম ও গুণাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট তোমাকে দানকৃত মুহাব্বাত শক্তি যোগ্যতাকে, অন্যান্য অস্থায়ী কিছুতে শরিক ও বন্ধন করোনা। উপকারহীন কোন প্রাণীর সাথে শেয়ার করো না। তার কারণ নিদর্শনাবলী ও সৃষ্টিকুল এগুলো চিরস্থায়ী নহে, ক্ষণিকের। তবে ঐ নিদর্শনাবলীতে ও নকশা সমূহে থাকা জালওয়া বিদ্যমান এই জলভরা সমূহের আসমায়ে হুসনা সমূহ হল চিরকালীন, স্থায়ী। এই ইসিম ও গুণাবলীর থেকে প্রত্যেকটিতে হাজার হাজার অন্ধকম্পার মরতবা সমূহ সুন্দর্য ও কামালিয়তের নূর সমূহ ও মুহাব্বত প্রেম বিদ্যমান। তুমি কেবল রাহমান ইসিমের দিকে থাকতে যে, এই নামের মধ্যে দেখতে পারে জান্নাত হল একটি জলওয়া ও চির সৌভাগ্যের পথ হল একটি জ্যোতী আর দুনিয়ার এই সমস্ত রিযিক ও নেয়ামত সমূহ এগুলো সবকটি একটি পাত্র ফুটাবে কিছু নহে।

সুতরাং এই তুলনীয় আলোচনা যা আহলে দালালাত ও আহলে ঈমানের মাহাত্মতা ও গুরুত্বকে উপস্থাপনকারী মূল ওয়ার্ড হল সুরা তিন ৪ --------- (আরবি হবে-----------------------) এই আয়াতের সাথে ফলাফল ও নতীজার প্রতি ঈঙ্গিত প্রদানকারী আয়াত হল (সুরা দুখান-২৯) (আরবি-------) এই সকল আয়াতের প্রতি সচেতনভাবে মনযোগ দেও। আহ্ এই আয়াতগুলো কি মাপের উচ্চমানের পন্থায় আমরা আলোচনা করা বিষয়কে অলংকারের সাথে সংক্ষেপে বর্ণনা করছে।

যেমনটি একটি বাদশাহীতে একজন বাদশাহ তার নির্বাচিত কোন দায়িত্বানকে, তার রাষ্ট্রের বা রাজ্যের দফতর সমূহে, চলাফেরা করতে পারে। অতি সহজভাবে প্রত্যেক প্রদেশ সমূহে বিমান, জাহাজ, ট্রেন এর ন্যায় সর্বপ্রকার বহনকে সে ব্যবহার করতে তার কোন বাধা থাকে না। অতি সহজতরভাবে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে সে সক্ষম। ঠিক তদ্রুপ, মহান চিরসত্বার উপর ঈমান রাখার সাথে সম্পর্ক তৈরীকারী ব্যক্তি তার আমলে সালিহ ও অনুসরণীয় শক্তির দ্বারা এই মানুষটি, এই মুসাফির খানা দুনিয়া থেকে গত হয়ে ও বরযখের পথ পাড়ি দিয়ে, হাসর, কবরের পর সমস্ত জগৎ সমূহের প্রশস্থ প্রান্ত সমূহ পাড়ি দিয়ে বিজলী ও বুরাকের আকৃতিতে সকল পথকে সে অতিক্রম করা এই কোরআন থেকে শিখে জানতে পারে। এভাবে যেতে যেতে অতিক্রম করতে করতে চির সৌভাগ্যের পথকে আলিঙ্গন করে। এবং এরই দ্বারা এক সময় প্রমাণিক হাকিক্বাত দলিল উপস্থাপন মজবুতভাবে দেখায় সাথে সাথে ক্বোরআনের হাক্বিক্বাতের উছিলায় চির সৌভাগ্যের আলিঙ্গনে আসফিয়া ও আউলিয়াদের সাক্ষাৎ পায়।

এভাবে কোরআনের পথ এত প্রস্ফুটিত করে যে, হে মু'মীন! তোমার মাঝে বিদ্যমান সীমাহীন মুহাব্বাত, ভালবাসার যে অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, তুমি এই পবিত্র ভালবাসার কাবিলিয়্যাতকে, নোংরা, ত্রুটিপূর্ণ ও অশ্লীল এমনকি তোমার ক্ষতি করে এমন ধ্বংসাত্মক পথে তথা নফসে আম্মারাকে তুমি দিও না। এই কু-প্রবৃত্তিকে, অনিষ্ট রিপুকে তোমার প্রিয় হিসেবে গ্রহণ কখন ও করো না। বরং তোমার এই মুহাব্বতের যোগ্যতা যেভাবে অসীম এটা এরকম আরেক অসীম মুহাব্বাতের যোগ্য, তাই ঐ সত্বাকে তুমি তোমার এই আমানতকে দান করো। যিনি সীমাহীন তোমাকে দয়া করেছেন, ভবিষ্যতে ও করবেন, সমগ্র দয়ার মহা দযাকারী এই সত্বা সবকিছুকে যিনি দয়ার পরশে যায় দেখান, যার কাছে কামালাতের চাবি, যিনি সীমাহীন স্তরে পবিত্র উচ্চ, পাক, ত্রুটিহীন, ভূলহীন, নশ্বর মহা সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সত্বা, তার সমগ্র গুণাগুণপূর্ণ ইসিম সমূহ অসীম স্তরে পূণ্য যার প্রত্যেক গুণের মধ্য নূরানী উজ্জ্বলতার ঝঁলক ও নিপুণতায় বিদ্যমান, যার নূরে জান্নাত আলোকিত নেয়ামতে ভরপুর এখানকার প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যাটি ১১তম বাণীতে অনেক বেশী বিশ্লেষনী ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই ঐ অলৌকিক আলোচনার অকাট্য হাকিক্বাত পূর্ণ তাফসির ঐ দিকেই হাওলা করছি। আর দ্বিতীয় আয়াত যা এখানে তার ছোট একটি ইশারার দ্বারা আলোচনার চেষ্টা করা। এটা কি পরিমাণ উচ্চমানের হাক্বিক্বাতকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এটা এরকম যে,

এই আয়াত উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা কথা এরকম বলছে যে, আহলে দালালাতের মৃত্যুর সাথে আকাশ ও জমিন সমূহ তাদের মৃত্যুতে কান্না করছে না। আবার ঠিক বিপরীত অর্থ চিন্তার দিক দিয়ে এটা বলছে যে, আহলে ঈমানের এই দুনিয়া থেকে প্রস্থান করার সাথে আকাশ সমূহ ও জমিন তাদের জন্যে আহাজারী করে।

অর্থাৎ যেহেতু আহলে দালালাত আসমান সমূহ ও জমীনের দায়িত্ব সমূহকে অস্বীকার করে। এর অর্থ সমূহকে মোটেও বুঝেনা, জানে না। এদের মর্যাদাকে ছোট করে দেখছে। দুনিয়া ও আকাশের মধ্যকার আবিষ্কৃত ও শিল্প ও শিল্পীকে তারা চিনে না। এদের ঠিক বিপরীত তাদেরকে অবহেলা ও অবমূল্যায়ন ও দুশমনি করার

ফলে নিঃসন্দেহে আসমান সমূহ ও জমিন তাদের মৃত্যু দুঃখ ভারাক্রান্ত নহে বরং বদদোয়া দিচ্ছে ও তাদেরকে কবর দেওয়ার কারণে খুশী হচ্ছে।

অন্যদিকে বিপরীত অর্থের সাথে আয়াত বলছে যে, আসমান এ জমিন আহলে ঈমানের মৃত্যুর কারণে তারা ক্রন্দন করে। কারণ আহলে ঈমান তাদের দায়িত্ব সমূহকে জানে, চিনে মৌলিক হাক্বিক্বাত সমূহকে সত্যায়ন করে। এবং আসমান জমীনের উত্তরগত কর্থাবার্তার অর্থ সমূহকে ঈমানের সাথে বুঝে, মানে। "আসমান ও জমীনের ব্যাপারে বলে আল্লাহ এদেরকে কতই না সুন্দর বানিয়েছেন, কতই না সুন্দর তারা দায়িত্ব আদায় করছে" তাদেরকে যোগ্য ভেবে সম্মান করছে। এই তো মহান মালিকের আয়না সমূহ। যাই হোক দুনিয়া ও আসমান মুমিনের মৃত্যুতে দুঃখিত হয, তারা কাঁদে।

(Isaratul- I’caz বিস্ময়ের-সংকেত)

(আরবি হবে-----------------)

(বাকারা ২১-২২)

অর্থাৎঃ বাকারা ২১-২২ অনুবাদ।

ভূমিকা

ঈমান ও আকীদার হুকুম সমূহকে মজুবত ও শক্তভাবে আমল করে চলতে থাকার ধরুন মানুষ যেন এক ফিরিস্তার অবস্থানে অবস্থানী হয় এমন অবস্থার মাধ্যমের নাম হল ইবাদাত। অবশ্যই আল্লাহর আদেশ সমূহকে পালন করা এবং তার নিষেধাজ্ঞা সমূহকে না করা এমতাবস্থায় চুপ থেকে ইবাদাতের যে সম্পর্কটা তৈরী হয তার সাথে দেহ ও জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট ঈমানের নির্দেশনাবলীকে চরিত্রও তাক্বওয়ায় রুপান্তর না করতে পারলে প্রমাণ হয় যে নির্দেশনা ও তার আদর্শিত প্রভাব মানুষের মাঝে দূর্বল হয়ে যায়। এমন অবস্থার প্রমাণ হল বর্তমান যামানার ইসলামী দুনিয়ার গতিবেগ, চাল-চলন। এই ধারা সূত্রে ইবাদাত, দুনিয়া ও আখেরাতের প্রশান্তির জন্যে একটি মাধ্যম হওয়ার ন্যায়, জীবনযাপন ও তার ধারাবাহিকতায়, তথা দুনিয়া ও আখেরাতের কার্যক্রম সমূহকে আয়ত্ব করাটা হল নিয়মনীতির কারণ স্বরুপ বা উপসর্গ স্বরুপ তার সাথে ব্যক্তিসত্বার ও জাতীশ্রেণীর পূর্ণতার জন্যে প্রশান্তির মাধ্যমগুলো হল উসিলা স্বরুপ, এইগুলো হল স্রষ্টা ও তার বান্দাদের মধ্যকার উচ্চমানের এক গীঠ বাং সংশ্লিষ্টতা ও মহা সম্মানের একটি আখ্যান বা বিবরণ।

ইবাদাতের দুনিয়াকে চির সুখের প্রতি উসিলা হওয়া ব্যাখ্যামূলক ৫টি দিক সমূহ নীচে উল্লেখ করা হল।

একঃ- মানুষকে বাকী সমস্ত প্রাণীদের থেকে ব্যতিক্রমও উচ্চ আসনে আকশ্মীক ও মনোহর এক আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই আদর্শের কারণে, এই মানবের মধ্যে ব্যতিক্রমী, আলাদা আলাদা রুচিবোধ বিদ্যমান। তার মাঝে আর ও আছে পৃথক পৃথক আকাংখা আরজ। উদাহরণ স্বরুপ-মানুষ প্রচন্ড রকমের নির্বাচিত বস্তুর প্রতি আগ্রহী, ঝোঁক প্রবন। সুন্দর সুন্দর বস্তুর দিকে সে ঝুলন্ত প্রবন।

অলংকৃত বস্তুর প্রতি সে আরজুকারী। এই মানুষ মানবিক তারতম্যের ভিতর দিয়ে উপযোগী এক জীবনযাপন এবং এক সম্মানজনক বসবাসের আগ্রহি হিয়ে থাকতে চায়।

এই ঝোঁক সমূহের প্রয়োজনের ধারাবাহিকতায় আহার, পরিধান এবং মানুষের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য হাজত সমূহকে সে চাওয়া ও পাওয়ার ইচ্ছার ন্যায় অতি মাধুর্যময় এক পন্থায় হাতে পাওয়ার লক্ষে এই মানুষের অনেক শিল্পায়নের আবশ্যকতা রয়েছে। আর শিল্প সমূহ উপস্থিত না হওয়ার কারণে একই মূল-ধাতুর সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে বাদ্য হওয়ার প্রয়োজন যে প্রত্যেক মানুষ সকলের প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে সাথী ভাইদের ভিন্নমূখী দেমাগের ব্যবহারের পন্থায় একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়ানো দরকার এবং এই একেকজন একেক বস্তু তৈরী করে করে শিল্পায়ন বাস্তবায়নের ধারানুসারে তারা তাদের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে বা হয়।

কিন্তু মানুষের মাঝে আরেক ক্ষমতা দেওয়া আছে তা হল রিপূ, ক্রধ ও জ্ঞান। মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে এগুলো ব্যবহারে উপস্থিত কোন চাপাচাপি না থাকার ধরুন এবং মানুষের আংশিক ইচ্ছা-শক্তিকে হস্তান্তরের তরে সে স্বাধীন হয়ে তরক্কী যেন র্জন করতে পারে এমন ক্ষমতা সমূহ অনর্থক না দেওয়ার দৃষ্টিতে এই মানুষ এগুলোর

মন্দ ব্যবহার করে করে জুলুমাত ও অতিরঞ্জনের পাপের ন্যায় ব্যাপারগুলোকে অস্তিত্বে নিয়ে আসে। আর এই উল্লেখ করা অতিরঞ্জতার মুক্তি পাওয়ার জন্যে মানবজাতি তাদের শিল্পকর্মের ফলাফলকে হাতে পাওয়ার জন্যে ন্যায়নীতি ও আদালতের প্রতি মুহতাজ বা বাদ্য্ তবে সকলের আক্বল, আদালতকে বুঝার সক্ষমতার ক্ষেত্রে অক্ষম হওয়ার ধরুন আংশিক নহে বরং সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ এক আক্বলের, হৎপাক্তিশীলতার প্রয়োজন রয়েছে যে, যেন প্রত্যেক মানুষ ঐ কুল্লি বা পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থেকে উপকার অর্জন করতে পারে। আর এমনটি সার্বজনীন জ্ঞান এটাতো আইন, কানুনের পন্থায় পাওয়া যায়। আর এমন বিশুদ্ধ সার্বজনীন আইনের জ্ঞানের নামই হলো শরীয়ত (ইসলামী কানুন)।

আর শরীয়তের প্রভাব বিপত্তি ব্যবহার ও বাস্তবায়নের বিশ্বস্থার লক্ষে একজন দায়িত্ববান ও প্রতিসম্মুখীন একান্ত জরুরী। আর এর জন্যে একান্ত উপযুক্ত হলেন একজন পয়গাম্বার, নবী বা রাছুল। আর যিনি পয়গাম্বর হবেন তিনিও প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষ ভাবে জনসাধারণের সহজতার ও সমাধানী হিকমতের অধিকারী হওয়া পথপ্রদর্শক হতে হবেন। বস্তুবীদ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সুউচ্চ ক্ষমতার এবং ভারসাম্য রক্ষাকারী এক রাহবার হওয়ার আবশ্যকতার ন্যায় স্রষ্টার সাথে হওয়া সম্পর্কিত স্থর সমূহের এবং রবের সাথে তার সম্ভন্ধন দরকার হওয়ার ন্যায় এক অকাধ্য অত্যাবশ্যকীয় দলিল তার কাছে থাকা চাই। আর এমন আনুবত দলিল তথা অলৌকিক কিছু থাকা বা মু'জিয়া থাকা চাই।

এরই ধারাবাহিকতায় মহান রবের আদেশ সমূহের প্রতি এবং নিষেধ সমূহের প্রতি অনুসরণ ও অনুকরণ এর ভিত্তি ও বিশ্বস্থতা বজায় থাকার জন্যে মহান শিল্পীর মহা সম্মানের রক্ষার্থে সকল মানুষের মধ্যে তার এই নিদর্শনাবলীর প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয়তা থাকা চাই। আর এই স্থাপন তো কেবল মাত্র আকাইদের সাথে অর্থাৎ ঈমানের আহকাম সমূহের ওজল্লীর উজ্জল আলো দ্বারা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ঈমানী হুকুম সমূহের শক্তিশালী করার জন্যে এবং এগুলোর আলো সর্বজনে সর্বস্থলে বিস্তার করার প্রয়োজনটা অবশ্যই বারংবার চর্চা করার সাথে নতুননত্বের স্বাদ পাওয়ার মাধ্যমই হলো ঘুরে ফিরে ইবাদাত।

দ্বিতীয়তমঃ ইবাদাতের আরেক অর্থ হল, মহান সানিয়ে-হাকিমের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করে মৌলিক হাক্বিক্বাতকে খুঁজে পাওয়া বুঝায়। বান্দার তাওয়াজ্জুহ বা ফোকাস যা তার রবের প্রতি রয়েছে তার মালিকে অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপার গুলোকে স্পষ্ট করে তাহাকে আরও কাছে টনায়। এটা হয় যখন বান্দা মালিকের আদেশের আনুগত্য করে এক পূর্ণাঙ্গতার অধ্যায়ে প্রবেশ করে। বান্দাকে পরিপাটিতা এবং নিয়ম মান্যকরণে প্রবেশ করিয়ে, খোদায়ী আদেশ আনুগত্যের মাধ্যমে বান্দা ও রবের মধ্যকার সুক্ষ ভেদকে বুঝতে সক্ষমতার আধিষ্ঠিত হয়। আর যখন সে হিকমত সমূহ এভাবে জানে তখন, কায়েনাতের পত্র সমূহকে চমৎকৃত উজ্জলতার শিল্পায়নের নকশার দ্বারা নীজেকে চিনে, জানতে পারে।

তৃতীয়তমঃ মানুষ হল কোন কিছুর ক্ষেত্রস্থলের ন্যায়, সে সমগ্র সৃষ্টিকুলের পন্থা পদ্ধতিতে এবং ফিতরাতের সকল আইনের এমনকি এলাহীর উপস্থাপিত সকল কানুনের জ্যোতিসমূহের প্রতি মানুষ একটি কেন্দ্র স্বরুপ। এই ধারাবাহিকতায় মানুষের জন্যে ঐ কানুন সমূহের সাথে সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ক রাখাটা এবং আদব ও আচরণের প্রভাবকে স্পষ্ট করে এমন অবস্থায় অবস্থানী হওয়া জরুরী যে, যাহাতে সে যেন সর্বময়, সার্বিক বাতাসের আবহাওয়ায় বিশ্বস্থতা অর্জন করতে পারে। এবং দুনিয়ার স্থর সমূহে ঘূর্ণায়নী হওয়া ড্রয়ার গতিবেগের নড়াচড়া সমূহের প্রতি বিরোধ স্বরুপ ঐ ড্রয়ার সমূহের নীচে পরে যেন নীজেকে পিষে না ফেলে। এটাও আবার আদেশ নিষেধের প্রকার থেকে হওয়ায় আরেক ইবাদাত।

চতুর্থতমঃ আদেশ সমূহকে পালন করা এবং নিষেধ সূমহ থেকে দূরে থাকার বিবেচনায় একজন মানুষ, সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে অসংখ্য স্থরসমূহের মাধ্যমে সম্বন্ধন তৈরী করেও সংশ্লিষ্ট হয়। বিশেষ কোন ব্যক্তি দ্বীনের হুকুম সমূহের ও সর্বসাকুল্যময় শিষ্টাচারীতায় ও তার আখলাক প্রতিষ্ঠার পর লোকটি এক হলেও এক প্রকার শ্রেণীর আওতায় চলে আসে। অর্থাৎ অসংখ্য হরা বা অধিকার সমূহকে, স্থর, মর্তবা, পথ, শিক্ষা শিষ্টাচারীতার ন্যায় দায়িত্ব সমূহ একজন মানুষের মাঝে ব্যবহার করা হয়। যদি এই লোকটি আদেশকে পালন করা ও নিষেদকে মান্য না করে তাহলে ঐ দায়িত্ব পুরোপুরী ভাবে ধুলিস্যাৎ হয়ে বরবাদ হয়ে যায়। ইবাদাত আর থাকে না।

পঞ্চমতমঃ মানুষ ইসলামের ছত্রছায়ায়, ইবাদাতের বাহনের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানদের সম্মুখে স্থায়ী এক সু-সম্পর্ক সৃষ্টি, করে এবং মজবুত এক সম্বন্ধ ও সংশ্লিষ্টতা নীজের হাতে অর্জন করে। এখন কোন নির্ভেজাল ভ্রাতৃত্য তারপর হাক্বিক্বি এক স্নেহ পরায়নতার, ভালবাসার প্রতি মাধ্যম হয় দাড়ায়। প্রস্তুত; জনসাধারণের সাথে ভীত্তির ক্ষেত্রে পূর্ণতা ও উন্নতির দিকে শুধু ও একান্ত সর্বপ্রথম দাপসমূহের অবস্থায় ভ্রাতৃত্বের সাথে মুহাব্বতের পাওয়া যায়।

ইবাদতের মধ্যে ব্যক্তি পূর্ণতার মাধ্যমে হাওয়া কথার ব্যাখ্যা:- মানুষ দেহাবয়বে সে ছোট, দুর্বল, অক্ষম হওয়ার সাথে প্রাণীদের হিসাবের বিবেচনায়, এই মানুষ অতি উচুমানের একটি রুহ বহন করছে, এবং অত্যান্ত যোগ্যতার বড় এক বাহনের অধিকারী এবং ভারাক্রান্ত হবে না এমন অসংখ্য ঝোঁক সমূহ ইচ্ছা গতি নিয়ে তার সাথে এই মানুষ অশেষ আশা আকাংখার গুরু সে শুধু তাই নহে তার মাঝে বিদ্যমান সীমাহীন ফিকির করার ক্ষমতা, তার মাঝে আছে রিপুর সংস্পর্শের সীমাহীন বাসনা এবং ক্রদান্নীত হওয়ার আরেক শক্তির ন্যায় অনেক শক্তিশালী অস্ত্র তার কাছে বিদ্যমান। এবং এমন এক আশ্চর্যজনক কারিগরি ক্ষমতা তার মধ্যে আছে যে, যে সমস্ত সৃষ্টি শ্রেণীর ও সৃষ্টিকুলের এক সুচিপত্র হিসেবে তাহাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ রকম একজন মানুষের ঐ উচ্চমানের রুহের প্রশস্থতা তৈরীকারী মাধ্যম বা বাহনের পথ হল ইবাদত। এমন মানুষের যোগ্যতা সমূহকে আলোকপাতকারী হল ইবাদাত। এই মানুষের সকল ইচ্ছা চিত্র বা ঝোঁক সমূহের পৃথক করে উপস্থান ও বিশুদ্ধকারী হর ইবাদাত। তার আমল সমূহকে তার অধিকার সাব্যস্থকারী মাধ্যম হল ইবাদাত। তার আমল সমূহকে তার অধিকার সাব্যস্থকারী মাধ্যম হল ইবাদাত। রিপুর রুচিবোধের ও রাগের ন্যায় তার মাঝে থাক শক্তি সমূহের অবস্থান নিয়ন্ত্রিতকারী হলো ইবাদাত। প্রত্যক্ষ প্ররোক্ষ সকল অঙ্গাবলীকে অংশবলীকে তাবিয়াতের বা প্রকৃতিবাদীতার আধারী থাকাকে দূরীভূতকারী হল ইবাদাত। মানুষকে মানসিক ক্ষমতার শক্তি সমূহকে পূর্ণতা প্রদানকারী হয় ইবাদাত। বান্দা ও তার স্রষ্টার সাথে সর্ব উচ্চ মানের সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হল ইবাদাত। হাঁ, মানবের পূর্ণতার সব চেয়ে উচু মানের হওয়া এই সম্পর্কই হল তার সফলতার পাথেয়।

ইবাদতের রুহ বা প্রাণ হল ইখলাছ বা আত্মশুদ্ধিতা। আর যেহেতু তার প্রাণ ইখলাছ, তাই কৃত ইবাদাতের মূলশক্তি বাস্তবায়ন হল তার হুকুম প্রদান করা হয়েছে এই জন্য ইবাদাত করা। নতুবা অন্য কোন নিয়তে বা অন্য কোন হিকমত বা ফায়দার জন্যে এই ইবাদাতের কারণ যদি প্রতিষ্ঠা পায় বা স্বার্থ প্রদর্শন হয় তাহলে এটা বাতিল ইবাদত হিসেবে বিবেচিত হবে। হিকমত সমূহ অথবা ইবাদাত করার লাভ সমূহ কেবল মুয়াজ্জিহ বা ইচ্ছার উপলব্ধ হতে পারে। কখনও কারণ হতে পারে না। কারণ একটাই আদেশ করাহয়েছে তাই ইবাদাত করা হচ্ছে।

মহা গ্রন্থ আল- কোরআন যখনই উল্লেখ হয়েছে (বাকারা -২১) (আরবি---------) এর দ্বারা মানবজাতিকে ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এ যেন উপস্থিত ভাষার দ্বারা বলছে যে, "আমরা কেন ইবাদাত করব, তার কারণ কি?" এরকম প্রশ্নাবলীর উত্তরে কোরআন আয়াতের পরবর্তী অংশে সাথে সাথে বলে দেওয়া হচ্ছে (আরবি--------) এমন বাক্যের দ্বারা উত্তর প্রদান করে মহান সানী রবের একত্ববাদের অস্তিত্বকে উল্লেখ করতে শুরু করেছে।

ভূমিকা

আগুনের প্রমাণ হিসেবে ধুমাকে যেমন ধর্তব্য প্রমাণ নেওয়ার ন্যায়, যার উপর কিছুর প্রভাব পড়েছে এই কিছুটাও প্রভাবের ইঙ্গিত বা দলীল এমন ব্যাপারগুলোকে "বুরহানে লিম্মি তথা প্রভাবের কারণ বিদ্যমানী প্রমাণ" বলার ন্যায় অর্থাৎ আগুন বিদ্যমান ধুমার দ্বারা বুঝার ন্যায় কোন কিছুর আচরণ প্রমাণ করে তার আখলাক কেমন এমন পন্থাকে বুরহানে ইন্নি বলে। (ধুমা হচ্ছে লিম্মি আচরণ ইচ্ছে ইন্নি)। বুরহানে ইন্নি এর যত সংকেত বা ধরন আছে তাহা আরও স্পষ্ট বা ছালিম। এখন উল্লেখিত বাকারার ২১নং আয়াতের মধ্যে মহান রবের একত্ববাদ অস্তিত্বের প্রমানকারী দলিল সমূহের থেকে এক পদ্ধতির দলিল হলো "ইনায়েত দলিল তথা দয়ার বহিঃ প্রকাশের দলিল"। এই প্রমাণটি; এই কায়েনাতের ও কুল-কায়েনাতের অংশাবলী এবং তার ধরণ মিশ্রণের থেকে, ভীন্নতা থেকে ছত্রভঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা করে সমগ্র বিশেষত্বকে নীতিমালার আওতাধীন আনার মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে প্রাণ সঞ্চারণের নিয়মনীতির দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট। এই জোমটা হল সমগ্র লাভ হিকমত, উপকার, সুবিধা-ভীত্তি বা মূল ফায়দা ও উপকার সম্পর্কে আলোচনাকারী সমস্ত ক্বোরআনের আয়াত সমূহ এই নিয়মের ও এর উপর ভীত্তি করে কথা বলছে। এই নেজামের আলোকপাতকারী ওজ্জলী এগুলো।

এই ধারাবাহিকতায় সমস্ত লাভ, উপকার ও ফায়দা সমূহের মূল উপলক্ষ হওয়া এবং কায়েনাতকে এর দ্বারা জীবন দানকারী এই পদ্ধতি বা নেজাম; নিঃশন্দেহে একজন নাজিমের (আইনের প্রণেতা) াস্তিত্বকে প্রমাণ করার ন্যায়, ঐ আইন প্রনেতার ইচ্চা এবং হিকমতকেও প্রমাণ করার সাথে সাথে গন্ডমূর্খ অন্ধবাদীদের বাণী এমনি এমনিতে হয়ে যাওয়া এমন তাহাছফি সন্দেহ প্রাণ কথাবার্তাকে প্রত্যাখ্যান করে বাতিল করছে।

হে, মানুষ যদি তোমার চিন্তা-ফিকির, দৃষ্টিপাত এই সু-উচ্চ নীতিমালাকেত পেতে অক্ষম হয়ে থাকে এবং পূণাঙ্গ গবেষণার মাধ্যমে অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে সাধারণ এক তথ্য উপাত্তের মাধ্যমেও ঐ নিজাম বা নিয়ম নীতিকে যদি তুমি বুঝতে সক্ষম না হও, মানুষের মধ্যে বিদ্যমান চিন্তা গবেষণার একত্র ফল নামী ফিকির সমূহের একত্রিত করণের দ্বারা তৈরী হওয়া বা মানবজাতীর অঙ্গাবলীর রুচি এর মধ্যে পড়ে এমন ইন্দ্রিয় তাহলে শাস্ত্রাবলীর দ্বারা তুমি লক্ষ করো ও কায়েনাতের পৃষ্ঠা সমূহকে পড়ো এমনভাবে যে, জ্ঞান সমূহকে ফেছনে ফেলাকারী এই মহান উচ্চ মাকামের নেজামকে এলাহী নীতিমালাকে যেন মানুষের জান দেখতে পায়, বুঝে।

বখতঃ কায়েনাতের প্রত্যেক পৃথক পৃথক ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের গঠন তৈরী হয়েছে বা হওয়ার পথে। এখন বিশেষ বিষয়ের শাস্ত্রকে নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সার্বজনীন নীতিমূলের সাথে এর সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। আবার সার্বিক নীতিমূলের চিন্তা করলে দেখা যায় নেজামের বা নিয়মনীতির উচ্ছতা ও সুন্দর্যতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। যদিও নিয়ম হল নেজাম না হওয়ার কোন কিছুর পূর্ণতা প্রতিষ্ঠা হয় না। যেমন-সকল উলামাদের মাথায় সাদা একেকটি পাগড়ী রয়েছে। সার্বজনীন নীতিমূলের মাধ্যমে বলা হয় এই বিষয়ের হুকুম স্বরুপ উলামাগন নিশ্চই এই নেজামের দ্বারা এই পাগড়ী পরেছেন। এটাই ইশারা প্রদান করে এমনি এমনি কোন নীতিমূলের প্রতিষ্ঠা ছাড়া বা না বুঝে তারা এটা ব্যবহার করবেন না।

আর যেহেতু ব্যাপার এরকম, তাই তথ্য-উপাত্তের ফলশ্রুতিতে কায়েনাত সম্পর্কিত শাস্ত্র সমূহের থেকে একেকটি, কায়দা, নিয়মের কুল্লিয়াতের মাধ্যমে এই কায়েনাতের মধ্যে উচ্চ মানের এক নেজামের পাওয়াটা প্রমান করে। অথবা এটা একটা স্পষ্ট প্রমাণ। এবং প্রত্যেকটি শাস্ত্র বা জ্ঞান আলোকিত এক দলীল হয়ে, সৃষ্টির অস্তিত্বকুলের সিলসিলাতে বৃক্ষের স্তবক গোচ্ছের ন্যায় লটকিয়ে দুলানোকৃত শিষ্টাচারিতার ফলসমূহকে এবং ঐ সময়ে অবস্থা সমূহকে পরিবর্তন করার গোপনহওয়া ফায়দা সমূহকে প্রদর্শন করার সাথে আসল শিল্পী মহান রবের ইচ্ছা এবং তার হিকমত সমূহকে ঘোষণা তারা করে যাচ্ছে। সাধারণত: সন্দেহভাজন শয়তানদেরকে ধ্বংস করার তাদের অনৈতিক রুচিকে ধুলিস্যাৎ করার লক্ষে একেকটি শাস্ত্র-জ্ঞান, একেকটি অন্ধকার ভেদকারী নক্ষত্র স্বরুপ হয়ে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই কায়েনাতের একেক বিষয়ের উপলব্ধকৃত শাস্ত্রজ্ঞান নেজামের আওতায় প্রকাশ পেয়ে আসন মালিকের পক্ষে কাজ করে করে সন্দেহবাদী উপলক্ষকে ভেদ করে জালিয়ে দেওয়া একেকটি নক্ষত্রের রুপে এসে হাজির হচ্ছে।

হে বন্ধু!

এই নীতিমালাকে পাওয়ার জন্যে যদি তুমি গবেষণায় লিপ্ত থাক তাহলে, আগত উদাহরণকে মনযোগ দিয়ে রক্ষ করো তোমার উদ্দেশ্য তুমি পৌছাতে পারবে। দেখ চক্ষু দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না এমন ভাইরাস, এমন কোন ছোট থেকে ছোট প্রাণী, ক্ষুদ্রতার ক্ষেত্রে অত্যান্ত ছোট পাতলা এবং আনুকা এই বস্তুর মধ্যে নিহিত আছে এক খোদায়ী মেশিনের বেষ্টনী। আর মেশিন সম্ভাবণের অস্তিত্ববান বস্তু থেকে হওয়ার ধরুন, এর দেহের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীনতায় সমমানের ন্যায় দেখায়। কোন কারণ ছাড়া এটা অস্তিত্বে আসা বা মাধ্যম ছাড়া অস্তিত্ববান হওয়া এটা অসম্ভব। আবার এই মেশিনের জন্যে অস্তিত্বে আসটাও কোন কারনে দ্বারা জরুরী। আর কারণটাকে যদি চিন্তা করি, এটা প্রাকৃতিক কোন কারণ নহে। কারণ পাতলা না দেখা মিক্রুবের মধ্যে অন্তর্নিহিত মেশিনের যে নেজাম বা নীতিমূল আছে এটা হল এক মহান জ্ঞানের ও তার ফলের প্রভাব স্বরুপ। যখন এটা প্রাকৃতির কারণ হবে তাতে কোন জ্ঞানের দরকার নেই। অচেতন হবে, নিষ্প্রাণ থাকবে। এখন সমস্ত আক্বল সমূহকে পেরেশানকারী ঐ পাতলা মেশিনের অস্তিত্ব তৈরী হয়েছে প্রকৃতির কারণে যে ব্যক্তিটি দাবি করে, এগুলো অফ্লাতুন প্রেটুর দর্শনের বলার ন্যায় বলে জালিনুসদের ন্যায় যখন বলে প্রকৃতিক তাহলে তখন তাদের বলকৃত প্রাকৃতিক হেকমতের ধারাণুসারে ঐ শরিষার মধ্যকার থেকে একটি সাংবাদিক অস্তিত্বে আসা দরকার যে বলবে এভাবে এভাবে এটা প্রাকৃতিক অল্লাহ প্রদড় কিছু নেই এখানে। যদি এরকম চিন্তা করা হয় তখন ব্যাপারটি এমন এক আনাড়ীমানার, মূর্খতার মিথ্যাচারিতার ও উদ্ভট ব্যাপার হয় যে, প্রখ্যাত দার্শনিকরাও শ্রবনের পর লজ্জিত হয়। আর যাই হোক, বস্তুর কারণের মধ্যে উত্তাপনের বিষয় গ্রহণকারী জববাদায়ী শক্তির দ্বারা দূরীভূত ও উড়িয়ে শক্তির শ্রেণীর তারতম্য নাহওয়ার এক অংশ বিশেষের মধ্যে এক সাথে একত্রিত হওয়ার বা করার ইচছা তারার করে ফেলেছে। অথচ কুয়্যাতে জাযিবা দাফিনা একটি অপরটির ঠিক বিপরীত একত্র হওয়ার সুযোগ নেই। একত্র হওয়া অনুচিৎ। (বহন ও তরক করার শক্তি)। কিন্তু যখন মানবিক চিন্তার দর্শনের বাহিরে জাযিবা ও দাফিয়া এই দুটি নেজামের প্রতি “আল্লাহর নিদর্শন” হিসেবে চিন্তা করলে বা ব্যাপারটা এলাহির কানুনের বিবেচনায় নিয়ে আসলে এবং তাবিয়াত তথা প্রকৃতির নামে চালানোটাকে শরীয়তের ফিতরীয়ত হিসেবে নিয়ে আসলে এদের একত্রকরণ সম্ভব উচিৎ হয়ে দাড়ায়। বলাবাহুল্য,নেজামের নীতি থেকে প্রকৃতিতে প্রবেশ, প্ররোক্ষ অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অস্তিত্বে, বিবেচিত চিন্তার জীবন থেকে বাস্তবিক জীবনে মাধ্যম হওয়া থেকে যে প্রভাবটা বের হওয়ার শর্তের সাথে এমন একত্রিকরণের অবস্থান গ্রহণীয়। নতুবা প্রথমেই প্রকৃতির দ্বারা হয়েছে বলে চালিয়ে দেওয়অ অনুচিৎ জ্ঞানবহিভূর্ত এমনটি জায়েজ নহে।

হে বন্ধু! উল্লেখিত উদাহরণের এই অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীটিকে যা মিক্রস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় তথা ভাইরাসের মধ্যে থাকা যে বিশাল ঐ মেশিনের নেজাম এবং ইন্তেজামী কর্ম কারিগরীকেকে স্বীয় দেমাগের দ্বারা যখন পরিষ্কার হওয়াটা বুঝেছ তাহলে এখন মাথা উত্তোলন কর। এই বিশ্বভ্রহ্মান্তের দিকে থাকাও! নিশ্চিত হও যে, কায়েনাতের ব্যাখ্যা ও ও আত্মপ্রকাশের দৃষ্টিতে ঐ সু-উচ্চ নেজামকে কায়েনাতের সর্বক্ষেত্রে পড়তে বুঝতে, জানতে পারা যায় পন্থায় অনুশীলন কর। তখন আরও পরিষ্কার হবে।

হে বন্ধু! তুমি যদি কায়েনাতের পৃষ্টা সমূহের প্রত্যাকারী এই এনায়েতী দলীলের বক্তা আয়াতে কোরআনকে নিয়ে যদি তুমি কোন চিন্তা ফিকির না করে থাক তাহলে শুন, পূর্ণাঙ্গ গুণে গুণী এই আযীমুশশান কোরআনের আয়াত সমূহ বলছে যে, মানবজাতি যেন অফাক্কুর করে। মানুষকে তাফাক্কুরে আহ্বানকারী সমস্ত আয়াতসমূহ এই উল্লেখিত “দলিলুল ইনাইয়াহ” এর দিকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং এইভাবে চিন্তা করে আহবান করছে। তার সাথে নেওয়ামত ও উপকারের সম্পর্কিত আয়াত সমূহ ও উল্লেখিত দলিলুল ইনাইয়া নামী এই উচু মাপের নেজামের বা নীতিমালা খুঁজে পাওয়ার পন্থার ফলাফল থেকে আলোচনা করছে। মোট কথা, আলোচনার বাতী হওয়া আয়াতটি হল (বাকারা২২ আরবি------------------- হবে)

এই সকল বাক্যাবলী দ্বারা ঐ ব্যাখ্যাকৃত নেজামের ফায়দা সমূহকে এবং নেয়ামত সমূহকে বৃক্ষ থেকে ছিড়ে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরছে।

দলিলে ইখতেয়ারী উদ্ভাবনী প্রমাণ।

উল্লেখিত আয়াতে মহান শিল্পী আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বাদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী দলিল সমূহের থেকে একটি হল (বাকারা ২১ আরবি হবে-------------------) উক্ত আয়াতাংশে যে ইঙ্গিত রয়েছে এটা হল দলিলে ইখতেরায়ী অথবা উদ্ভাবনী প্রমাণ। উদ্ভাবনী প্রমাণের ব্যাখ্যা এরকম হতে পারে যে, মহান আল্লাহ বিশেষ নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্বন্ধ এবং নীজেকে তার পরিপূর্ণ তার যোগ্য হওয়ার বিবেচনায়, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতীয় প্রতি বিশেষ এবং স্বাধীন এক দেহ কাঠামো দান করেছেন। তার এই সৃষ্টিতে আযাল বা চিরনশ্বর এর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে ইতিহীন হিসেবে চলন্ত হওয়া কোন সৃষ্টির শ্রেণী পাওয়া অসম্ভব বানাই। তার কারণ হল সমস্ত সৃষ্টি শ্রেণী অস্তিত্ব থেকে ঔজ্জব হওয়া গুনের যে লেবেল রয়েছে ঐ পর্যন্ত উন্নীত হয় নাই। আর ধারাবাহিকভাবে এই সৃষ্ট অস্তিত্ব ধ্বংস হবে এমন স্থানে অস্তিত্ববান বা বিদ্যমান। এবংএই জগতে দেখতে পাওয়া এই সৃষ্টির পরিবর্তন এর সাথে এক প্রকার বস্তর নতুন করে অস্তিত্বে আসাটা অর্থাৎ আবার সৃষ্ট হওয়াটাকেও চক্ষুর দ্বারা দেখা যাচ্ছে। অন্য প্রকারের নব সৃষ্টি জ্ঞানের প্রয়োজনের সাথে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত। অর্থাৎ এমন এক অবস্থা কোন কিছুরই বিলীনতার বিবেচনায় যায় না। তদসত্বে, প্রাণীদের সম্পর্কিত শাস্ত্রজ্ঞান ও তরুলতার শাস্ত্র সম্পর্কে প্রমান উপস্থাপনের ন্যায় সৃষ্ট শ্রেণীর হিসাব ২ লক্ষের চেয়েও আরও বেশি। এই শ্রেণী সমূহের জন্যে একেক আদম বা একেক প্রথম বাবা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার যখন প্রথম বাবা বা আদমের অস্তিত্ব নাই এর হালতে কমপক্ষে সৃষ্টিজগতে এদের অস্তিত্বে আসার বিবেচনায় অত্যাবশ্যকীয় অবস্থায় তখন মানতে বাদ্য যে কোন মাধ্যম ছাড়া এদের অস্তিত্বে আসাটা কুদরতে এলাহির দ্বারা সৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এর কারণ হল শ্রেণী সমূহের ধারাবাহিকতা, সীমাহীন ভাবে তাদের বিলীন হয়ে যাওয়াটার দাবি বাতিল বলে গণ্যহবে। আবার কিছু সৃষ্ট শ্রেণীর অন্যাণ্য শ্রেণী থেকে অস্তিত্বে আসাটার সন্দেহ কল্পনাটাও বাতিল হিসেবে গণ্য। তার কারণ দুটি শ্রেণী থেকে জন্মগ্রহণকারী বা অস্তিত্ববান হওয়া কোন শ্রেণী এর বেশীর ভাগই ইতিহানী অথবা তার বংশ কর্তিত হয়ে গেছে। বেশী হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়াটা কোন বংশ পরম্পরা প্রমাণিত হয় না।

মোট কথা! মানবতার বা অন্যান্য প্রাণীদের আকৃতি ধারণের পরম্পরার শুরুটা সর্ব প্রথম এক বাবাকে কর্তনের ন্যায় এর একেবারে শেষাংশও শেষ এক সন্তানের দ্বারা কর্তন করে তার শেষটা প্রমান করবে।

এখন কথা হর চেতনাহীন, ইচ্ছাহীন, জড়বস্তু, যা একেবারে স্বাভাবিক হিসেবে প্রাকৃতির কারণের, সমস্ত আক্বর সমূহকে নাস্তানাবোধকারী ঐ শ্রেণীর সিলসিলা সমূহকে, বংশ পরম্পরাকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এরা যোগ্যতার দাবীদার হওয়ার অস্তিত্বে বিদ্যমান হওয়াটা অসম্ভব বা এর বাহিরে। একিভাবে কুদরত তার অলৌকিকতার বিবেচনায় একেকটি আশ্চর্যজনক নকশা ও আকস্মিক আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বহনে ঐ শ্রেণীর বেষ্টনীর ক্ষেত্রে মানব ব্যক্তির ব্যাপারে ও নব্য সৃষ্টি এবং উদ্ভাবন সমূহকে ঐ কারণের প্রতি সম্পর্ক তৈরী করণ, এটা কেবল অসম্ভব থেকে নহে বরং চূড়ান্ত অবাস্তব অসম্ভব। বস্তুত: ঐ পরম্পরাকে আকার দানকারী শ্রেণীর সাথে ব্যক্তি নব্যসৃষ্টি এবং সম্ভবতার বা অস্তিত্ববান হওয়ার ভাষায় প্রত্যেক তাদের স্রষ্টার ব্যাপারে ওয়াজিবুল উজ্জুদ ওয়ার ক্ষেত্রে অকাধ্য ভাবে সাক্ষীর মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করে যাচ্ছেই।

প্রশ্ন! সকল সৃষ্টির পরম্পরার তাদের স্রষ্টার ব্যাপারে ওয়াজিবুল উজ্জদ (একান্ত আবশ্যকীয় স্রষ্টা) হওয়ার ব্যাপারে সর্ব সম্মুখে কঠোরভাবে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝলাম কিন্তু আমরা দেখী সনে মানুষ সৃষ্টির পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাথে এই ইন্দ্রিয়ের গতিবেগের উপস্থিত না হওয়ার দৃষ্টিতে সন্দেহ করে গত হওয়ার আওতায় তারা ভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার কারণটা তাহলে কি হতে পারে?

উত্তরঃ এমনটি করার মূল কারণ ইচ্ছা বা সচেতনতার দ্বারা মানুষ করছে এমনটি নহে; বরং এটা তার মূর্খ যোগ্যতার বা অচেনতার এক দৃষ্টি স্বরুপ, তাই অসম্ভব ও প্রত্যাখীত সম্ভবতার দৃষ্টির দ্বারা এটাকে লক্ষপাত করা যেতে পারে। যেমন;

একটি ঈদের সন্ধ্যায়, আকাশে চন্দ্র বা হিনালকে দেখার জন্য অন্বেষনকারীরা তাদের মাঝে বয়স্ক কোন ব্যক্তিকেও পাওয়া যায়। আর বয়স্ক লোক আকাশের এ ঈদের সন্ধ্যার চন্দ্রকে দেখার জন্যে তার সমস্ত সচেতনাতও আগ্রহ ঐ দিকে একান্ত মনোনিবেশ করে যখন সে চন্দ্র দেখতে বা খুজাখুজিতে খুবই ব্যস্ত ঠিক তখনই তার চোখৈর মনির মধ্যে কোন ছোট টুকরা বা পর্দা বা চোখের ছানীতে কিছু পড়লে বা যেভাবে এমন কিছু তার চোখে ঐ সময় পতিত হয়। আর তখনই ঐ বয়স্ক লোক এটাকে চাঁদের মত মনে করে যখনই বলে আমি চাঁদ দেখেছি। এবং এই অবস্থাকে সে তার বিবেচনায় এই তো চাঁদ বলে হুকুম প্রদানকরে।

অতঃএব ভূল যোগ্যতার বা অনেচেতনার দৃষ্টিপাতের এই উদাহরণের ন্যায়, ত্রুটিতে পতিত হওয়ার ন্যায়, উচ্চমানের স্বর্ণতুল্য এবং সম্মানী এক মাহাত্যের অধিকারী এই মানব, ইচছাকৃতভাবে বা সচেনতার নিরিখে সকল সময় সত্যকে বা হাক্বিক্বাতকে যখন সে অন্বেষণে ব্যাস্থ থাকে, মাঝে মাঝে অসচেতনতার ও জড়-যোগ্যতার দৃষ্টিতে সে বাতিলের দিকে থাকিয়ে মনে করে এই তো হক্ব। এ বাদিল ও অনিচ্ছাকৃত ও অন্বেষন বহির্ভূত অপ্রয়োজনে অজান্তে ফিকিরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন ফিকির ক্ষমতাও ইচ্ছা অনিচ্ছায় এটাকে গ্রহণ করে গোপন করে। এক পর্যায়ে ধীরে ধীরে, সত্যায়নের দিকে পথ ও গ্রহণীয়তায় ব্যক্তির কাছে বিকাশিত হয়। কিন্তু ঐ লোকটির এই বাতিলকে গ্রহণ করা বা তার ফিকিরের সত্যায়নটা সমস্ত হিকমত সমূহের মূলে ফেরার ক্ষেত্র হওয়ার জগতের নেজামের থেকে গফলতী করা থেকে এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে গতি প্রভাবের অবস্থান মূলের অনুপস্তিতির তরে ঠিক বিপরীত হওয়াটা প্রমাণ করে যে অন্ধত্বের প্রভাব রয়েছে এমন পর্যায়ে যে, এই আশ্চর্যময় নকশা সমূহকে এবং বিস্ময়কর কারিগরীতাকে ও তার শিল্পীর শিল্পায়নের বাস্তবাতাকে জড়বস্তুর কারণের সাথে সম্পর্কিত করার হোঁতায় তারা ঐ ভ্রষ্টতায় বাদ্য হয়ে পতিত হচ্ছে।

হুসাইন জিছরী (১২৬১-১৩২৭খ্রিঃ) বলার ন্যায় বলছি যে, আধুনিকতার প্রভাবে চিত্যকর্সিত হওয়া এবং সর্ব প্রকার সুরেলা সুখে সুন্দর্যতার অধিকারী কোন ব্যক্তি যে ঘরে প্রবেশ করেছে। ঘরের মালিক যদি কখনও এমন মহা সুন্দর মানুষ পূর্বে না দেখে সে তৎক্ষণাত এটা কারও কারিগরী নহে প্রাকৃতির তরে হস্তান্তর করে কথা ঝড়াবে।

একইভাবে জগতের নেজামের সমগ্র হিকমত সমূহের উপকার সমূহের পূর্ণাঙ্গ এক স্বচ্ছ ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় ও তার বেষ্টনীতে হওয়ায়, তার অসীম জ্ঞানও কামালাতকে কুদরতকে সাক্ষী দেওয়ার প্রক্কালে গাফিলরা গাফলতীর মায়াজালে পতিতহয়ে মুখ ও জড়তার যোগ্যতায় বিবেচনাকরে হাক্কিক্বাতের প্রভাবকে জড় পদার্থের কারণ সমূহে প্রদান করে কথা বলতে অনাকাঙ্খিতভাবে দেখতে বুঝতে পারার পরও বাধ্য হয়ে তারা এমন বাণী চালিয়ে যাচ্ছে।

হে বন্ধু! মহান রবের অতিমাত্রার পাতলা রকমের শিল্পায়নের চিত্র এবং অতি মাপের উচ্চতর কুদরতের আশ্চর্যজনক ক্ষমতার থেকে দৃষ্টিপাত করে, এগুলোকে প্রাকৃতিক বলে চালিয়ে না দিয়ে একেবারে স্পষ্ট ও উন্মোচিত অবস্থায় থাকা এই শিল্পসমূহের পরিষ্কার ছবির দিকে সৃষ্টি কারিগরিতার দিকে লক্ষপাতহয়। যেমন- যখন কোন আয়নাকে আকাশের দিকে ধরে রাখবে তখন আকাশকে আরও উপরে উত্তোলন করে তার নকশাসমূহের তার নক্ষত্র সমূহের আরও উপরে উত্তোলন করে, তার নকশাসমূহের তার নক্ষত্র সমূহের সাথে সবকিছুকে আয়নার ভিতরে প্রতিভম্বিত ও প্রতিচ্ছবি উপস্থাপনকারী আয়নার প্রভাবের কারণে বা প্রতিভম্বিত ফর্মূলার নিয়মে বলা যাকে কি ভিতরে আরেক আকাশ বাস্তবেই রয়েছে? অসম্ভব। এটা মাত্র এই আয়নার প্রতিফলত মাত্র। নতুবা বাস্তবায়তায় কোন কল্পিত আদেশের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এই আদেশের কোন সাধারণ চিত্র বা দেহ, যা ভূমির সাথে নক্ষত্রকে এই শুন্যতায় সুবিন্যস্থ গতিবেগ এবং তার চলন্তকরণের প্রতি ইল্লাতে মুআচ্ছারা বা প্রতিফলনের কারণ হিসেবে অর্জন বা গ্রহণ কি তুমি করতে পারবে? এটাও দেখতে যেমন বাস্তবতা অসম্ভব! প্রকৃতপক্ষে এগুলো বেশির থেকে বেশি কোন শর্ত বা কারণ হতে পারে হুবহুর অস্তিত্ব বা প্রভাবকারী কারণের মূল বিষয় হতে পারে না।

মোট কথা = মানব যখন দূর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ যোগ্যতায় ও অনিচ্ছাকৃত কিছুর প্রতি বাতিল ও অসম্ভব কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে মৌলিক কারণকে না পাওয়ার অবস্থাকালে তার মাঝে বাণী প্রচারের এক সম্ভাবনা তৈরী হয় তাহর অপারগতার ও আস্থাহীনতার অস্বীকৃতি।

তবে এই মানুষ যখন ক্রেতা ও ইচ্ছামূখী রুচির গুনে এবং স্বয়ং নীজে পূর্ণ সচেতনতায় যদি দৃষ্টিপাত করে তখন তাদের তৈরীকৃত বুঝের ফায়দাসমূহ বা হিকমত তারা যাই বলুক এমনকি মিত্রে ও বাতিল বিষয় সমূহ থেকে কোনটাকেই এই মানুষ গ্রহণ করবে না। সর্বোচ্চ সকল রাজনৈতিক মাথা ঘামানো বা তাদের কলা কৌশলী দ্রষ্টতা ও দার্শনিকদের দৃষ্টতার জ্ঞানসমূহকে ছোট একটি পরিষ্কার দানার তুল্যও নহে বখিল স্বরুপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এদেরকে গ্রহণ করবে।

প্রশ্নঃ প্রকৃতিবাদী তারা সর্বক্ষণ গৌরবের সাথে যে প্রকৃতিবাদীতার নিরিখে বক্তব্য দেয়, তাদের হাতে এমন কি নীতিমালা বা ক্ষমতা আছে যে, তারা তাদেরকে ঐ পথেই বিশ্বাস স্থাপন করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে?

উত্তরঃ তাদের উদ্ভূত্তকরা প্রকৃতির দাবীর যে বস্তুটি, এটা একটা ছাপাখানার ঘর স্বরুপ। ছাপাকারী নহে। যে ছাপায় সে সেটা হল ক্ষমতা। কানুন, বা ক্ষমতার কারণ নহে। আর শক্তির মাধ্যম কেবল কুদরতের মধ্যে রয়েছে। অথবা যেমনটি আসাদের জানা শরীয়ত, মানবদেরকে শান্তি প্রদানকারী ইচ্ছাকৃত কার্যক্রম সমূহকে

একটি নেজাম ও এক বিন্যাস্থতার আওতায় নিয়ে হুমকি প্রদানকারী কায়েদা-কানুন সমূহের সারকথা এটি নতুবা এও হতে সক্ষম যেমন সরকারের কার্যক্রম সমূহকে বন্দোবস্তকারী নিয়মনীতি সমূহকে, আইন সমূহকে, কানুন সমূহের এক সারমর্ম স্বরুপ। একইভাবে প্রকৃতিবাদ নামী বস্তুটিও প্রত্যক্ষদর্শী জগতের অংশাবলী থেকে এবং তার অঙ্গাবলী থেকে প্রশান্তি অর্জনকারী যত প্রকার কার্যক্রম আছে এগুলোর মধ্যকার এক নেজাম ও এক বিন্যাত্তবোদের পন্থাকে তৈরীকারী এলাহীর একটি ফিতরী শরীয়ত। শরীয়তের সাথে রাষ্ট্রীয় নেজাম যা যুক্তিযোগ্য ও নির্ভরশীল হওয়ার ন্যায়; তাবিয়াত ও একটি বিবেচনাময় আদেশ প্রতিষ্ঠা পেয়ে, সৃষ্টিতে বা অস্তিত্বে চলন্ত হয়ে আল্লাহর আদর্শের থেকে সংশ্লিষ্ট। তবে তাবিয়াতকে তার একটি বহিরাগত অস্তিত্ব আছে মনে করে কল্পনা করা, একটি সৈন্য দলের, শিক্ষাবাহী অনুশীলনীয়তার চর্চা করাকে তাদের এই নেজামের উপর চাল-চলনকে দাড়ানো, বসা এমন অবস্থানকে কোন বন্য প্রাণীর ন্যায় চিন্তা করা যে, অহ এখানে কোন দড়ি আছে আর এর দ্বারা পেরেডের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এমনকি ভূল কল্পনা কারীর মূর্খ চিন্তার ন্যায় তাবিয়াত বা প্রকৃতিবাদ উপমা স্বরুপ।

এই আলোচনার ধারাবাহিকতায়, মানুষের মধ্যে থাকা ভাল-মন্দের পার্থক্য করণী ক্ষমতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বন্য টাইপের কোন মানুষ ত্রুটিময় যোগ্যতা ও তাবিয়াতের দৃষ্টিতে চিন্তাময় চলন্ত ও গতিময়তাকে প্রকৃতির গুণ এমন বহিরাগত অস্তিড় প্রকতিবাদীতায় বিদ্যমান আছে সে তার মন্দ কল্পনা থেকে বলতে পারে।

মোট কথা: তাবিয়াত বা প্রকতিবাদ হল, আল্লাহর এক শিল্প এবং ফিতরী শরীয়ত। আর কানুন সমূহ হল, তার সকল বিষয়াবলীর সংশ্লিষ্ট মাস'আলা সমূহ। শক্তি বা ক্ষমতা ও সমূহের হুকুম সমূহের আওতাদিন।

এখন আলোচনাকে একত্ববাদের প্রতি নিয়ে যাচ্ছি। কোরআনে কারীম, মহান পরাক্রমশালী শিল্পীর একত্ববাদের পক্ষে যে পরিমাণ দলীল উপস্থাপন করেছে এতে বুঝে আসার মত কোন কিছুই তরক করে নাা বিশেষ করে "জমীন ও আকাশে কুল কায়েনাতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকত, তাহলে এই দেখতে পাওয়া বিশ্ব পরিচালনায় ফাসাদের দাঙ্গাঁয় জর্জরিত হয়ে যেত। এই কথারই অর্থ বহনকারী (আম্বিয়াই) (আরি----------------হবে) আলোচ্য আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে দ্বী-স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যাত। এবং মহান স্রষ্টা যে একজন তার নিরংকুশ অকাট্য দলিল এটি। অন্য কিছুর নির্ভরহীনতা, এলাহী সত্বাগত একটি বিশেষ গুন এবং তার এককত্ব যে একান্ত জরুরী হওয়াটা উক্ত কথার ঐকান্তিক বুরহান বা নূরানী এক দলিল স্বরুপ।

হে বন্ধু! আমাদের আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত শব্দ (আরবি----------) তোমরা ইবাদাত করো এমন আদেশ এমন আদেশের ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাসের তাফসীর মতে এটি হলো মানুষদেরকে তৌহিদের প্রতি আহ্বানকারী একটি জরুরী দাওয়াত। একি সাথে এই আয়াত, সার্বজনীন প্রেক্ষাপটের সাথে একত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী এই নিদর্শন অতি মোলায়েম ও অতি সৌন্দর্যময় একটি একচ্ছত্র সবকিছুকে অন্তর্নিহিতকারী এক বুহরআন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এটা এরকম যে, মানবজাতির অন্যান্য প্রাণীজগতের জীবন যাপনী মাধ্যম হওয়া সন্তান সন্ততীর প্রজন্মের ফলাফলের জন্যে, জমিন ও আসমানের মধ্যকার যে সম্পর্ক রয়েছে তার সাহায্যে সহযোগীতায় এবং জগতের অস্তিত্বময় সবকিছুর সাথে তাদের একে অপরের মিল সমূহ এবং জগতের আশপাশে এদের পরস্পরের ক্ষেত্রে হাত মিলানো বা বুকে টানা এমনকি পরস্পরের হাত ধরে প্রয়োজনকে শেয়ার করা ও বিশ্বস্থতাকে আরও আন্তরিক করা, একে অপরের প্রশ্ন উত্তরে এগিয়ে আসা সহযোগীতায় দৌড়ানো ও যেন তারা একটি জায়গায় এক ও অভীন্ন এবং একটি এককত্বের নীতিমালায় তাদের কেন্দ্র হিসেবে নড়াচড়া করার ন্যায় অবস্থা সমূহ বেষ্টিত হওয়ার পিছনে এমন কিইবা

মেশিনের অবদান রয়েছে, এগুলো নিঃসন্দেহে এদের সকলের মালিক ও মহান কারিগর যে এক এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার ও একককত্বের ঘোষণা প্রদানে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "প্রত্যেক বস্তুতে মহান কারিগরের একত্ববাদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী একটি নিদর্শন বিদ্যমান একটি স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে এমন কথার প্রতি ইঙ্গিতবাহী একটি কথাও আছে যা ঐ কথার বাইব্রেশন হিসেবে সাহায্য করে কথা হল (ইবনুল মুতেজের কবিতা) (আরবি হবে------------------)

হে বন্ধু! মহান সানিয়ে যুর-জালাল যেমনটি তিনি এক ও ওয়াজিবু উজুদ তেমনি তিনি তার সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ রুপে গুণান্নীত। যার দরুন সমস্ত জগতে ও তার কারিগরি সৃষ্টিতে পাওয়া খাওয়া পূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গভাবে মহান কারিগরের পরিপূর্ণতা প্রদর্শনকারী ছায়া থেকে সবকিছুই আধিষ্ঠিত। আর যখন বিষয় এরকম, মহান কারিগরের কাছে প্রমাণিত সুন্দর্য, পূর্ণতা, মহা উজ্জলতা, সমগ্র কায়েনাতে পাওয়া খাওয়া সৌন্দর্যতা থেকে পূর্ণতা থেকে সু-উজ্জলতা অসীমতার দৃষ্টিতে তা সর্বোচ্চ মর্তবায় আধিষ্ঠিত। যেহেতু প্রমান হল যিনি ইহছান করেন, নেয়ামত দান করেন ও তার এই দয়া থেকে সম্পদ থেকে আগত সবকিছু জন্ম-প্রজন্ম এগুলোই তো তার এক অকাট্য প্রমাণ।

উত্তর দেওয়াটা উত্তরদাতার একটি প্রমাণ হিসেবে প্রমাণিত। সুন্দর্যতা দেওয়া যিনি দান করেন তার একটি বুরহান স্পষ্ট হয়। একিই সাথে মহান সানিয়ে যুল-জালাল সর্ব প্রকার ক্রুটি থেকে তিনি পবিত্রও পাক। তার কারণ হল, ক্রুটি সমূহ, বা বস্তুবীদ বা দুনিয়াবীতার মূল্যায়নের যোগ্যতার কুল্লী তথা সার্বিক দৃষ্টি থেকে সামনে অগ্রসর হয়। অথচ মহান রব তিনিতো বস্তুর প্রকার বা এর থেকে তিনি নহেন। একিভাবে সানিয়ে= কাদীমে=আযালী এই কায়েনাতের বেষ্টিতকারী বস্তুর দেহ, বস্তুর দিক, পরিবর্তন, অস্তিত্ব এর ন্যায় বস্তুর জন্যে আবশ্যকারী জরুরত সমূহ ও গুণসমূহ এই সবকিছু থেকে তিনি পবিত্র। কোরআন বহলে যে, "আল্লাহকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করনা" এভাবে বলে----